

উপনিষদ ।

অথর্কসিঙ্গিরস এবং মধুকৃতঃ ।—হান্দোগ্য ৩/৪১১
এতৎ অথর্কসিঙ্গিরসঃ এতদ্ ইতিহাসপুরাণম্ ।—হান্দোগ্য ৩/৪১২
এইরূপ তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদও অথর্কবেদের বর্ণনা
করিয়াছেন ।

অথর্কসিঙ্গিরস ইতিহাসপুরাণম্ ।—বৃহ ২/৪১১, ৪/১১২ ও ৪/১১১

অথর্কসিঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।—তৈত্তিরীয় ২/৩১

এইরূপ গ্রন্থ ও মুণ্ডক উপনিষদেও অথর্কবেদের প্রসঙ্গ আছে ।

কবীণাঃ চরিতং সত্যমথর্কসিঙ্গিরসামসি—প্রশ্ন ২/৮

অথর্কো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ ।—মুণ্ডক ১/১১৫

পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরা 'ত্রয়ী' শব্দের উপর নির্ভর করিয়া যে যু
অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মত নহে । প্রাচীন মতে যজুই যে
মুখ্য প্রতিপাদ্য ।

"আমায়ন্ত জিগার্হাং"—ঐতিনি-৭/৩, ১২/১

যে তিন বেদের যজ্ঞে প্রয়োগ, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ প্রতি
তাহাদিগেরই সংহতি-সংজ্ঞা 'ত্রয়ী' । অথর্কবেদের যজ্ঞে ব্যবহার ন
সেই জন্ত ত্রয়ী মধ্যে তাহার গণনা করা হয় নাই । ইহা
অথর্কবেদের অনস্তিত্ব বা অবৈদ্য প্রমাণিত হয় না ।

পুরাণাদিতে বেদ-সম্বলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে তাহা হ
দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন তদ
প্রচলিত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ক-যজ্ঞ-সমূহ সংহিতার আকারে সঙ্ক
করেন । বিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো ধোমান্ যজ্ঞে প্রচক্রেম ।

অথ শিবান্ সজগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩/৪৭

সকল বেদাদেশক্রমে ব্যাস বেদ-সমূহের সংকলনে প্রযুক্ত হই
এবং বেদপারগ চারিজন শিষ্যকে (ঐ কার্যে) নিযুক্ত করিলেন ।

বৈদিক সাহিত্য ।

এই শিষ্ট-চতুষ্টয়ের নাম পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও বজ্জৎ ।
পৈল ঋগ্বেদের সংকলন বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কবিত্ব করেন; বৈশম্পায়ন
যজুর্বেদের, জৈমিনি সামবেদের এবং শ্রুত অথর্ববেদের। বেদব্যাসের
পূর্বে হইতেই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব মন্ত্রসমূহ প্রচলিত ছিল।
তাহার পূর্ববর্তী ঋষিগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ সমস্ত মন্ত্র আধ্য-
সমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। বেদব্যাস শিষ্যদিগের সাহায্যে সেই
সমস্ত মন্ত্রই একত্র সংকলিত করিলেন। তিনি বেদচতুষ্টয়ের ব্যাস
(compiler) মাত্র, কর্তা বা রচয়িতা নহেন। *

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

ততঃ স শুচমুক্ত্য গুণেনঃ কৃতবান্ মুনিঃ ।

যজুঃবি চ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ সামভিঃ ।

রাজগুপ্তর্ষী বেদেন সর্বকন্দ্রাণি স প্রভুঃ ।

কারমামাস মৈত্রেয় ! ব্রহ্মবাক্য বদাহুতি ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ঃ:১০-১৪

পরে ব্যাস ঋক্‌সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সংকলন করিলেন;
যজুঃসমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্বেদ এবং সামসমূহের উদ্ধার করিয়া
সামবেদ সংকলন করিলেন এবং তিনি অথর্ববেদের দ্বারা বদ্যবিদ্যানে
ব্রহ্ম-স্থাপন এবং রাজার সমুদয় কৰ্ম নিশ্চয় করাটলেন” ।

ইহা হইতে জানা গেল যে, বেদ-সাহিত্যের সংকলিত মন্ত্রসমূহ পূর্বে
হইতেই বিক্ষিপ্ত আকারে বিস্তারিত ছিল। এ কথা সপ্রমাণ করা
কঠিন নহে। কারণ, ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী হইতেই জানা যায় যে,
যজুঃবি সামানি ও ছন্দাংসি” পূর্বাভাবি ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল।

* যেমন বঙ্গদেশে কবিগণ ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তৎপূর্ববর্তী কবিত্বশাস্ত্রাদিগের মন্ত্রসমূহ
সংকলন করিয়াছিলেন, অথবা যেমন ইংলণ্ডে বিন্স শাশি প্রাচীন বাথাসমূহ (ballads)
সংকলিত করিয়াছিলেন।

উপনিষৎ ।

তন্মাদ ইত্যং সর্বহত ঋচঃ সামানি জজিরে ।

ছন্দাংসি জজিরে তন্মাদ তন্মাদ যজুরজায়ত ।

অর্থাৎ সেই মহা পুরুষ-যজ্ঞ হইতেই ঋক্, যজুঃ, সাম এবং ছু
উৎপন্ন হইল ।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুবা সহ ।—অথর্বব, ১১।*

এই ছন্দস্ সমূহই পরে অথর্ববেদ-সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে
অতএব বেদ-গণনায় অথর্ববেদের গণনা না করা অসঙ্গত ।

*এ ছন্দস্ অমুট্ ত্ ত্রিষ্টু ত্ প্রভৃতি ছন্দঃ metre মতে । এই ছন্দসট্ পার
মধ্যে জেনের Zend (আকার ধারণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম-ব্রহ্ম জেন্স অর্থে
হইয়াছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বেদ কি ?

বেদ বলিলে কি বুঝায় ? পাশ্চাত্য মতে মস্তই বেদ । অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদের যে সংহিতা-অংশ (বাহ্যতে মন্ত্রসমূহ সংকলিত হইয়াছে), মাত্র সেই অংশই বেদ । এ দেশের মত ভিন্নরূপ । এ দেশের প্রাচীন মত এই যে প্রত্যেক বেদের দুই ভাগ—কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড । কর্মকাণ্ড-বেদের লক্ষ্য, জীবকে অভ্যাসের ভাগী করা ; এবং জ্ঞান-কাণ্ড বেদের উদ্দেশ্য জীবকে নিশ্চেষ্টের অধিকারী করা । কর্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ, জ্ঞানকাণ্ডের ফল অপবর্গ । বেদের যে অংশ কর্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করিতেছে তাহার নাম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ; এবং যে অংশ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ । অতএব এ মতে বেদের চারি বিভাগ । সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । সুতরাং এ দেশের প্রাচীন ধারণা এই যে বৈদিক যুগের সূত্রপাত হইতেই ভারতীয় ঋষি-সমাজে কর্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ প্রচলিত ছিল ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ মত ব্রাহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, বৈদিক যুগের উদ্যোগে কেবলমাত্র বেদ-মন্ত্রই প্রচলিত ছিল । পরে পৌরোহিত্য-প্রধান কুজিমতার যুগে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তাহার পর আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদ সমূহ বিয়চিত হইয়াছিল ।

উপনিষদ ।

পশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যকে চারিটা বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। ছন্দঃ-যুগ, মন্ত্র-যুগ, ব্রাহ্মণ-যুগ ও সূত্র-যুগ।* তাহার। বলেন যে, ছন্দঃ-যুগে মন্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল; মন্ত্রযুগে তাহাদের সংকলন-কাণ্ড। ব্রাহ্মণ-যুগের প্রথমাংশে ব্রাহ্মণ-সমূহ ও শেষাংশে আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহ বিরচিত হইয়াছিল। সূত্র-যুগে কল্প, গৃহ, শ্রৌত প্রভৃতি সূত্র সকল গ্রথিত হয়। ইহাই বৈদিক যুগের অন্তরায়। এ মত একেবারে অনুলক নহে। কিন্তু ইহাতে সত্যাংশ অনেকা ভ্রামাংশই অধিক। পশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গল্প উপনিষদের পূর্বকালে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, যে সকল উপনিষদকে তাহার। প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তৎ-পূর্ববর্তী কালেও বৈদিক সাহিত্য বহু বিস্তৃত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে বিজ্ঞা শাস্ত্রা করেন; তাহাতে সনৎকুমার নারদকে প্রশ্ন করিলেন যে, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার পরিচয় বল; তত্পরে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা দিব। তত্বত্রে নারদ বলিলেন—
 ঋগ্বেদঃ ভৃগুবোধোহমি বহুবর্ষেণ সানবেদমাধর্ষণং ৷ তত্বমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমঃ বেদনারা
 বেদঃ পিতৃণাং রাশিঃ সৈবং নিধিঃ বাক্যোবাক্যমেকাযনঃ দেববিস্ময়াঃ ব্রহ্মবিদ্যাঃ
 কৃতবিদ্যাঃ কত্রবিদ্যাঃ নকত্রবিদ্যাঃ সর্পদেবজনবিদ্যামেতদন্তপর্বোহধোমি।

— ছান্দোগ্য ৭/১২

*There are in the Vedic age four distinct periods which can be established with sufficient evidence. They may be called the Chhandas period, Mantra period, Brahmana period and Sutra period.—
 Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature—page 70.

“আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ; চতুর্থ অথর্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি । পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি ; পিত্রা (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাণী (তর্কশাস্ত্র), একাক্ষর (নীতিশাস্ত্র), দেব-বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ভূত-বিদ্যা, ক্ষত্র-বিদ্যা (যজুর্বেদ), নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্প-বিদ্যা, দেবজ্ঞান-বিদ্যা (সূত্র্য-স্মৃতি-ব্যাক্য শিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানানি—শব্দর)—এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি ।” এই তালিকা হইতে বৈদিক যুগে বিদ্যার পরিমাণ, প্রকার ও ভেদ কতকংশে বুঝিতে পারা যায় ।

বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃখসিতমেতদ যদ্ব্যয়েনো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবিদ্যা ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিবদঃ শ্লোকঃ সূত্র্যাপুব্যাক্যানানি ব্যাক্যানানীতিৈবানি সর্গাণি নিঃখসিতানি ।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০

অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সেই পরমাত্মারই নিবাস । সমস্ত বিদ্যার তাহা হইতেই প্রবৃতি ; তিনিই তাহাদিগের আধার ও আশ্রয় । বৃহদারণ্যকের প্রথম তালিকা হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যা-সমূহের নাম পাওয়া গেল । যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিবদ, শ্লোক, সূত্র, অথুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান । এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বৃহদারণ্যক রচনারও পূর্বকালে ইতিহাস এবং পুরাণ, শ্লোক এবং সূত্র বর্তমান ছিল । এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, এই সকল প্রাচীন সূত্রই সংকলিত ও পরিবর্তিত হইয়া, পরে পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রে, বোধায়ন আশ্বলায়ন প্রভৃতির গৃহ্যাদি সূত্রে এবং ছার

* বিদ্যা = দেবজ্ঞানবিদ্যা (fine arts)—শব্দর-ভাষ্য ।

উপনিষদ।

বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন যুগ্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্লোক সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই; কারণ ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।* এই সকল উপনিষদেরও পূর্ববর্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়।

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুইয়ম্।

ঐতৈরাসিতা-মণ্ডলং সৰ্বৈরেব বিধাত্ততে—১২

মাধবাচার্য্য 'ঐতিহ্য' অর্থে ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত নহে। পরন্তু এই বচনে আমরা 'শ্রুতি'রও উল্লেখ পাইলাম। অতএব বৈদিক যুগে যে শ্রুতিগ্রন্থেরও প্রচার ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

এই সকল উপনিষদ ও আরণ্যকের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দশ কাণ্ডে চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ন্যূনশংস এবং গাথার উল্লেখ আছে এবং তাহাদিগের স্বাধ্যায় (subjects of study) করিবার কথা আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অধ্বাখ্যান ও উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে এবং ১৩শ কাণ্ডে অনেকগুলি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল গাথার অনেক স্থলে প্রাচীন বৈদিক আকার রক্ষিত দেখা যায়।† ইহার কারণ এই যে, তখনও বৌদ্ধযুগ অনেক দূরবর্তী। এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অথর্কস্মিৎ, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প,

* এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য ৪।২।৯, ৫।১০।৮, ২।২।১৩, ৩।২।৯২; বৃহদারণ্যক ১।৫।১, ২।২।৩, ৩।২।১১, ৪।৪।১-২১ ও তৈত্তিরীয় ২।৮ দ্রষ্টব্য।

† These verses repeatedly contain very old Vedic forms. The words Arhat, Shramana, Mahabrahmana and pratibuddha occur but not in the Buddhistic sense.—Weber

গাথা, ও নারশংসকে স্বাধ্যায়ের বিষয় বলা হইয়াছে। আনু ঐতরের ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণে আধ্যানজ লোকের (আধ্যানবিদঃ) উল্লেখ দেখা যায় এবং অনেকগুলি অভিব্যক্ত গাথা উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বৈদিক যুগের সাহিত্যের বিস্তৃতি ও বিভাগের কতক আভাস পাওয়া যায় ; এবং বৈদিক যুগে যে বেদ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, স্থতি, বেদান্ত প্রভৃতি নানা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক বিদ্যার প্রচার ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিষদ।

বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্লোক সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই; কারণ ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। * এই সকল উপনিষদেরও পূর্ববর্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রাণঠকের তৃতীয় অঙ্কবাক্যে এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়।

স্বতিঃ প্রত্যাক্ষম্ ঐতিজম্ অহুমানশ্চতুষ্টয়ম্।

ঐতৈরাদিত্য-মণ্ডলং সর্কীরেব বিধাত্ততঃ— ১।২

সাম্বাচার্য্য 'ঐতিজ' অর্থে ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত নহে। পরন্তু এই বচনে আমরা 'স্বতি'রও উল্লেখ পাইলাম। অতএব বৈদিক যুগে যে স্বতিগ্রন্থেরও প্রচার ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

এই সকল উপনিষদ ও আরণ্যকের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দশ কাণ্ডে চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, নারায়ণ এবং গাথার উল্লেখ আছে এবং তাহাদিগের স্বাধ্যান (subjects of study) করিবার কথা আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অধ্বাখ্যান ও উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে এবং ১৩শ কাণ্ডে অনেকগুলি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। † সকল গাথার অনেক স্থলে সুপ্রাচীন বৈদিক আকার রক্ষিত দেখা যায়।† ইহার কারণ এই যে, তখনও বৌদ্ধযুগ অনেক দূরবর্তী। এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অথর্কসাম্বিরস, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প,

* এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য ৫।২।৮, ৫।৩।৮, ২।২।১৩, ৭।২।৮২; বৃহদারণ্যক ৩।৫।১, ২।২।১৩, ৩।৩।৭-২।১ ও তৈত্তিরীয় ২।৮ প্রভৃতি।

† These verses repeatedly contain very old Vedic forms. The words Arhat, Śhrāmanā, Mahabrahmanā and pratibuddha occur but not in the Buddhistic sense.—Weber

বেদ কি ?

পাখা, ও নারশংসকে স্বাধ্যায়ের বিদ্যর বলা হইয়াছে। আনু ঐক্যের ও কৌশীতকী ব্রাহ্মণে আখ্যানর লোকের (আখ্যানবিদঃ) উল্লেখ দেখা যায় এবং অনেকগুলি অস্তিযজ্ঞ পাখা উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বৈদিক যুগের সাহিত্যের বিস্তৃতি ও বিভাগের কতক আভাস পাওয়া যায় ; এবং বৈদিক যুগে যে বেদ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, স্থতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক বিদ্যার প্রচার ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বেদ সংকলন ।

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ হইতে আমরা জানিয়াছি যে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও স্কন্দ এই শিষ্যচতুষ্টয়ের সহায়তায় চারিবেদ সংকলন করিয়া চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিকতার বরণীয় হইয়াছিলেন এবং ‘বেদব্যাস’ এই সার্থক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বেদব্যাসের এই চারি শিষ্যের নাম সম্বন্ধে রক্ষিত হইয়াছিল। আশ্বলায়ন তাঁহার গৃহ্যসূত্রে ইহাদিগের তর্পণের এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ;—

* স্কন্দ জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল ইত্যেভ্যঃ তর্পণং যঃ চাক্ষে আচার্য্যভ্যে সর্বকৈ তৃপ্যত ॥—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র অঃ

ইহাদিগেরই শিষ্যপ্রশিষ্যেরা এক এক বেদকে বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত করিয়া বেদকাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পৈলের দুই শিষ্য, বাঙ্কল ও ইন্দ্রপ্রমতি। বাঙ্কলের আবার চার শিষ্য। ইহারা প্রত্যেকে এক এক শাখা অধ্যয়ন করেন। পরে বাঙ্কল আর তিন শিষ্যকে অপর তিন শাখা অধ্যাপনা করেন। এইরূপে বাঙ্কল হইতেই সাতটি প্রশাখার উৎপত্তি হয়।* এই সাতগুলি শাখার ঋগ্বেদ সংহিতা এখনও খণ্ডিত আকারে বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রপ্রমতি

* এই সাতজন শিষ্যের নাম—বাঙ্কলক্য, পরাশর, বোধ্য, অগ্নিমাঠর, কালান্বিনী, সর্গ ও কবাক্ষর।

গুরুর নিকট হইতে যে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহারই কিরদংশ তিনি স্বীয় পুত্র মাণ্ডুক্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার দুই শিষ্য বেদমিত্র ও শাকপুণীকে ঐ সংহিতা গ্রহণ করান। শাকপুণীর তিন শিষ্য ক্রোধ, বেতালিক ও বলাক; আর যুগ্মল, গালব, বাৎস্য, শালীয, ও শিশির এই পাঁচ জন বেদমিত্রের শিষ্য। এতোকেই ঋগ্বেদের এক এক প্রশাখার প্রবর্তক। যে ঋগ্বেদ সংহিতা মুদ্রিত হইয়া এখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শৈশিরীর শাখার অন্তর্গত।*

বৈশম্পায়ন যে যজুর্বেদ সংকলন করেন, তাহা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃষ্ণ যজুঃ। ইহার ২৭ শাখাভেদ। বিষ্ণুপুরাণে এই সকল শাখাপ্রবর্তক শিষ্যাদিগের নাম রক্ষিত হয় নাই।

বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য বাজ্রবল্য গুরুর সহিত বিরোধ করিয়া নূতন যজুর্বেদ সংকলন করেন; তাহার নাম বাজ্রসনের সংহিতা বা শুক্ল যজুঃ। ইহারও কাণ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখাভেদ। এখন কিন্তু কাণ্ঠ ও মাধ্যান্দিন নামে দুইটি মাত্র শাখা প্রচলিত আছে।†

সামবেদের সংকলয়িতা জৈমিনির দুই শিষ্য ছিল; কুমন্ত ও সুকর্ম্ম। সুকর্ম্মার দুই শিষ্য; হিরণ্যনাত ও পৌণ্ডিল্লি। হিরণ্যনাতের শিষ্য কুতি। ইহা হইতে চব্বিশটি শাখার প্রচার হয়। কুতি ব্যতীত

* The extant recension of the Rigveda, is that of the Sakalas and belongs specially to that branch of this school which bears the name of Shaishirīya. Of another recension, that of the Baskalas, we have but occasional notices.—Weber, page 32

† The white Yajus is extant in both recensions, Kanva and Madhyāndina.—Weber.

হিরণ্যাক্ষের ১৫ জন প্রাচ্য সামগ ও ১৫ জন উদীচ্য সামগ শিষ্য ছিলেন। ইহার প্রত্যেকেই এক এক সামশাখার প্রবর্তক। গৌলি-
জির চার শিষ্য; লোকাকি, কুমুদী, কুশীদি ও লাকলি। এই কোথুম
শাখা এখনও উজ্জরাট প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।*

অথর্ববেদের সংকলন-কর্তা অমত্বর শিষ্যের নাম কবন্ধ। কবন্ধের
দুই শিষ্য; দেবদর্শ ও পথ্য। জাজলি, কুমুদামি ও সোনক, পথ্যের
এই শিষ্যতর। প্রত্যেকে এক এক শাখার প্রবর্তক। অথর্ববেদের যে
শাখা এখন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সোনকের শাখা। দেবদর্শের
শিষ্য চতুর্দশের মধ্যে অন্ততম পিপ্পলাদ। ইহার প্রবর্তিত শাখা এখনও
কাশ্মীরে রক্ষিত আছে।†

কালবশে বেদের অনেক শাখাই বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি সম্ভবতঃ
এখনও কীটদষ্ট পুঁথি-স্তম্ভের মধ্যে অনাবিকৃত অনেক বেদসংহিতা
লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন পুঁথি যত দূর এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত
হইয়াছে, তদ্বারাই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বেদসংকলন ও শাখাবিভাগের
বিবরণের সত্যতা সমর্থিত হইতেছে।

বেদের সংকলনকাল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরাণ
প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য

*. ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র হান্সিয়া উপনিষদের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন,
তাহার ভূমিকার (৪ পৃঃ) তিনি সামবেদের তিনটি শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে
কোথুম শাখা উজ্জরাটে, জৈমিনীর শাখা কর্ণাটে এবং রাশারবীর শাখা মহারাষ্ট্রে
প্রচলিত।

†The extant Samhita of the Atharva Veda, seems to belong to the
Suanakas, while the Pippalada Samhita has come down to us in a
second recension still preserved in Kashmere.—Weber, page 146

পণ্ডিতেরাও ভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বেদসংকলন সমসাময়িক ঘটনা।*

কোন কোন ব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালবর্তী বা অচির-পরবর্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পারাশর্য্য (বেদ-ব্যাস) ও তৎ-শিষ্য বৈশম্পায়নের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে পারিক্শিত জনমেজয়ের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে জনমেজয় ও তাঁহার তিন ভ্রাতা ভীষ্মসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেনের কথা যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহারা, ঐ ব্রাহ্মণ সংকলনের অল্পকাল পূর্বেই গতায় হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, শতপথব্রাহ্মণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দুই পুরুষ পরে সংকলিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অল্পদিন পরেই পরিক্শিত ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সংবরণ করেন। তখনও জনমেজয় কিশোর-বয়স্ক। জনমেজয়ের অন্তর্ধানের পর যখন শতপথ ব্রাহ্মণ সংকলিত হইয়াছিল, তখন শতপথ ও ভারত যুদ্ধের মধ্যে ১৫০ বৎসর ব্যবধান ধরিলে অসম্ভব হইবে না।

*According to all scholars the great war and the compilation of the Vedas belong to the same period—(Macdonell, Sanskrit Literature, pages 174—175 and 285; Hopkin's Religions of India p. p. 177—9; R. C. Dutt's Civilisation in Ancient India vol. I, p. p. 10—11.)

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক।

বেদের সংহিতা-ভাগ সঙ্কলিত হইবার সমকালে অথবা অচিরপরে ব্রাহ্মণ সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সংহিতা প্রধানতঃ মন্ত্রাঙ্ক। কেবল তৈত্তিরীয়সংহিতায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত দেখা যায়। মন্ত্র, ছন্দে নিবদ্ধ পদ্য; ব্রাহ্মণ, গদ্যে রচিত। তবে তাহার স্থানে স্থানে প্রাচীনতর শ্লোক ও গাথা উদ্ধৃত দেখা যায়। মন্ত্রের প্রয়োগ—যজ্ঞে; ব্রাহ্মণে—যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ। যেমন ঋগ্বেদের ঐতরের ও কোষীতকী ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, সামবেদের ছান্দোগ্য ও তান্ড্য ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ।

এ দেশের শিক্ষা এই যে, যজ্ঞই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য।

আমায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ—জৈমিনিসূত্র।

পূর্বাঙ্গের যজ্ঞের প্রচলন আছে। যজ্ঞে প্রয়োগের জহই মন্ত্রের প্রকাশ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আদি আর্যযুগের শিশু মানব প্রাকৃতিক ব্যাপারে বিমোহিত ও বিচলিত হইয়া কবিতার উচ্ছ্বাসে মনোভাব উৎসারিত করিত। ইহাই বেদমন্ত্র। পরবর্তী কালে কৃত্রিমতার যুগে, পৌরোহিত্যের প্রভাবে, যজ্ঞের উৎপত্তি হইল এবং যজ্ঞের সমর্থনের জন্তই ব্রাহ্মণের জার কৃত্রিম গ্রন্থের আবর্তিত হইয়াছিল। এ মূলতঃ বেদস্মরণ, তাহা ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

তাহাতে বেধা বিরাজে যে, জাতি জাতির শাস্ত্র বিকাশেরও পূর্বকর্তৃক কামে, জাতি জাতির সেই "প্রথম প্রকাশ" জাতির বাসস্থানি উৎসাহকর্তৃক কামে প্রচলন ছিল । * ব্রাহ্মণজ্ঞানের মত মত ও ব্রাহ্মণ উৎসাহেরই প্রয়োজন । দেবতার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত্যাপই যজ্ঞ । শুধু দেবতার জ্ঞতি দ্বারা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । যজ্ঞের প্রণালী, পদ্ধতি, উপকরণ প্রভৃতির পরিচয় জানা আবশ্যিক । নতুবা যজ্ঞ-সম্পাদন সম্ভবপর নহে । ব্রাহ্মণ হইতেই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । অতএব ব্রাহ্মণও মন্ত্রের জ্ঞান প্রাচীন । শাস্ত্রাত্ম্য সিংগের ধারণা এই যে, বেদসঙ্কলনের পর ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হইয়াছিল । এ ধারণা অমূলক । কারণ অনেক স্থলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কাহারও স্বরচিত গ্রন্থ নহে, পূর্বপ্রচলিত গ্রন্থাংশের সংকলন মাত্র । এই সংকলন কার্য্য মনুসংকলনের সমকালে অথবা অচিরপরে অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু তদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তৎপূর্বে ব্রাহ্মণজাতীয় গ্রন্থের প্রচলন ছিল না । এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কয়েকটা সারকথা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল । † এতদ্বারা এ দেশীয় মত সমর্থিত হইতেছে ।

* Indo-European etymological equations have established the fact that sacrifices or rather the system of making offerings to the Gods for various purposes existed from the primeval period.—

Tilak's *Arctic Home in the Vedas* p. 150, citing as footnote Schrader's *Pre-historic Antiquities of the Aryan people*, Part IV, Chapter XIII, translated by Jevons, p. 421. of *San Yaj*, *Zend Yaj*, *Greek Azomai*, *agios*.—See *Orion* Ch. II.

† It would be a mistake to call Yagnavalka the author, in our sense of the word, of the *Vajasaneya samhita* and *Shatapatha Brahmana*. But we have no reason to doubt that it was Yagnavalka who brought the ancient Mantras and Brahmanas into their present form. — Max Muller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 359.

প্রাচীন আৰ্য্য সমাজে মানবজীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, তাহার পর গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্বশেষে সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচারী ভূতা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূতা বনী ভবেৎ, বনী ভূতা প্রজ্ঞেৎ ।—জাবাল, ৪
ব্রহ্মচারী অবস্থায় আৰ্য্য বালককে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ “স্বাধ্যায়” করিতে হইত। “স্বাধ্যায়” অর্থে স্মৃ-আবৃত্তি। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া শিষ্য যখন গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেন, গুরু তখন তাঁহাকে বলিয়া দিতেন—

সত্যং ন প্রমদিতব্যং ১ ১ স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং—তৈত্তি ১।১১।১

‘সত্য হইতে প্রচলিত হইও না। স্বাধ্যায়-প্রবচন হইতে প্রচলিত হইও না’।
এরূপ উপদেশের অর্থ এই যে তখনও বেদ-শাস্ত্র ‘প্রতি’ ছিল। গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়া শিষ্যের স্মৃতিতে ইহাকে মুদ্রিত রাখা হইত। তখনও বেদ লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আৰ্য্য যুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই আশ্রমে বিবাহিত হইয়া পত্নীর সহিত তাঁহাকে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারী থাকিতেন না। নিজের শরীরে বলিপলিত লক্ষ্য করিলেই তিনি গৃহের উপর সংসারের ভার ত্যক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত ‘আরণ্যক’। ইহাই বানপ্রস্থ আশ্রম। আরণ্যকের পক্ষে দ্রব্য সহকারে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন বা সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি যজ্ঞাক্রমসমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক উপাসনা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতেন। যেমন অগ্নিহোত্রযাগ। গৃহস্থ, দ্রব্য সহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু যিনি আরণ্যক, তিনি দেহের মধ্যে প্রাণের প্রক্রিয়ার ঐ যজ্ঞের অঙ্গসমূহের ভাবনা করিতেন। যে সকল গ্রন্থে আরণ্যকের অনুষ্ঠানের এইরূপ রূপক-ভাবনার ও প্রতীক উপাসনার

উপদেশ আছে সেই গ্রন্থের নাম আরণ্যক । * শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

অরণ্যে অনুচামান্যং আরণ্যকম্ ।—বৃহদারণ্যক ভূমিকা

ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন আরণ্যক । * যেমন ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক, কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদ আরণ্যক ইত্যাদি ।

বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস । ইহাই চরম আশ্রম । আরণ্যক বিবেক ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ‘অধিকারী’ হইলে, এই তুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন । তখন তাঁহার নাম হইত তিষ্ণু । তাঁহারই উপযোগী গ্রন্থ উপনিষদ । ইহা আরণ্যক গ্রন্থের চরম ভাগ । তুর্থাশ্রমী এই গ্রন্থ হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতেন ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতের সুগঠিত জীবন-সোপানের প্রতিভারে আধ্যাত্মিক সেই সেই আশ্রমের উপযোগী গ্রন্থনিচয়ের হায়তা লাভ করিতেন । মানবজীবন যেমন চারি আশ্রমে সুবিভক্ত হইল, বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যয়ে সুবিভক্ত ছিল । ব্রহ্মচারীর ঋগ্ সাহিত্য, গৃহীর জন্ত ব্রাহ্মণ, বাণপ্রস্থের জন্ত আরণ্যক এবং সন্ন্যাসীর জন্ত উপনিষদ ।

* India more than any other country is the land of symbols. As early as the period of the Brahmanas, the separate acts of the ritual were frequently regarded as symbols, whose allegorical meaning embraced a wider range. But the Aranyakas were the peculiar arena of these allegorical expositions. In harmony with their revealing purpose to offer to the Vanaprastha an equivalent for ceremonial observances, for the most part no longer practicable, they indulge in mystical interpretations of these, which are then allowed up in the oldest Upanishads.—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 120.

পঞ্চম অধ্যায় ।

উপনিষদ্—বেদান্ত ।

উপনিষদের একটা নাম বেদান্ত । বেদান্ত অর্থে বেদের অন্ত ।

বেদান্তে পরমঃ গুণঃ—বেদ ৬।২২

বেদান্তবিজ্ঞানহিনিচিৎতার্থাঃ—মুক্তক ৩।২।৬

উপনিষদকে কেন বেদান্ত বলে ? ইহার দ্বিবিধ উত্তর । প্রথম, বেদের যে চরম জ্ঞান, চরম উপদেশ, চরম শিক্ষা তাহাই উপনিষৎ-সমূহে নিবদ্ধ হইয়াছে ; অতএব উপনিষদকে বেদান্ত বলা অসঙ্গত নহে । পুনশ্চ, উপনিষদ্ বৈদিক সাহিত্যের চরম অংশ বা চরম বিভাগ । আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বৈদিক শাখার স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিল । প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার আরণ্যক সংযুক্ত থাকিত । যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ইত্যাদি । উপনিষদ্ এত সকল আরণ্যকেরই শেষ অংশ । অতএব এভাবেও উপনিষদকে বেদান্ত বলা অসঙ্গত নহে ।

এখন অনেক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকই বিলুপ্ত হইয়াছে । তথাপি যে কয়খানি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই এই স্বতের সত্যতা অবধারণ করা যায় । ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ পাঁচ অধ্যায় । তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ তিন-অধ্যায় । বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায় কেন উপনিষদ্ জলাধিকার ব্রাহ্মণের শেষ বা নবম অধ্যায়

এ অল্প শব্দসংখ্যার ভাষার অনেক স্থলে কোন উপনিষদ কোন ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের চরম ভাগ ভাষায় স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন । * এ সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ শব্দর ভাষ্যের কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিলাম । কেন উপনিষদেব ভাষ্যের ভূমিকায় শব্দর এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কেবেদিতম্ ইত্যাদ্য উপনিষৎ পরব্রহ্মবিবর্তা বক্তব্য ইতি নবন্যায়াদ্যায়সমুদয়ঃ ।
 প্রাগ্ এতদ্ব্যং কৰ্ম্মাণি অশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকৰ্ম্মাশ্রয়তত্ত্ব চ প্রাণস্য
 উপাসনানি উক্তানি কৰ্ম্মাসামবিষয়ানি চ ॥ অনন্তরং চ গারজস্যায়বিবরণং দৰ্শনং
 বংশান্তম্ উক্তম্ ॥

‘অতঃপর পরব্রহ্ম বিবয়ের আলোচনা হইবে । ইতিপূর্বে কৰ্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড আলোচিত হইয়াছে । সেই অল্প নবম অধ্যায়ের আরম্ভ ।’

এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকায় শব্দর লিখিয়াছেন,—

ও ইত্যোক্তম্ অক্ষরম্ ইতি অষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ । * তত্র সমস্তঃ
 সমস্তঃ কৰ্ম্মাধিগতঃ প্রাণাদিদেবতা-বিজ্ঞানসহিতম্ অচিরাদিমার্গেন ব্রহ্মপ্রতি-
 পত্তিকারণং । কেবলঞ্চ ধূমাদিমার্গেন চন্দ্রলোকপ্রতিপত্তিকারণম্ ।

অর্থাৎ “ও ইত্যাদি অষ্টাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ । ইতিপূর্বে কেবল কৰ্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান-সহকৃত কৰ্ম্ম, উত্তরের কল আলোচিত হইয়াছে । এখন উপনিষদের আরম্ভ হইবে” । এইরূপ শব্দর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভূমিকায় বলিতেছেন,—

নিত্যানি অধিগতানি কৰ্ম্মাণি উপাত্তদ্বয়িতকৰ্ম্মার্থানি কার্ণানি চ কলার্থিনাং পূর্বে
 শিন্ম গ্রহে । ইযানীঃ কৰ্ম্মোপালনহেতুপরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রকুরতে ।

* Sankara looks upon the greater number of them (Upanishads) as still forming the concluding chapters of their respective Brahmanas, to which therefore he is accustomed to refer at the commencement of the Upanishad commentary.—Deussen p. 31.

‘পূৰ্ণ গ্রহে নিতা ও কামা কৰ্ম প্রদৰ্শিত হইয়াছে । এখন কৰ্মের বিরোধী ব্রহ্মবিদ্যার আৱস্ত হইতেছে’ । এইরূপ ঐতরের উপনিষদের ভূমিকার শব্দ লিখিয়াছেন,—

পরিসমাপ্তং কৰ্ম সাধাপরব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন । সৈবা কৰ্মণো জ্ঞানমহিতস্ত পরা
পতিঃ উক্তবিজ্ঞানম্বায়েণ উপসংহতা * * উত্তরং কেবলান্তজ্ঞানবিধানার্থম্ ‘আত্মা বা
ইব’ ইত্যাদি জাহ ।

‘পূৰ্ণ গ্রহে কৰ্ম ও অপরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । অতঃপর কেবল আত্মজ্ঞান উপদেশের জন্য উপনিষদের আৱস্ত হইতেছে ।’ এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভূমিকার শব্দ লিখিয়াছেন :—

‘উবা বা অবস’ ইত্যোবমায়া বাজসনেয়িত্রাক্ষণোপনিষৎ । * * সেহ্মঃ বড়াধারী
অয়ণো হনুতামানন্দ্য আৱণ্যকম্ * * তস্তাম কৰ্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোহভিধীয়তে ।

অর্থাৎ ‘এই বড়াধারী উপনিষৎ বাজসনের ত্রাক্ষণের উপনিষৎ । ইহার সহিত কৰ্মকাণ্ডের সম্বন্ধ (অর্থাৎ যাহা পূৰ্ব পূৰ্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে) উক্ত হইতেছে ।’ এইরূপ ঈশ উপনিষদের প্রারম্ভ শব্দ লিখিয়াছেন :—

‘ঈশা বাস্তব’ ইত্যাম্যো বহ্বাঃ কৰ্মহ অবিনিবৃত্তাঃ তেবাম্ অকৰ্মশেষমাস্তনো
যাথাস্থাপ্রকাশকভাঃ । * * তচ্চ কৰ্মণা বিরুদ্ধোত ইতি যুক্ত এবৈবাং কৰ্মহ
অবিনিয়োগঃ ।

‘কৰ্মের সহিত আত্মজ্ঞানের বিরোধ । অতএব এই উপনিষদ্বস্ত
ব্রহ্মসমূহের কৰ্মে প্রয়োগ নাই’ । অর্থাৎ পূৰ্ব পূৰ্ব অধ্যায়ের বিনিয়োগ
কৰ্ম সম্বন্ধে, এ অধ্যায়ের বিনিয়োগ জ্ঞান সম্বন্ধে ।

এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায় কেন উপনিষদকে বেদান্ত
বলে । উপনিষদ বেদের অন্ত বা চরম ভাগ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বেদের সংকলন-কাল ।

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদ-সংকলন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমসাময়িক ঘটনা । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদিগের এ দেশীয় শিষ্যেরা কতকগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । কেহ কেহ আবার দৃঢ়তা সহকারে খ্রীষ্ট পূর্ব ১১২৪ বৎসরকে ঐ যুদ্ধের কালরূপে নির্ণয় করিয়াছেন । অতএব, তাঁহাদের মতে বেদ-সংকলন কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪শ শতাব্দী । এ নির্ণয় সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । কিন্তু এ প্রসঙ্গের চূড়মা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় এ নহে । বেদের সংকলন-কাল নির্ণয় করে অতিজ্ঞ জ্যোতিষিগণ যে সকল জ্যোতিষিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে তাহারই মাত্র উল্লেখ করিব ।

জ্যোতিষীরা সূর্য্যের বার্ষিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আকাশ-মার্গকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । ইহাদিগের নাম রাশি । মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্টা, তুলা, বৃশ্চিক, মঘ, মকর, কুম্ভ, মীন—এই ১২ রাশি মিলিয়া রাশিচক্র । রাশি-চক্রের আর একরূপ বিভাগ আছে, তাহার নাম নাক্ষত্রিক বিভাগ । এ বিভাগের স্তম্ভ আকাশমার্গকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । এতোক বিভাগের নাম নক্ষত্র—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মুণিমা, আরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, ইত্যাদি ।

১২ রাশিতে যখন ২৭ নক্ষত্র, তখন প্রত্যেক রাশিতে ২৭ নক্ষত্র । জ্যোতির্বিজ্ঞানটিক অবশ্যই অরনচলন (precession of the Equinoxes) ব্যাপারের সহিত পরিচিত আছেন । বিষুব (Vernal Equinox) একস্থলে স্থির থাকে না । উহা বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা করিয়া সরিয়া যায় এবং ২৫৮৬৮ বৎসরে ৩৬০ অংশ ঘুরিয়া আসবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে । বিষুব এক্ষণে মীনরাশিতে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আছে । ২০০০ বৎসর পূর্বে উহা মেঘে ছিল, ৪০০০ বৎসর পূর্বে উহা বুধে ছিল ।* বিষুব যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (Vernal Equinox) ধরা হয় । এই অরনচলনের সহায্যে বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে ।

কয়েক বৎসর হইল বেদবিজ্ঞাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক 'ওরায়ন' (Orion) নামে অশেষগবেষণাপূর্ণ এক লেখ প্রকাশ করেন । ঐ লেখে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকে এইরূপ আত্মীয় পাওয়া যায় যে, ঐ সকল ঋকের রচনাকালে পুনর্বর্ষ নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (vernal equinox) সংঘটিত হইত । এখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে । উত্তরভাদ্রপদ হইতে পুনর্বর্ষের দূরত্ব ৮ নক্ষত্রেরও অধিক । এক এক নক্ষত্র $\frac{৩৬০}{২৭} \times ৬০ \times ৬০ = ৪৮০০০$ বিকলা । অতএব ৮ নক্ষত্রের দূরত্ব ৩৮৪০০০ বিকলা ।

* The vernal equinox falls at present in the constellation Pisces (মীন) near the end, and will soon pass into Acquarius (কুম্ভ) . . . At the beginning of our (i. e. Christian) era, the equinox occurred in the first degree of the Ram (বৃষ); 2150 years previously it coincided with the first stars of the Bull (বৃষ) which had been the equinoctial sign since the year 4700 B. C.—Flammarion.

বৎসরে বিঘ্নবৎ বৎসর ৫০ বিকল্য মাত্র অতিক্রম করে, তখন এই বৎসর অতিক্রম করিতে অন্ততঃ ৭৬০০ বৎসরের প্রয়োজন। অর্থাৎ বৈশাখ ঐ সকল ঋতু রচিত হইয়াছিল, তাহা এখন হইতে অন্যান্য ৭৬০০ বৎসর প্রাচীন।

পুনর্নবমতে ক্রান্তিপাতের কথা আর এক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করা হইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগে বসন্ত ঋতু হইতে বৎসর গণনা করা হইত।

মৃগা বা এতৎ ততুগাং যৎ বসন্তঃ।—তৈ ব্রাঃ—১।১।২।৬

চৈত্র ও বৈশাখ মাসকে বসন্ত ঋতু ধরা হইত।

মধুস্ত মাধবস্ত বাসন্তিকাবৃত্ত।—তৈ সাহিত্য।

“মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ)—এই দুই বসন্ত ঋতু”। ঐ সময়ে চৈত্র বৎসরের প্রথম মাস ছিল এবং চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে বৎসরের আরম্ভ গণিত হইত। সম্ভবতঃ তৈত্তিরীয় সাংহিত্য নিম্নোক্ত বচনে ঐ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

মৃগা বা এতৎ সংবৎসরস্য বাচিত্রা পূর্ণমাসঃ—তৈত্তিরীয় সাংহিত্য, ৭।৪।৮
অর্থাৎ “চিহ্নানুসারে বৃত্ত পূর্ণমাসিথি বৎসরের আরম্ভ।”

এখন যেমন বিষুব-সংক্রান্তিতে (vernal equinox) বর্ষ প্রবেশ ধরা হয়, তখন উত্তরায়ণ বিন্দুতে (autumnal equinox) বর্ষ প্রবেশ ধরা হইত।* চিত্রানুসারে যখন পূর্ণিমা হয়, তখন সূর্য্য তাহার ১৮০

* ইহার পক্ষে প্রমাণ তৈত্তিরীয় সাংহিত্যের এক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। বর্ষসংক্রান্ত দীক্ষাকাল উপদেশ করিতে কবি বলিতেছেন “কল্পনী পূর্ণমাসে দীক্ষেরমৃগা বা এতৎ সংবৎসরস্ত বৎ কল্পনী পূর্ণমাসো মৃগস্ত এবং সংবৎসরমারম্ভা দীক্ষস্তে।” ‘কল্পনী পূর্ণমাসের দীক্ষা’ গ্রহণ করিবে। কারণ, ঐ দিন বৎসরের আরম্ভ। কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়া কবি ঐ দিন দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে একটা দোষ আবিষ্কার করিতেছেন।

অংশ দূরে অশ্বিনীর প্রারম্ভে থাকেন। অতএব যে সময় চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাত্তে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত, তখন উত্তরায়ণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রারম্ভে হইত। স্বতরাং বাসন্তিক ক্রান্তিপাত তখন অবশ্যই ঐ নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্র পুনর্কক্ষতে ঘটিত।† তিলক ‘ওরায়ন’ গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। সে এখন হইতে ৭৬০০ বৎসরের কথা।

তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, এক সময়ে কাক্তনী পূর্ণিমাতেই বৎসরের প্রথম রাত্রি বলা হইত।

এবাহ সৎসরস্য প্রথমা রাত্রির্ষৎ কাক্তনী শৌর্ণমাসী—শতপথ ৩।২

এধা ইব প্রথমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্য বহুত্তরকাক্তনী—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অ ১।২।৮

সে কত দিনের কথা ?

আমরা দেখিয়াছি যে ঐ সময় উত্তরায়ণে বর্ষপ্রবেশ ধরা হইত। শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বচনে আমরা যে কালের উল্লেখ পাটলাম, ঐ সময় কাক্তনমাসে উত্তরায়ণ হইত। কাক্তনী নক্ষত্রে যখন উত্তরায়ণ বিলুপ্ত থাকিত, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অবশ্যই ঐ নক্ষত্র হইতে ১০ অংশ দূরে মৃগশিয়ার হইত। সে প্রায় ৬২০০ বৎসরের কথা। পরে

জসা একৈব নির্ধা বৎসারম্ভেযো বিবুবান্ সম্পদ্যতে। অর্থ্যৎ—“কাক্তনী পূর্ণিমাত্তে বসি যজ্ঞ আরম্ভ করা যায় তবে এই দোষ হয় যে, বিবুবান্ যোর বর্ধার (সংমেযো) পড়িবে।” বিবুবান্ অর্থে বৎসরের মধাবিন, যে দিন বর্ধকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে।

তথা হি বিবুবানিতি সংবৎসরস্য মধাবর্জী মৃগোহহবিশেষঃ ততঃ পূর্বে কদ্যাস উত্তরে চ বদ্যথাঃ। ততোহুত্তরায়ানসবটকগোষ্ঠেযো সোহহবিশেষঃ কর্তব্যঃ।—সায়নভাষ্য।

ইহা হইতে জানা যায় যে, বৎসরের আরম্ভের ৬ মাস পরে যোর বর্ধাকাল পড়িত। উত্তরায়ণ ভিন্ন আর কোন্ সময়ে বর্ধ প্রবেশ ধরিলে একশ বর্ষতে পারিত? অতএব বিশেষণের বলা যায় যে, বৈদিক যুগের প্রথমে উত্তরায়ণে বর্ধায়ম হইত।

† শ্রীমন্ত রাঙ্গকুমার দেব কৃত হিন্দু জ্যোতিষ।

কালক্রমে বিবৃবন অয়ন চলনের ফলে যুগশিরা হইতে প্রথমতঃ যোহিগীতে, পরে কৃত্তিকার সরিরা আসিল। তখন বৈদিক ঋষিরা কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র বলিয়া প্রচার করিলেন।* এই সময়ের কথা আমরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই।

কৃত্তিকার অগ্নিমান্বীত যুগঃ বা এতৎ নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ—তৈ ত্রা ১।১।২।১
বস্তুতঃ শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ ব্রাহ্মণের সময় কৃত্তিকা ঠিক পূর্বে দিকে উদ্ভিত হইত।

এতাই (কৃত্তিকাঃ) প্রাচ্যে দিশো ন চাবস্তে। সর্বাণি বা অন্যানি নক্ষত্রানি
প্রাচ্যে দিশস্তাবস্তে—শতপথ ২।১।২-৩

অর্থাৎ “কৃত্তিকা (যে নক্ষত্র-পুঞ্জ ঐ দৃষ্ট হইতেছে তাহা) পূর্বদিক হইতে আলিত হয় না।” ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন সময়ে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বিষুবৎ বৃত্তে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র-পুঞ্জে বিবৃবন থাকিত। সে কতদিনের কথা? এ গণনা কঠিন নহে।

এখন বিবৃবন উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে রহিয়াছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে উত্তরভাদ্রপদের দূরত্ব প্রায় ৬০ অংশ। অর্থাৎ তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বিবৃবন প্রায় ৬০ অংশ (degree) সরিরা আসিয়াছে। ৬০ অংশে $৬০ \times ৬০ \times ৬০ = ২১৬০০$ বিকলা। বিবৃবন এখন প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা সরিরা যায়, তখন মোটামুটি ধরিতে গেলে ইতিমধ্যে ৪৪০০ বৎসর কাল অতীত হইয়াছে।

* নক্ষত্র গণনার কৃত্তিকা আদি হইল কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে তৎকালে “কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিবৃবন থাকিত বলিয়া, কৃত্তিকা নক্ষত্র নক্ষত্রের আদি বলণ থকা হইত।—
ঐহুত বোধেন্দ্রিয় যার এন্ এ গীত ‘আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী’ ৩৫১ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময়
খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর ।*

* ভিলকের উত্তর কূর্কেতে বৈদিক আৰ্য্য নিবাস আছে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত
হইয়াছে :—

The axis of the earth has a small motion round the pole of the ecliptic, giving rise to what is known as the precession of the equinoxes (অক্ষন চলন), and causing a change only in the celestial, and not in the terrestrial poles. Thus the polar star 7000 years ago was different from what it is at present, but the terrestrial pole has always remained the same. This motion of the earth's axis producing the precession of the equinoxes, is important from an antiquarian point of view, in as much as it causes change in the times when different seasons of the year begin, and it was mainly by utilising this chronometer that I showed in my *Orion or Researches in the Antiquity of the Vedas* that the Vernal equinox was in Orion when some of the Rig-vedic traditions were formed, and that the Vedic literature contained enough clear evidence of the successive changes of the position of the vernal equinox up to the present time. Thus the vernal equinox was to the *Krittikas* in the time of the *Taittiriya Samhita* and *Brahmana* and the express text stating that "the *Krittikas* never swerve from the due east, all other *Nakshatras* do" (*Shat. Bra. II, 1, 2, 3*) recently published by the late Mr. S. B. Dixit, serves to remove whatever doubts there might be regarding the interpretation of other passages.—*Tilak's Arctic Home*, Page 44.

In my *Orion or Researches in the Antiquity of the Vedas*, I have shown that while the *Taittiriya Samhita* and the *Brahmana* begin

শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল যদি খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে বেদের সংকলন কাল যে ৫০০০ বৎসরের সমীপবর্তী, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। বেদের সংকলন কাল যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, তখন পাশ্চাত্য ঋতের প্রতিধ্বনি করিরা কিরূপে আমরা তাহাকে খৃষ্টের ১৩০০ বৎসরের পূর্ববর্তী ঘটনা বলি? বরঞ্চ, জ্যোতিষিক প্রমাণে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তদ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। এ দেশের প্রচলিত মতও তাহাই। কলিযুগের বয়স এখন ৫০১১ বৎসর। কলি আরম্ভ হইবার কয়েক বর্ষ পরেই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব বেদের সংকলন কালের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এ যুদ্ধ বিষয়ে এদেশের প্রচলিত ঋতের সত্যতা অবলম্বিত হইলাম।

the Nakshatras with the Krittikas or the Pleiades showing that the vernal equinox then coincided with the aforesaid asterism (2500 B. C.) the Vedic literature contains traces of Mriga or Orion being once the first of Nakshatras and the hymns of the Rig-veda or at least many of them, which are undoubtedly older than the Taittiriya Samhita, contain reference to this period, that is about 4500 B. C. approximately. It is also pointed out that there are faint traces of the same equinox being once in the constellation of Punarvasu, presided over by Aditi which was possible in about 6000 B. C. I have in my later researches tried to push back this limit by searching for the older Zodiacal positions of the vernal equinox in the Vedic literature, but I have not found any evidence of the same. (Ibid, p. p. 419-420).

সপ্তম অধ্যায় ।

উপনিষদের প্রাচীনতা ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনিষদকে বৈদিক যুগের চরম সময়ে রচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেদের সংহিতা ভাগই যখন খৃষ্ট-পূর্ব ১৩০০ কিংবা ১৪০০ শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সংকলন কাল যখন তাহার পরবর্তী এবং উপনিষদ যখন ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন গ্রন্থ, তখন উপনিষদের রচনা কাল যে নিতান্ত অপ্রাচীন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ? তাঁহাদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষদও খৃষ্ট-পূর্ব একাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রাচীন নহে* । ষষ্ঠ অধ্যায়ে বেদের সংকলন কালের আশ্রয় লইয়া উপলক্ষে আমরা এ মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছি । আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণের সংকলনকাল অন্ততঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্বে । আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ঐ সংকলন কালের বহুপূর্ব হইতেই শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে সংকলিত গ্রন্থাংশ বিক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল । অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনিষদকে যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, সে মত যুক্তিসহ নহে ।

*We may therefore suppose these (Brahmanas) to have been composed in the 13th and 12th centuries B. C. and the Upanishads which mark the close of the Brahmana literature were composed about the 11th century B. C.—R. C. Dutt's Ancient India.

পাশ্চাত্যদিগের আর একটা সিদ্ধান্ত এই যে, বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগ বখন রচিত হয় তখনও ভারতীয় ঋষি সমাজে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই। উপনিষদ্ বখন আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হ্রাহ, তখন যে ইহা সংহিতা যুগের অনেক পরবর্তী, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিচার করিলে দেখিলে পাশ্চাত্য দিগের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হইবে না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, বৈদিক যুগের আরম্ভ হইতেই এদেশে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। সত্য বটে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও প্রাচীনতর উপনিষৎ-সমূহে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের প্রচারক ক্যাসের পূর্বোন্নিধিত শিষ্য প্রশিষ্যগণ। কিন্তু তাহারাই যে ঐ সকল তত্ত্বের আবিষ্কর্তা, একরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। কারণ পাশ্চাত্যোরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, বেক্রপ বিকলিত আকারে আমরা ঐ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই তাহা দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ব গবেষণার ফল*। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল গ্রন্থেই পূর্বোক্তা ও ঋষিগণের সম্প্রদায়-পরম্পরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একরূপ পরম্পরা-ক্রমে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ উহারই সংগ্রহ করিয়াছিলেন যাত্র।

এইরূপ পরম্পরার উল্লেখ উপনিষদের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

* This rich mental life may not improbably have lasted for centuries and the fundamental thoughts of the doctrine of the Atman have attained an ever completer development by means of the reflection of individual thinkers. * * The oldest Upanisads preserved to us are to be regarded as the final result of this mental process.—Deussen's Upanisads p. 22.

‘এইরূপ উক্তি আছে যে ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’। এইরূপ বৃহদারণ্যকের ঋষি এই প্রাচীন প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অনন্তো না সঙ্গমঃ তমসো বা জ্যোতির্গমঃ সূত্রোর্মাহমৃতং নমঃ ।

‘অসং হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতের আমাকে লইয়া যাও ।’

আরও দেখা যায় যে, উপনিষদের দুই এক স্থলে ঋষি স্বমত সমর্থনের জন্য “নিবিদ্” উদ্ধৃত করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাজ্রবল্য দেবতত্ত্বের মীমাংসার জন্য আমন্ত্রিত হইলে,

কতি দেবা বাজ্রবল্যেতি । স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে । যাবন্তো বৈষদেবস্যা নিবিদি উচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী ৯ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী ৫ সহস্রেতি । বৃহ, ৩।৩।১

এই নিবিদ্ উদ্ধৃত করিয়া সে প্রশ্নের সছত্তর দিয়াছিলেন ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ-সংহিতার সংকলিত মন্ত্র অপেক্ষাও “নিবিদ্” প্রাচীনতর। উপনিষদে আলোচিত আধ্যাত্মতত্ত্বের সমর্থনের জন্য যখন ঐরূপ নিবিদ্ উদ্ধৃত দেখা বাইতেছে, তখন এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, সেই অতি প্রাচীন নিবিদের যুগেও ঋষি সমাজে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব ছিল না ।

আর এক কথা । উপনিষদের আগোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে হাতের আকারে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন রহস্য-উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে । যথা

সত্যং সত্যং, নেতি নেতি, তজ্জলান্, তখন, বামনী, ভামনী, সংব্রাম ইত্যাদি ।

এইরূপ সূত্রকে প্রাচীন কালে উপনিষদ্ বলিত । * সকলেই স্বীকার করিবেন যে যখন কোন বিদ্যার বহুদিন পরিয়া আগোচনা হইয়া

* এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ‘উপনিষদ্ শব্দের বিস্তৃত অর্থ’ প্রবন্ধে হইয়াছে । এখানে পুনরাবৃত্তি না করিয়া ইহা বাক্য করিলাম ।

বিশেষ উন্নতির অবস্থা হয়, তখনই তাহার তত্ত্বসমূহ সূত্রের (formula) আকারে বুদ্ধিমান হয়। যে দেশে অধ্যাত্মতত্ত্বের বহুদিন আলোচনা হইয়াছে সেখানেই বীজগণিতের উদ্ভব সম্ভবপর। অতএব আমরা যখন প্রাচীনতম উপনিষদে প্রাচীনতম সূত্রাকারে নিবদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি formulaর সাক্ষাৎ পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার বহু পূর্বে হইতেই ঋষি সমাজে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা চলিতেছিল এবং সেই আলোচনার পরিণত ফল স্বরূপ এই সকল সূত্র-উপনিষদ রচিত হইয়াছিল এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রসারিত ও প্রচারিত হইতেছিল।

পাশ্চাত্যেরা তাহার প্রাচীন আকারের উপর নির্ভর করিয়া স্ব সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। সংহিতা ভাগ প্রশ্নানতঃ মন্ত্রাভ্যুত ; ঐ সকল মন্ত্র যজ্ঞীয় দেবতার উদ্দেশে রচিত ও যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। বৈদিক মন্ত্র স্বর ও বর্ণাভ্যুত, পর্যায় নিবদ্ধ শব্দাবলী। ঋষিদিগের মতে সে স্বর বা বর্ণের কিছু মাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে আর মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না। সেই জন্য যখন যে বৈদিক মন্ত্র রচিত হইয়াছে, পরবর্তী কালেও তাহার ভাষা কিছু মাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। সেই জন্য তাহার আর্য সংস্কৃত অক্ষুণ্ণ আছে। গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে যে সকল বাচনিক উপদেশ প্রাচীন ঋষি সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী কালে সংকলিত ও তদানীং প্রচলিত ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। অনেক বৈদিক মন্ত্র তাহার অনেক পূর্বে রচিত, সেই জন্য তাহাদের ভাষা প্রাচীনতর। কিন্তু তাহাতে এক্ষণ প্রশ্নাগিত হয় না যে, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে প্রণীত শব্দাবলী বৈদিক যুগের পরকালবর্তী; বিশেষতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থেই আর্য বৈদিক ভাষায় লিখিত অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত দেখা যাইতেছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত ভিত্তিহীন।

অষ্টম অধ্যায়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল এবং প্রত্যেক শাখার স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সংস্কে স্বতন্ত্র আরণ্যক ছিল। আমরা আরও দেখিয়াছি যে উপনিষদ্ আরণ্যকেরই চরমাংশ। আক্রণেরী উপনিষদে সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—

সৰ্বেষু বেদেষু আরণ্যকমাবর্তয়েদুপনিষদমাবর্তয়েদুপনিষদমাবর্তয়েদিতি।

‘সন্ন্যাসী সমস্ত বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ আবৃত্তি করিবেন।’

কালবশে বেদের অনেক শাখাই বিলুপ্ত হইয়াছে। সবে সবে সেই সেই শাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদেরও বিলোপ ঘটিয়াছে। বহুকাল পর্যন্ত উপনিষদ্, ‘শ্রুতি’রূপে গুরুশিষ্যপদম্পন্নায় মৌখিক উপদেশে রক্ষিত ছিল। এই মৌখিক উপদেশ পরবর্তী কালে, গভ্র অথবা পত্রের আকারে নিবদ্ধ হইল। * কিন্তু তখনও উহা গুরুমুখী বিজ্ঞারূপে শিষ্যের স্বাধ্যায় দ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। অতএব কালবশে যে অনেক উপনিষদই বিলুপ্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

* In the course of centuries the originally extemporal instruction crystallised into fixed texts in prose which were committed to memory verbatim by the pupil.—Deussen's 'Philosophy of the Upanisads' p. 6.

এ অবস্থায় উপনিষদের সংখ্যা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে । তবে অপেক্ষাকৃত অক্টোবীন মুক্তিকোপনিষদের সংখ্যার প্রচলিত ১০৮ উপনিষদের গণনা ও উল্লেখ দৃষ্ট হয় । মুক্তিকোপনিষদে এই ১০৮ উপনিষদের নামাবলী যে কারিকাতে নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিয়ে আলোচনা হইল—

ঈশকেন কঠোরং সুত্তমাঙ্ক্য তিস্তিরিঃ ।
 ঐত্তরেকং ছালোগাং বৃহদারণ্যকং তথা ।
 ব্রহ্ম কৈবল্য জীবাল বেতাধো হংস আকৃণিঃ ।
 গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুনাদ শিরঃশিখা ।
 মৈত্রায়ণী কোষিতকী বৃহজ্জীবাল তাপনী ।
 কালায়িকত্র মৈত্রেরী সুবাল ক্ষুরি মদ্রিকা ।
 সর্বসারং নিরালম্বং রহস্তং বজ্র হৃচিকং ।
 তেজো মাদ ধ্যান বিদ্যা যোগতত্ত্বাঙ্কবোধকম্ ।
 পরিব্রাট্ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নিকীর্ণ মণ্ডলম্ ।
 দক্ষিণা পরমং স্তনং মহানারায়ণাধরম্ ।
 রহস্তং রামতপণং বাহুদেবং চ মূললম্ ।
 শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষু মহাজ্ঞারীকং শিখা ।
 তুরীয়াভীত সন্ন্যাস পরিব্রাজাকমালিকা ।
 অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণাহম্যাক্যধাম্ম কুণ্ডিকা ।
 সাবিজ্র্যাস্তা পাণ্ডপতং পরব্রহ্মাবত্কম্ ।
 ত্রিপুরাতপনঃ দেবী ত্রিপুরা কঠ ভাবনা ।
 জবরং কুণ্ডলী ভদ্র কত্রাক গণদর্শনম্ ।
 ভায়নারমহাবাক্যপত্রকাগ্নিহোত্রিকম্ ।
 গোপালতপনং কুব্জং বাহুবল্ক্যং বরাহকং ।
 শাট্টারয়নীহর্যদ্রীং নম্রাজ্যৈশ্বর্য পারিভূম্ ।
 কলি জীবালিসৌভাগ্যং রহস্য স্তূচ মুক্তিকা ।

মুক্তিকোপনিষদ—১২৬-৩৬

অতএব মুক্তিকোপনিষদের গণনার উপনিষদের সংখ্যা অষ্টোত্তরশত অর্থাৎ ১০৮ এবং তাহাদিগের নাম—ঈশ, কেন, কঠ, প্রাণ, বৃক, নাতুকা, তিস্তিরি, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রহ্ম, কৈবল্য, জীবাল, খেতাখতর, হংস, আরাণি, গর্ভ, নারায়ণ, (পরম) হংস, (অমৃত) বিন্দু, (অমৃত) নার, (অথর্ব) শির, (অথর্ব) শিখা, মৈত্রেয়ী, কোবীতকী, বৃহৎ জাবাল, (নৃসিংহ) ভাশনী, কাশ্যাপিকৃত, মৈত্রেয়ী, জ্বাল, কুরিক, মন্ত্রিক, সর্ষসার, নিরালম্ব, (শুক) রহত, বহুব্রহ্মিক, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, (ব্রহ্ম) বিজা, যোগতত্ত্ব, আত্মবোধ, (নারদ) পরিব্রাট, ত্রিণিদী, নীতা, (যোগ) চূড়া, নির্ঝাণ, মণ্ডল, দক্ষিণা (মূর্তি), পরভ, স্বন্দ, মহানারায়ণ, অবয় (তারক), (রাম) রহস্য, রামতাপন, বাসুদেব, সুদাল, শাণ্ডিল্য, পৈঙ্গল, ভিক্, মহা, শারীরক, (যোগ) শিখা, তুরীয়াতীত, সন্ন্যাস, (পরম হংস) পরিব্রাজক, অক্ষমালিকা, অব্যক্ত, একাক্ষর, অন্নপূর্ণা, হৃদা, অকি, অধ্যাত্ম, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, আত্মা, গাণ্ডপত, পরব্রহ্ম, অব্যক্ত, ত্রিপুরাতপন, নবী, ত্রিপুর, কঠকৃত, ভাবনা, (কৃত) হৃদয়, (যোগ) কুণ্ডলী, ভয়, ব্রাহ্ম, গণপতি, (জাবাল) দর্শন, ভারসার, মহাবাক্য, পঞ্চব্রহ্ম, প্রোপাদিহোত্র, গোপালতপন, কৃষ্ণ, যজ্ঞবল্ক্য, বরাহ, শাণ্ডারনীয়, হরপ্রীত, ব্রহ্মতের, গারুড়, কলিসম্ভরণ, জাবালি, সৌভাগ্য, সরস্বতীরহস্য, ৯৫ (বহুচ্) ও মুক্তিক ।

এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে মুক্তিকোপনিষদ্ বলেন যে, ১০ খানি উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয়, ১৯ খানি শুক্ল যজুর্বেদীয়, ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্বেদীয়, ১৩ খানি সামবেদীয় এবং অবশিষ্ট ৩১ খানি অথর্ববেদীয় । যথা,—
ঐতরেয়, কোবীতকী, নাদবিন্দু, আত্মবোধ, নির্ঝাণ, সুদাল, অক্ষমালিকা, ত্রিপুরা, সৌভাগ্য ও বহুচ্—এই ১০ খানি ঋগ্বেদাস্তর্গত ।

ইন্দ্র, বৃহদ্রাক্ষ, জাবাল, হংস, পরমহংস, জ্বাল, মজ্জিকা, নিরাগন্ধ, ত্রিশিখী, মণ্ডল, অঘরতারক, শৈলক, জিকু, তুরীয়াভীত, অধ্যাত্ম, তারসার, বাজবকা, শাটায়নীর ও মুক্তিক—এই ১১ খানি শুক্ল যজুর্বেদান্তর্গত ।

কঠবল্লী, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, যেতাষতর, গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নিক্রুদ্র, সুরিকা, সর্বসার, শুকরহস্য, তেজো-বিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্তি, তন্দ্রা, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষর, অক্ষি, অবধূত, কঠরুদ্র, ছন্দ, যোগকুণ্ডলিনী, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণায়ামহোত্র, বরাহ, কলিসত্ত্বরণ ও সরস্বতীরহস্য—এই ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত ।

কেন, ছান্দোগ্য, আশ্বিনি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, বজ্রহুটিকা, যোগচূড়া-মণি, বাহুদেব, মহা, সংন্যাস, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল-দর্শন ও জাবালী—এই ১৬ খানি সামবেদান্তর্গত ।

ঐন্দ্র, হুগুৎক, মাণ্ডূকা, অথর্বশিরঃ, অথর্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, সুনিহ-তাপনী, নারদ, পরিব্রাজক, সীতা, শরভ, মহানারায়ণ, রামজলশা, রাম-তাপনী, শান্তিলা, পরমহংস, পরিব্রাজক, অন্নপূর্ণা, সূর্য্য, অগ্নি, শান্তপত, পরব্রহ্ম, জিগ্নাসাতপন, দেবী, জাবনা, তন্দ্রা, জাবাল, গণপতি, মহাবাক্য, গোপালতপন, কৃষ্ণ, হরগ্রীব, দত্তাজেয় ও শাকট—এই ৩১ খানি উপনিষদ্ অথর্ববেদান্তর্গত ।

এইরূপ বিভাগের মূল কি তাহা যুক্তিকোশনিষদ্ উল্লেখ করেন নাই । সম্ভবতঃ ইহা তিস্তিহান । যুক্তিকোশনিষদ্ মিকেই বলিয়াছেন যে এক এক শাখার এক এক উপনিষদ্ ।

ঐক্যভাব শাখার ঐক্যকোশনিষদ্ —১২২

অন্য কোন কোন উপনিষদ্ কোন শাখার অন্তর্গত যুক্তিকোশনিষদ্

তাহার কোন পরিচয় দেন নাই। আরও দেখা যায় যে, মুক্তিকোপনিষদের এই শ্রেণী বিভাগ অল্প কোন প্রামাণিক গ্রন্থে অঙ্গীকৃত হই নাই।

ভিন্ন ভিন্ন বেদ-শাখার সহিত প্রচলিত উপনিষৎ সমূহের সম্পর্ক বহুদূর স্থির করা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, এখন ধর্ম্মের দুই খানি মাত্র উপনিষদ্ প্রচলিত আছে—ঐত্তরের শাখার ঐত্তরের উপনিষদ্ ও কৌষীতকী শাখার কৌষীতকী উপনিষদ্। ঐত্তরের উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ; ইহা গদ্যে রচিত। ইহা ঐত্তরের আশ্রম্যকের শেষ বা বৃষ্ঠ অধ্যায়। এই অধ্যায় পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। কৌষীতকী উপনিষদও গদ্য গ্রন্থ। তবে দুই এক স্থলে প্রমাণ বহুদূর দূর উদ্ধৃত আছে। এই উপনিষদ্ অনতিদীর্ঘ চার অধ্যায়ে সমাপ্ত।

সামবেদের বহুশাখার মধ্যে এখন দুই খানি মাত্র উপনিষদ্ প্রচলিত আছে। তাগ্ধ্য শাখার ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং তলানকার শাখার কেন উপনিষদ্। কেন উপনিষদ্ চার খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। প্রথম দুই খণ্ড গদ্যে রচিত এবং শেষ দুই খণ্ড গদ্যে রচিত। প্রথম দুই খণ্ডে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটি আর্ধ্য-সত্যের উপদেশ আছে এবং শেষ দুই খণ্ডে দেবত্ব বিবৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অতিদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার খণ্ডে বিভক্ত। এই উপনিষদ্ সমস্তই গদ্যে রচিত; তবে স্থানে স্থানে প্রমাণ বহুদূর দূর উদ্ধৃত দেখা যায়। উপনিষদের ভাষ্যলোচনার পক্ষে ছান্দোগ্য এক বড়ই অতিদীর্ঘ প্রমাণস্বরূপ।

যজুর্বেদ-বিভাগ—কৃক যজুঃ ও কৃক যজুঃ। কৃক যজুঃ পাঁচখানি উপনিষদ্ একত্রে প্রচলিত আছে। তৈত্তিরীয়া, অখ্যায়িকা, কৃক যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয়া-২। যজুর্বেদ উপনিষদ্ কোন প্রমাণ বহুদূর দূর উদ্ধৃত করা যায় না। কৃক উপনিষদ্ কৃক শাখার তৈত্তিরীয়া

উপনিষদ্ মৈত্রায়নীর শাখার এবং তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ। ইহা পদ্যে রচিত। তবে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তিন বল্লীতে বিভক্ত—প্রথম, শিক্ষা বল্লী ; দ্বিতীয়, ব্রহ্মানন্দবল্লী ; এবং তৃতীয়, ভৃগুবল্লী। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্ম বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ অধ্যায়ের নাম ভৃগুবল্লী। প্রথম অধ্যায় (শিক্ষা বল্লীতে) বেদাদ্বৈত শিক্ষা (স্বর-রহস্য) উপদিষ্ট হওয়ার এই অধ্যায়ের নাম শিক্ষা বল্লী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চকোশের বিবরণ সহ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী। মহানারায়ণ উপনিষদ্ এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অন্তর্ভূত গ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। অনেক শ্লোকের ভাষা আৰ্য-সংস্কৃত। আবার অনেক শ্লোকের ভাষা অপ্ৰাচীন। ষষ্ঠ উপনিষদ্ শ্লোকে রচিত। ইহা ছই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের তিনটি করিয়া বল্লী। এই উপনিষদ্ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণোক্ত * নচিকেতার উপাখ্যানের সহিত জড়িত। ইহাতে যম নচিকেতাকে পরীক্ষান্তে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন। ষোড়শতর উপনিষদ্ও শ্লোকে রচিত। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ষোড়শতর ঋষির উপদেশ ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ষোড়শতর উপনিষদ্। এই উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ে অনেক গুলি অতি মনোজ্ঞ শ্লোক নিবদ্ধ আছে। মৈত্রায়নীর উপনিষদ্ সাত অধ্যায়ে বিভক্ত বৃহৎ গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ গদ্যে রচিত। তবে মধ্যে মধ্যে শ্লোক উদ্ধৃত বা নিবিষ্ট দেখা যায়। মৈত্রায়নীর উপনিষদ্ মহানারায়ণ উপনিষদের সম্ভাভীর গ্রন্থ। ইহাতেও প্রাচীন এবং

প্রাচীন উপদেশ একত্রে গ্রথিত দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রমাণ স্বরূপ অস্ত্র স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুত্র যজুর্বেদের মাত্র দুই খানি উপনিষদ্ প্রচলিত আছে। ঈশ উপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। ঈশ উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহা বাজসনের সংহিতায় অষ্টাদশমব্রাহ্মক শেষ অধ্যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অতিশয় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার খণ্ডশঃ বিভক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়। ইহা গদ্যে রচিত। তবে স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ শ্লোকাবলি উদ্ধৃত দেখা যায়। এখন যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড অতিশয় উপাদেয়। ইহাতে জনক-বাজ্রাবক্ষা সংবাদ এবং যাজ্ঞাবক্ষ্য কর্তৃক মৈত্রেয়ীর নিকট নিগূঢ় ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ নিবন্ধ হইয়াছে। সেই জন্য এই দুই অধ্যায়কে যাজ্ঞাবক্ষীর কাণ্ড বলে। শেষ দুই অধ্যায়কে কেহ কেহ খিলকাণ্ড বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রথম গ্রথিত হইয়াছিল, তখন এ দুই অধ্যায় উপনিষদের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু তাহা হইলেও এ দুই অধ্যায়ে যে অনেক প্রাচীন উপদেশ নিবন্ধ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এখন যে সমস্ত উপনিষদ্ প্রচলিত আছে তাহার অধিকাংশই অথর্ব বেদের সহিত সংযুক্ত। অথর্ববেদীয় উপনিষদের অনেকগুলিই যে পরবর্তী কালে রচিত বা গ্রথিত হইয়াছিল তাহাযে সন্দেহ করা যাক না। কোন উপনিষদ্ কোন শাখার সহিত সংযুক্ত, প্রায়ই তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কয়েকখানি অথর্ব উপনিষদ্ যে

প্রাচীন, ত্রাহা নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে। তন্মধ্যে যুক্তক ও ঐর উপনিষদ্‌ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথর্ববেদের এক শাখা-প্রবর্তক ঋষির নাম সৌনক। অন্য এক শাখা-প্রবর্তকের নাম পিল্লাদ। যুক্ত উপনিষদে সৌনিকের ও প্রল্ল উপনিষদে পিল্লাদের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ ঐ ঋষির নাম সংযুক্ত রহিয়াছে দেখা যায়। যুক্ত উপনিষদের বক্তা সৌনক ঋষি। ইহা পদ্যে রচিত, তিন অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই খণ্ড। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে। প্রল্ল উপনিষদ্‌ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত পদ্য গ্রন্থ। ইহার স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। ছয় জন ঋষি ভগবান্ পিল্লাদকে যে ছয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন এই উপনিষদে সেই ছয় প্রশ্নোত্তর নিবদ্ধ হইয়াছে।

মাণ্ডুকা উপনিষদ্‌ অথর্ববেদের আর এক খানি প্রাচীন উপনিষদ্‌। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এই উপনিষদে জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন জহুষ্টি ও তুরীয় অবস্থার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই উপনিষদের উপর শঙ্করাচার্যের গুরুস্বপক গোড়পাদ এক কারিকা রচনা করিয়াছিলেন। ত্রাহা এখনও প্রচলিত আছে।

অথর্ব বেদের আর এক খানি প্রাচীন উপনিষদের নাম ভাবাল। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত অনতিদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহার ভাষা অনেক স্থলে আধুনিক। ইহা প্রধানতঃ গদ্যে রচিত, কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই অক্ষাচীন সংস্কৃতে রচিত শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে।

বাকরায়ণ উপনিষদের সমস্ত কথার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন, সেই সূত্র সমূহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তিনি যে কোন্‌ কোন্‌ উপনিষদকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। তবে পাঠ্য পণ্ডিতেরা অনেক অমূল্যজ্ঞান করিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন যে, বাকরায়ণ

নিরোক্ত উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। সেই সকল উপনিষদের নাম ;—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কোষীতকী, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, প্রঙ্গ এবং সঙ্খ্যতঃ জাবাল উপনিষদ্‌ ।

শঙ্করাচার্য্য কয়েক খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। যে সকল উপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য প্রচলিত আছে তাহাদের নাম—ওধা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রঙ্গ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। ইহা হইতে একপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না যে, অন্য কোন উপনিষদ্‌ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত ছিল না। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য উপনিষদের মধ্যে কোষীতকী, জাবাল, মহানারায়ণ, ও পৈঙ্গ উপনিষদ্‌ হইতেও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব অন্ততঃ এই কয়খানি উপনিষদ্‌ ও যে শঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা অনিশ্চিত। *

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। বেদান্তের প্রাধান্তঃ তিন সম্প্রদায় প্রচলিত আছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের প্রধান প্রবর্তক। তিনি যে ১১ খানি উপনিষদের অদ্বৈত

* In his commentary on the Brahmsa-sutras, only the following fourteen Upanishads can be shown to have been quoted by Sankara : (the figures attached indicate the number of quotations)—Chandogya 809, Brihadarnyaka 565, Taittiriya 142, Mundaka 129, Kathaka 103, Kaushitaki 88, Svetasvatara 53, Prasna 38, Aitareya 22, Jabala 13, Mahanarayana 9, Isa 8, Paingya 6 and Kena 5.—Dunsen's Upanisad p. 30.

মতাম্বলারী ভাষা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐকোষিতকী উপনিষদের শব্দর ভাষা পাওয়া যায় না। নৃসিংহ-তাপনীর উপনিষদের এক ভাষা শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত আছে। পূর্বকিত্ত ভাষা ও রচনার ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলে এ ভাষা শব্দর কৃত বলিয়া বোধ হয় না।

বিশিষ্টাঐতৈর সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজ উপনিষদের কোন ভাষা রচনা করেন নাই। কিন্তু তাহার শিষ্যপ্রশিষাগণ কয়েক খানি উপনিষদের ভাষা বা টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সকল টীকাকারের মধ্যে ক্রুকনারায়ণ, ও রঙ্গরামানুজের নাম উল্লেখ যোগ্য।

ঐতৈ মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীমানন্দতীর্থ বা মাধব। তাহার কৃত প্রধান প্রধান উপনিষদের ভাষা প্রচলিত আছে। এ ভাষা স্থানে স্থানে উপদেশে কিন্তু মাধব স্বমত পোষণের জন্য অনেক স্থলে কষ্ট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। তাহাতে মূলের তাৎপর্য্য তাহার ব্যাখ্যার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গের আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

মাধবাচার্য্য স্ব-ভাবের স্থানে স্থানে ব্রহ্মসার নামক এক পঞ্চাঙ্ক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এ গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত নাই। মাধব ভাষা হইতে গ্রন্থের বড় টুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ইহা উপনিষদের এক খানি পদ্য-ভাষা। এ গ্রন্থের উদ্ধার হইলে প্রাচীন ঐতৈ-মত ভ্রম হইতে পারে।

নবম অধ্যায়।

অথর্ব উপনিষদ।

অধুনা যে সকল উপনিষদ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অথর্ববেদের সহিত সংযুক্ত। অথর্ব উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃস্বপ্ন। আমরা দেখিয়াছি মুক্তিকোপনিষদের মতে ৩১ খানি উপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদ অতীত যে সকল উপনিষদকে অপর তিন বেদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি যে অথর্ববেদের সহিতই সংযুক্ত, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথর্ব পরিশিষ্টের ৫৯তম অধ্যায়ে (এই অধ্যায়ের নাম চরণবাহু) অথর্ব উপনিষৎ সমূহের একটা প্রাচীন তালিকা রক্ষিত হইয়াছে। সে তালিকা এই;—

তত্র ব্রহ্মবেদস্যষ্টাবিংশতিরপনিষদো ভবন্তি। যুক্তক্কা একক্কা ব্রহ্মবিদ্যা কুরিক্কা চুলিক্কা অথর্বশিরোহথর্বশিখাগর্ভোপনিষদ্বহোপনিষদ ব্রহ্মোপনিষৎ প্রাণোয়িহোত্রং মাতৃকাস্তাং বাদবিল্ ব্রহ্মবিল্ অমৃতবিল্ ধ্যানবিল্ তেজোবিল্ যোগশিখা যোগতঃ নীলব্রহ্মঃ পঞ্চতাপিনী একদত্তী সন্ন্যাসবিধি রুপণিঃ হংসঃ পরমহংসোনারায়ণোপনিষদ বৈজ্ঞান্যে চেতি।*

* চরণবাহুর দশম অধ্যায়ে কিন্তু মাত্র ১৫ খানি অথর্ব উপনিষদের গণনা আছে।

তত্র পঞ্চলোপনিষদো ভবন্তি। যুক্তক্কা একক্কা ব্রহ্মবিদ্যা কুরিক্কা চুলিক্কা অথর্বশিখা গর্ভোপনিষৎ বহোপনিষদ ব্রহ্মোপনিষৎ প্রাণোয়িহোত্রং মাতৃকাস্তাং বৈজ্ঞান্যং অষ্টৈতম্ অলাতশাস্তিচেতি। এই তালিকাই কি প্রাচীনতর?

অর্থাৎ ব্রহ্মবেদ (অথর্ববেদের) ২৮ খানি উপনিষৎ—যথা, যুগুতা প্রব্রুকা, ব্রহ্মবিদ্যা, কুরিকা, চুলিকা, অথর্বশিরঃ, অথর্বশিখা, গর্ভোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, প্রাণায়ামোক্ত, মাণ্ডূকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, বোগশিখা, বোগতত্ত্ব, নীলকন্ঠ, পঞ্চ-তাপিনী, একাগ্রী, সন্ন্যাসবিধি, অকুণি, হংস, পরমহংস, নারায়ণোপনিষৎ ও বৈতথ্য ।

সম্ভবতঃ এই ২৮ সংখ্যাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরে ৫২ সংখ্যায় পরিণত হয় । কোলুক্ক এই ৫২ উপনিষৎ সম্বলিত এক তালিকার পরিচয় পাইরাহিলেন ।* সে তালিকা এইরূপ ।

(১) যুগুত, (২) প্রব্রু, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) কুরিকা, (৫) চুলিকা, (৬) ও (৭) অথর্ব শিরঃ,† (৮) গর্ভ, (৯) মহা, (১০) ব্রহ্ম, (১১) প্রাণায়ামোক্ত, (১২) হইতে* (১৫) মাণ্ডুকা (৪ অধ্যায়), (১৬) নীলকন্ঠ, (১৭) নাদবিন্দু, (১৮) ব্রহ্মবিন্দু (১৯) অমৃতবিন্দু, (২০) ধ্যানবিন্দু, (২১) তেজোবিন্দু, (২২) বোগশিখা, (২৩) বোগতত্ত্ব, (২৪) সন্ন্যাস, (২৫) আকর্ণের, (২৬) কণ্ঠক্ৰতি, (২৭) পিণ্ড, (২৮) আত্মা, (২৯) হইতে (৩৩) নৃসিংহপূর্বতাপনীয় (৫ অধ্যায়), (৩৪) নৃসিংহউত্তরতাপনীয় (৩৫) ও (৩৬) কণ্ঠ, (১ম ও ২য় বঙ্গী), (৩৭) কেন, (৩৮) নারায়ণ, (৩৯) ও (৪০) বৃহন্নারায়ণ, (৪১) সর্বোপনিষৎসার, (৪২) হংস, (৪৩) পরমহংস, (৪৪) ও (৪৫) আনন্দ বঙ্গী ও ভৃগুবঙ্গী, (ভৈত্তিরীয় উপনিষৎ), (৪৬) গরুড়, (৪৭) কালাগ্রিকন্ঠ, (৪৮) ও (৪৯) রাম তাপনীয় (পূর্ব ও উত্তর),

* They are computed at 52 ; but this number is completed by reckoning, as distinct Upanisads, different parts of a single tract.—Colebrooke's Miscellaneous Essays vol I p. 82.

† যেবারের মতে অথর্বশিরঃ ও অথর্বশিখা ।

(৫০) কৈরলা, (৫১) জাবাল ও (৫২) অশ্রম । ইহার মধ্যে ১৫৫তে ১৫ সংখ্যক উপনিষদ সৌনকীয় শাখার অন্তর্গত ; অত্র ৩৭ খানি উপনিষদ প্রধানতঃ পৈঙ্গলাদ শাখার অন্তর্গত ।

এই ৫২ উপনিষদের তালিকার মধ্যে কিন্তু ৭ খানি অত্র তিন বেদের উপনিষদ গণনা করা হইয়াছে—যথা, ছই বল্লী কঠ, কেন, ছই প্রপাঠক বৃহদারায়ণ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ম অধ্যায়) ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী ও আনন্দবল্লী । অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল ৪৫ খানি অর্থক উপনিষদ এই তালিকার অন্তর্গত ছিল । দীপিকাকার নারায়ণ এই ৪৫ খানির উপর আর সাত খানি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ যোগ করিয়া ঐ ৫২ সংখ্যা পূরণ করেন । সে সাত খানি উপনিষদের নাম—গোপাল-পূর্ব তাপনীয়, গোপালউত্তরতাপনীয়, কৃক, গোপীচন্দন, বাহুদেব বরদপূর্বতাপনীয় ও বরদউত্তরতাপনীয় । মুক্তিক উপনিষদের যে তালিকা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে নারায়ণপ্রত বরদ-তাপনীয়ের এবং কোলত্রকের উল্লিখিত নীলকন্ঠ, পিণ্ড ও আশ্রম উপনিষদের উল্লেখ নাই ।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার উদৌগে ৫০ খানি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হয় । এই পারস্য অনুবাদ ১৮০১-২ সালে লাতিন ভাষায় পুনরায় অনুবাদিত হইয়াছিল ।*

* এই অনুবাদের অনুবাদ অধ্যয়ন করিয়াই জার্মান দার্শনিক সোপেনহাউজার (Shopenhauer) চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life—
It will be the solace of my death.

দেখুন কবিদের সৌভাগ্য তাঁহার অটুট নাই ।

নারায়ণ পারস্য অজুবাদে স্বক, যজুঃ ও সামবেদের উপনিষদ্‌ ব্যতীত ২৬ খানি অথর্ব উপনিষদ্‌ এবং ৮ খানি অনা গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এই ৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৩ খানি বাজসনৈর সংহিতার অংশ বিশেষ। অন্য ৫ খানির সংস্কৃত মূল পণ্ডিতেরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

শঙ্করের মতাজুয়ারী নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ কৌষীতকী উপনিষদের এবং কয়েক খানি অথর্ব উপনিষদের দীপিকা বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌ গুলি পুণ্যর আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অথর্বশিখা, অথর্বশিরঃ, অমৃতনাম, অমৃতবিন্দু, আত্মা, আকুণ্ঠ, কৈবল্য, স্কুরিকা, গর্ভ, গোপালতাপনীয়, চুলিকা, জাবাল, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, নীলরত্ন, পরমহংস, শিঙ, প্রাণায়ামহোত্র, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, মৈত্রেী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, রামতাপনীয়, সংহাস, সর্ব ও হংস উপনিষদ্‌। এ সকল উপনিষদের মধ্যে ১২ খানির শঙ্করানন্দকৃত টীকা আছে। নারায়ণ প্রায় সকল গুলিরই ভাষ্য করিয়াছেন।

অর্জুন পণ্ডিত বেবার অথর্ব উপনিষৎসমূহকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এ বিভাগ অসঙ্গত নহে। তাহার কৃত বিভাগ এইরূপ। প্রথম, বেদান্ত উপনিষদ্‌—অর্থাৎ যে সকল উপনিষদে বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। কথা :—মুণ্ডক, প্রঙ্গ, মাণ্ডুক্য, গর্ভ, প্রাণায়ামহোত্র, শিঙ, আত্ম, গারুড় ও সর্কোপনিষৎসার। দ্বিতীয়, যোগ উপনিষদ্‌। ইহাতে প্রধানতঃ ঈশ্বর ও যোগতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। যোগ উপনিষদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল:—ব্রহ্মবিদ্যা, স্কুরিকা, চুলিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিখা, যোগতত্ত্ব ও হংস। এই সকল যোগ উপনিষদ্‌ প্রায়শঃ পদ্যে রচিত। তৃতীয়, সম্রাস উপনিষদ্‌। ইহাতে চতুর্থ আশ্রমের আচার ও ব্যবহার বর্ণিত

ও উপদিষ্ট হইরাছে। এই সকল উপনিষদ প্রধানতঃ গল্পে রচিত। ইহাঙ্গির নাম :—ব্রহ্ম, সন্ন্যাস, আকর্ষণ, কঠক্ৰতি, • পরমহংস, জাবাল ও আশ্রম। চতুর্থ সাম্প্রদায়িক উপনিষদ। এই সকল উপনিষদে শিব বা বিষ্ণু ব্রহ্মের স্থানীয় এবং পরতত্ত্ব বলিয়া উপদিষ্ট। এই শ্রেণীর উপনিষদ হয় শৈব না হয় বৈষ্ণব। (ক) শৈব উপনিষদ, যথা অথর্ক শিরঃ, অথর্কশিখা, নীলকন্ঠ, কালাগ্নিকন্ঠ ও কৈবল্য। এই সকল উপনিষদে ঈশান, মহেশ বা মহাদেব পরমাত্মা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (খ) বৈষ্ণব উপনিষদে বিষ্ণু পরমাত্মার স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন কোন অবতারের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে। মহোপনিষদে, নারায়ণ উপনিষদে ও আত্মবোধ উপনিষদে বিষ্ণুই পরতত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে (ইহার দুই ভাগ, পূর্ব ও উত্তর) নৃসিংহ অবতারের, রামতাপনীর (ইহারও দুই ভাগ, পূর্ব ও উত্তর) রাম অবতারের এবং গোপালতাপনীর উপনিষদে কৃষ্ণ অবতারের প্রসঙ্গের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আছে। এই সকল সাম্প্রদায়িক উপনিষদ যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে যাহা হউক, ঈশ, কেন, কঠ, ব্রহ্ম, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, খেতাশ্বতর ও কোষীতকী— এই দ্বাদশ উপনিষদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার বিষয়ে সকলেই একমত। অতএব এ গ্রন্থে আমরা প্রধানতঃ এই দ্বাদশ উপনিষদেরই অনুসরণ করিব।

দশম অধ্যায় ।

উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত ।

উপ+নি+সন্ বাত্ হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি ?

উপ+নি+সন্ হইতে যেমন উপনিষদ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে,
সেইরূপ উপ+সন্ হইতে উপসন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।* উপসন্ অর্থে
যজ্ঞাঙ্গ বিশেষ । এ অর্থে বৈদিক সাহিত্যে এ শব্দের প্রভূত প্রয়োগ
দৃষ্ট হয় ।

ধামশাঃ উপসন্প্রতী ভূষা ।—বৃহদারণ্যক, ৬।৩।১

বদ্ বসতে তদ্ উপসন্ ।—মহাভারত, ২৬।১

উপসন্ শব্দের কিন্তু তিন অর্থ । গুরুর নিকট শিষ্য “উপসন্” হন ।

আজিরসঃ বিবিধ উপসন্ ।—যুগ্মক, ১।১।৩

তদবচ্ছঃ পিঙ্গলাসন্ উপসন্ ।—ঐশ ১।১

উপসন্সান সনৎকুমারঃ নারদঃ ।—হালোয়ী ৭।১।১

এ সকল স্থলে উপ+সন্ বাত্‌র অর্থ বিনীত ভাবে গুরুর সমীপস্থ
হওয়া । “উপ”র উপর “নি” উপসর্গ যোগ করিলে বাত্‌র অর্থ পরিবর্তিত
হওয়া উচিত নহে । বরং “নি” যোগে শিষ্যের বিনীত ভাবেরই বৃদ্ধি
হওয়া উচিত । অতএব উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত (etymological
meaning) বিশেষ বিনীত ভাবে শিষ্য কর্তৃক গুরুর সমীপবস্থান ।

* এইরূপ পশি+সন্ = পরিশব্, স্ন+সন্ = স্নসন্ ।

এইরূপে ‘উপসন্ন’ শিষ্যকে প্রাচীনকালে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতেন ।

তন্মৈ স বিদ্বাহুপসন্নায় সমাক প্রশান্তচিত্তায় শষ্যাবিতায় ।

‘যেনাকরঃ পুরুষঃ বেদ সত্যং শ্রোবাচি ত্যাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্বাহুঃ ।

—মুণ্ডক, ১/২/১৩

‘সেইরূপে “উপসন্ন” শিষ্যকে (বাহার চিত্ত প্রশন্ন এবং মিনি শষ্যাবিত) গুরু যথাযথ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন, যদ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় ।’

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকালে প্রাচীনরা অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন । অর্থাৎ, অধিকারী ভিন্ন এ বিজ্ঞা বাহার তাহার গোচর করিতেন না ।

ক্রিয়াবস্তুঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ যয়ঃ কুহুতে একর্ষিঃ শ্রদ্ধয়ন্তঃ ।

ভেদ্যমেবৈভ্যঃ ব্রহ্মবিদ্যাং বশেত শিরোব্রতঃ বিধিবদবৈভ্যঃ চর্ণিদ্ ।

—মুণ্ডক, ৩/২/১০

‘বাহার ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইরা শ্রদ্ধা সহকারে “একর্ষি” অগ্নিতে হোম করেন এবং বাহার যথাবিধি “শিরোব্রত” (তপস্বী বিশেষ) অলুচান করেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে ।’

বেদান্তে পরমঃ ভক্তঃ পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।

বাঞ্ছনাত্ম্যায় দাতব্যঃ নাপুত্রাদানিধ্যায় বা পুত্রঃ ।

—বেদান্তসার, ৩/২২

‘পূর্বকল্পে উপদিষ্ট পরম ভক্ত বেদান্ত রহস্য প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে উপদেশ দিবেনা ।’

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিবেদনের অভাব নাই ।

ইদং বাব তৎ জ্যোতীর পূজার পিতা ব্রহ্ম প্রজয়াৎ প্রাণাজ্যায় বাহনেন্বেবাসিনে ।

নাষ্টমৈ কঠোরেন বসাপি লব্ধা ইমং অষ্টিঃ পরিশুভীতাং বনস্ত পূর্ণাং দদ্যাৎ ।

এতমেবাত্তো ভূয় ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৩.১১.৫-৬

‘এই ব্রহ্ম (জ্ঞান), পিতা জ্যোষ্ঠ পুত্রকে কিম্বা উপযুক্ত শিষ্যকে বলিতে পারেন—অস্ত্র কাহাকেও নহে । যদি সে এই সমাগরা যিন্তপূর্ণা বহুদ্রব্য মান করে, তথাপি নহে । কারণ ইহা তদপেক্ষাও মহৎ ।’

এতমুহেব সত্যকামো জাবালঃ শ্রেয়বাসিন্য উজোবাচ * * তনেন্তং নাপুত্রায় বাহনেন্বেবাসিনে বা ক্রমাৎ ৥—বৃহারণ্যক, ৬।৩।১২

‘সত্যকাম জাবাল শিষ্যদিগকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিলেন—পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে ইহা বলিবে না ।’

এরূপ সতর্কতার কারণ এই যে, অনধিকারীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না । বানরের গলায় মুক্তাহার শোভিত হইলে, তাহার হৃদশা সুরূপিত ।

সেইজন্ত দেখা যায়, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া গুরু শিষ্যকে এই বিজ্ঞা প্রদান করিতেন না । কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে নচিকেতাঃ জিজ্ঞাসু হইয়া যমের সমীপস্থ হইলে যম বহুবিধ পরীক্ষাকে ভবে তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ।

শতাবুধঃ পুত্রপৌত্রান্বনীয় বহুন্ পশুন্ হতিহিরণ্যমবান্ ।

ভূমেদ ইদানন্তনঃ বৃনীয় স্বয়ং জীব শরযোবাবদিচ্ছসি ॥

এতত্ত্ব ল্যঃ যদি মন্তসে বয়ঃ বৃনীয় বিত্তঃ চিত্তজীবিকাং চ ।

মহাত্মনো নচিকেতস্যমেধি কামানাং বা কামভালাঃ কনোমি ॥

যে যে কাহারূপে মর্ত্যলোকে সর্বান কামান্বেদ্যতঃ প্রার্থয়ত ॥

* এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় আরণ্যক ৩.২।৩৯, মৈত্রীউপনিষৎ ৩.২৯, কুসিহভাষণীর উপনিষৎ ১।৩ ও সামজনশরীরউপনিষৎ ৮৪ ব্রহ্মব্য ।

ইহা জ্ঞানঃ সৰ্বথাঃ সৰ্ব্বায়া নহীহুনা লভনীর। মনুষ্যে ।

জাতিবৈশিষ্ট্যভিঃ পরিচায়ক নচিকেতাঃ মরণং মানুয্যোক্তিঃ ।

—কঠ, ১।১।২৩-২৪

‘শতায়ুঃ পুত্রপৌত্র, বহু পুত্র, হস্তী, জুবর্ণ, অশ্ব, বাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর, পৃথিবীর মহৎ আয়তন গ্রহণ কর; নিজেও শতবর্ষ আয়ুলাভ কর। ইহার অনুরূপ অস্ত্র কোন অভিলষিত বর, বিত্ত, দীর্ঘজীবন, বাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। আয়ত পৃথিবীর অধীশ্বর হও। নচিকেতাঃ। বাহা তোনার কামনা তাহাই পূরণ করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তু চুল্লভ, সমস্ত ইচ্ছামত বাছিয়া লও। এই রমণী, রথ, বাজ, মানুষে একরূপ কখন পার না; ইহার। তোনার সেবা করুক। মরণের রহস্ত জানিতে চাহিও না।’

কিন্তু নচিকেতাঃ ইহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন

ন বিজ্ঞেন তর্পনীয়ে মনুষ্যো * *

বরন্ত মে বরণীঃ স এষ ।—কঠ, ১।১।২৭

‘বিশ্বের দ্বারা মনুষ্যের কখন তৃপ্তি হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের বরই আমি বরণ করি।’

বস্মিহিহি বিচিকিৎসন্তি দ্ব্যত্যা

বৎসোপরায়ে মহতি ব্রহ্মি লব্ধম্ ।

যোহিহিঃবরো গৃহমনুপ্রবিষ্টো

নাভ্যং তদান্নচিকেতাঃ ব্রূনীতে ।—কঠ, ১।১।২৯

‘হে বর! যে বিষয়ে সকলের সন্দেহ, বাহা মরণের পরপারের সহিত সংযুক্ত, সেই প্রশ্নেরই উত্তর আমার বরণীয়। নচিকেতা অস্ত্র বর চাহে না।’

যম জেথিলেন, নচিকেতাঃ প্রকৃতই বিদ্বান্ধী। বহু কামনার লোভেও ল লুব্ধ হইল না। তখন তিনি তাহার দৃঢ়তার প্রীত হইয়া তাহাকে

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। এই ভাবে ইন্দ্র প্রভৃতিরকে (কৌশীতকী, ৩১), বৈশ্য জনককে (ছানোগ্য, ৪১২), সত্যকাম উপকোশলকে (ছানোগ্য, ৪১৩), প্রবাহন জারদিকে (বৃহদারণ্যক, ৩২৩ ও ছানোগ্য, ৪১৩), জনক যাজ্ঞবলকে (বৃহদারণ্যক, ৪১৩) ও শাকর্য্য বৃহদ্রথকে (মৈত্র, ১১২) পরীক্ষা করিয়া ভবে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রশ্ন উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ,—

স্বকেশা চ তারঙ্গাজঃ সৈবাস্ত সত্যকামঃ সৌর্য্যগণিত গার্গঃ কৌশল্যশ্চাব
লামনোভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবকো কাতায়নস্তে এতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পর
ব্রহ্মাশ্রয়মাণাঃ এষ ই বৈ তৎসৰ্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ' সমিৎপাণয়ো ভগবন্তঃ শিষ্যানামুণ
সন্নাঃ। তান্ হ স ঋষিরবাচ তূর্য্য এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মা নংবৎসরঃ সংবৎস
রখাকামঃ প্রদান পুচ্ছত যদি বিজ্ঞাতামঃ সৰ্ব্বাঃ ॥ ইতি বাক্যাম ইতি ॥—প্রশ্ন, ১।১-২

“ভরদ্বাজ পুত্র স্বকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যায়নি গার্গ
অম্বরের পুত্র কৌশল্য, বিদর্ভের পুত্র ভার্গব, কতোর পুত্র কবকি, ইহার
ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরাশ্রয়; পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইয়া, “ইনি আমার
উপদেশ করিবেন” এই আশয়ে সমিৎহস্তে ভগবান পিতৃ-মাতৃ সমীপ
হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে পূর্ণ এক বৎসর তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য
ও ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিয়া বাস কর; পরে ইচ্ছামত প্রশ্ন করিও, যদি
‘আমার অবিজ্ঞাত না হয়, সমস্তই ব্যাখ্যা করিব।’

এইরূপ ছানোগ্যে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্র ও বিরোচ
প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের আশায় ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন

ইন্দ্রেহি ব দেবানাম্ অভিবব্রাজ বিরোচনোচরায়ণাঃ। তৌ হাস্যবিনাসে
নবীংগুণৌ প্রজাপতি সকাশম্ আজগ্মতুঃ। তৌ হ যাত্রিঃশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমুচুঃ
ছানোগ্য, ৮।১৩-৩

‘দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অম্বরদিগের মধ্যে বিরোচন বহিঃ

দন এবং পরস্পরের অজ্ঞাতে সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সঙ্গীত
গন । তাঁহার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার পর
পতি তাঁহাদিগকে বলিলেন ।’

প্রজাপতি প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে দেহাশ্রয় উপদেশ দেন । বিরোচন
তেই সঙ্কষ্ট হইয়া প্রতাবর্তন করেন । কিন্তু ইন্দ্র উচাতে সঙ্কষ্ট না
পুনরায় প্রজাপতির নিকট উচ্চতর উপদেশের প্রার্থনা করিলেন ।
তে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন যে, পুনরায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচার্য
পরে আবার উপদেশ করিব । এইরূপ ব্রহ্মচার্যের পর প্রজাপতি
কে পুনরায় উপদেশ করিলেন ।

সমিৎপাণি: পুনরায় । * * মনবয়িতি হোবাচ এতং যেষ তে ভূয়োহমুবাখ্যাতাসি
গি যজিংশতং বর্ষাণি । স হাপরাণি যজিংশতং বর্ষাণি উবাস তস্মৈ হোবাচ ।—
শা, ৮।২।২-৩

তিনি সমিৎপাণিতে পুনরায় উপস্থিত হইলেন । প্রজাপতি বলিলেন
আবার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস কর ।’ ইন্দ্র আবার ৩২
বাস করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ করিলেন ।’

। উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী
প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচার্য করিতে বলিলেন ।
রূপ ব্রহ্মচার্য করিবার পর, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় উপদেশ
দেন ।

সমিৎপাণি: পুনরায় * * মনবয়ি হোবাচ এতং যেষ তে ভূয়োহমুবাখ্যাতাসি ।
গি যজিংশতং বর্ষাণি ৩, স হাপরাণি যজিংশতং বর্ষাণি উবাস । তস্মৈ হোবাচ ।
শা, ৮।৩।৪

উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী
প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচার্য করিতে বলিলেন ।

বসাপরাশি পঞ্চ বর্ষানি।—হানোয়া, ৮১১১০

এইরূপে ইন্দ্র ঐকাদিক্রমে ১০৫ বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে যাপন করিলেন। পর, তবে প্রজাপতি তাঁহাকে প্রকৃত আশ্রিত্য বিবৃত করিয়াছিলেন।

এই ভাবে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত। উপনিষৎ-শাস্ত্রিতো এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,

য ইদং পরমং গুহ্যং প্রাবরেৎ ব্রহ্মসংসদি।—কঠ, ১৩১৩

কেদাংস্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।—শেতাশতক, ৬২২

তে বা এতে গুহ্যা আদেশাঃ।—হানোয়া, ৩৫২

বেদগুরুগোপনিষৎসু গৃঢ়ম্।—শেতাশতক, ৫১৬

এতৎ বৈ মহোগোপনিষৎ দেবানাং গুহ্যং।—মহানারায়ণ, ২৫১৩

গীতাতে ভগবান্ এই জ্ঞানকে ‘রাজগুহ্য’ (গুহ্যতম) বলিয়াছেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬২২) ইহা ‘গুহ্যতম’ এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, দেখা যায়।

‘উপসন্ন’ শিষ্যকে গুরু যে উপদেশ করিতেন, তাহা প্রাচীন কালে গোপনীয় রহস্য বলিয়া সমস্তে রক্ষিত হইত বলিয়া, গুরু-শিষ্যের এইরূপ রহস্য অবস্থানকে ‘উপনিষদ’ আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নহে। *

* *Upanisad* derived as a substantive from the root *sad*, to sit. can only denote a “sitting”; and as the preposition *upa* (near by) indicates, in contrast to *parishad*, *samsad* (assembly), a “confidential secret sitting.”—Paul Deussen's *Philosophy of the Upanishads*, p. 13

Upanisad means a forest gathering—disciples sitting near their teacher engaged in religious converse.—Hoernitz's *Indian Literature*, p. 41

ক্রমশঃ এই রহস্য উপদেশ ‘উপনিষদ্’ নামে অভিহিত হইতে লাগিল ।
এই অর্থে ‘উপনিষদ্’ শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।

অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি য় এতাং এবং সান্নাং উপনিষদং বেদ ।—হ্যামোপা, ১।১৫৪
যদেব বিদ্বদা করোতি অঙ্কুরা উপনিষদা তদেব বীৰ্য্যবত্তরঃ ভবতি ।—হ্যামোপা, ১।১১০
তেভ্যো হৈতাং উপনিষদং প্রোবাচ ।—হ্যামোপা, ৮।৮৪
য এবং বেদ তন্তোপনিষদং বাচোব্রুতি ।—কৌষীতকী, ২।১
সংহিতানা উপনিষদং ব্যাখ্যাত্তামস ।—তৈত্তিরীয়, ১।২

‘যিনি ঋষিদিগের “উপনিষদ্” অবগত হন, তিনি অন্নবৃক্ষ অন্নায়
(অন্নভোক্তা) হয়েন ।’

‘বাহা বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, “উপনিষদের” সহিত অকুণ্ঠিত
হয়, তাহার শক্তি অধিকতর হয় ।’

‘তাহাদিগকে এই “উপনিষদ্” বলিলেন ।’

‘যিনি ইহা জানেন, তাহার “উপনিষদ্” এই, বাচুঞা করিও না ।’

‘সংহিতার “উপনিষদ্” ব্যাখ্যা করিব ।’

এই সকল রহস্য উপদেশ (শুদ্ধ আদেশাঃ) প্রাচীন কালে সংক্ষিপ্ত
সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত । উপনিষদে একেইরূপ কয়েকটি সূত্রের
(formula) আমরা সাক্ষাৎ পাই । ইহাদিগের সাধারণ নাম উপনিষদ্ ।*

তন্তোপনিষৎ সত্যন্ত সত্য ।—বৃহদারণ্যক, ২।১২০

অথাত আদেশো নেতি নেতি ।—বৃহদারণ্যক, ২।৫৬

তদ্ব তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্য ।—কেন, ৪।৬

সর্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ।—হ্যামোপা, ৩।১৪।১

* Certain mysterious words, expressions, and formulas, which are only intelligible to the initiated, are described as *Upanishad*.

—Paul Deussen's *Philosophy of the Upanishads*, p. 16

একং সৰ্ববায়ম ইত্যাক্ষত এতং হি সৰ্ব্বাণি বামান্তিসংবন্তি সৰ্ব্বাণ্যেনং
বামান্তিসংবন্তি য় এবং বেদ ।

এব উ এব বামনীয়েব হি সৰ্ব্বাণি বামানি নন্ততি সৰ্ব্বাণি বামানি নন্ততি
য় এবং বেদ ।

এব উ এব ভামনীয়েব হি সৰ্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সৰ্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য় এবং
বেদ ।

—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।২-৪

তন্মাদিত্যো নামেরক্তো হ বৈ নাম তমিদগ্নঃ সন্তমিগ্ন ইত্যাক্ষতে পরোক্ষেন ।—
ঐতরেয়, ৩।১৪

‘তাহার উপনিষদ্ “সত্যস্য সত্যং” ।

‘অতঃপর আদেশ (রহস্য উপদেশ) — “নেতি নেতি” ।

‘তাহার নাম “তদ্বনং” । তদ্বন এই বর্ণিত উপাসনা করিতে হইবে ।’

‘এ সমস্তই ব্রহ্ম । তিনি “তচ্ছলানু” ।’ ‘ইহাকে “সংযমাম” বলা
হয় । সমস্ত বাম তাঁহাতে সংযত হয় ; যিনি ইহা জানেন, সমস্ত বাম
(কল্যাণ) তাঁহাতে সঙ্গত হয় ।’ ‘তিনি “বামনী” । সমস্ত বাম
(কল্যাণ) তাঁহাতে নীত হয় ; যিনি ইহা জানেন, তাঁহা সমস্ত বাম
নীত হয় ।’ তিনিই “ভামনী” । সমস্ত লোকে তাহা ভাতি ; যিনি
ইহা জানেন, সমস্ত লোকে তিনি প্রভাবিত হন ।’

‘সেই জন্ত তাহার নাম “ইদগ্ন” । ইদগ্ন নাম তাহাকে লোকে
পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে ।’

পরবর্তী কালে যে গ্রন্থে এই সকল উপনিষদ্ (রহস্য উপদেশ)
প্রথিত হইত, তাহার নাম উপনিষদ্ হইল । সেই জন্ত দেখা যায়
তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক এক বর্ম্মীর শেষে এইরূপ ভূতিকা আছে ;—

ইতাপনিষৎ ।

এইরূপে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নানা গ্রন্থের নাম উপনিষদ্ হইল ।

এই সকল গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ অবিত্যার বারণ, সংসারের শান্তন, ব্রহ্মের প্রতিপাদন। অতএব উপনিষদ্ শব্দের অর্থের সহিত এই সকল অর্থ ক্রমশঃ আবাস্তর ভাবে অঙ্কিত হইল। সেই জন্য বেদাচার্য, ত্রীশঙ্করাচার্য এই ভাবেই উপনিষদ্ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তঁহা উপনিষদের মৌলিক অর্থ সবে।

সেদং ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ শব্দম্ভা৷৷ তৎপর্যাপ্যং মতেতোঃ সংসারস্ত অত্যন্তাবসাদনং ।
উপনি পূর্ব্বক্কা মদে প্তদর্থং৷৷—বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ১৮

য ইমাঃ ব্রহ্মবিদ্যাঃ উপবল্লি আত্মতাবেন শ্রদ্ধাতত্ত্বিপুঃসরাঃ সত্ত্বঃ তেবাং গর্ভ-
জন্ম-জরা-রোগাদিনর্থপূঃ নিশান্তরতি, পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিত্যাকিসংসার
কারণক অত্যন্তব্ অবসাদয়তি বিনাশয়তি ইতি উপনিষৎ । উপনিপূর্ব্বক্কা মদেঃ এবমর্থ
শ্রবণাৎ । *—মুণ্ডক ভাষ্য, ১১

‘এই ব্রহ্ম বিজ্ঞা ‘উপনিষদ্’ শব্দের বাচ্য। কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সৎকারণ সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সাধিত হয়। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক মদ্ বাতুর এতরূপই অর্থ।’

‘বাহার শ্রদ্ধাতত্ত্বি সহকাৰে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্মীয় ভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের গর্ভ, জন্ম, জরা, পোঃ, প্রভৃতি অনর্থ সমূহের শান্তন হয়; পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অবিত্যাদি সংসার কারণের একান্ত বিনাশ হয়। সেই জন্য এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক মদ্ বাতু এতরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ।’

* কঠ-উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায় এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য এই ভাবে ‘উপনিষদ্’ শব্দের বিবৃতি করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায় ।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়-প্রভাব ।

এখন যে সকল উপনিষদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বোধ হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুক্র-বল্ক্যেরদ্বারা শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ। এই উপনিষদে বৈদেহ জনক নামক এক সম্রাটের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উপনিষদে তিনি 'মেধাবী', 'অধীতবেদ', 'উক্তোপনিষৎক' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, দেখা যায়।* ইনি বিদেহ দেশের সম্রাট ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, জনক এক বহু-দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে কুরুপাক্ষাল দেশের ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইলে রাজার জাণিবার ইচ্ছা হইল যে, ইহাদিগের মধ্যে কে ব্রহ্মিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা পারগ। সেই ক্ষণে তিনি সহস্র গৌ দক্ষিণায়ুক্ত উপস্থিত করিয়া প্রত্যেকের শূঙ্গ দশ দশ স্বর্ণপদক সংযুক্ত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—“যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এভা গা উদজতাম্”—“আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গোসহস্র গ্রহণ করুন।” কোনও ব্রাহ্মণই ঐ পদ-গ্রহণে সাতসী হইলেন না।

* রাজবল্ক্যো বিভ্রাক্ষকায় মেধাবী রাজা সর্বোত্তমো মাত্তজা উদরৌৎসাদিতি ।
—বৃহদারণ্যক, ৩।৩।৩২।

আচাঃ সরসীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতি বিদ্যমানঃ ক দক্ষিণায়ুক্তি মাং তদ্বৎসবৎ”
যে বহু দক্ষিণায়ুক্তি ।—বৃ ৩।৩।৩২।

উপনিষদে কবির-প্রভাব।

তখন বাজবদ্য নিজের শিষ্যকে অহুমতি করিলেন,—“বৎস, গোসহস্র স্থানান্তরিত কর।” কবিরের স্বয়ংবুরে কোনও সাধু রাজ্য কল্পাপ্রদান করিলে অজ্ঞাত রাজারা অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া যে তাঁহাকে সাহসে আক্রমণ করিতেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিত। বাজবদ্য ক্রুদ্ধ হইয়া বাজবদ্যকে বলিতে লাগিলেন,—“তুমি আমায় মধ্যে ত্রিষ্ঠিষ্ঠ! স্বং নো ধনু নো বাজবদ্য ত্রিষ্ঠিষ্ঠসি।” তখন বাজবদ্যের উপর প্রবল প্রেমবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্জুন ভূজ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রেমের উপর প্রেম করিতে লাগিলে বাজবদ্য প্রত্যেককেই যথোচিত উত্তর দিয়া নিরন্তর করিলেন। বাজবদ্য বলিলেন,—“আপনারা মৌনী হইলেন কেন? বাহার ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন।” কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না। বৃহস্রার উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ নিবন্ধ হইয়া ইহা হইতে অহুমান হয় যে, সম্রাট জনক এই তর্কসভার সভ্য ছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আবার এই বাজবদ্যের সাক্ষাৎ পাই। এখানে জনক প্রশ্ন করিতেছেন, বাজবদ্য উত্তরে ব্রহ্ম-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সকল বিবৃত করিতেছেন। অতঃপর জনক ব্রহ্মবিদ্যার চরমতত্ত্ব লাভ করিয়া লিখ্যভাবে গুরুকে আশ্বনিবেদন করিতেছেন,—“এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোহঃ হোবাচ বাজবদ্যঃ সোহহং ভগবতে বিদেহান্ বদামি মাঞ্চাপি নাস্যাম্যেতি।”—“হে সম্রাট, ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক হইলে।” বাজবদ্য এই বলিলে জনক বলিলেন, “ভগবন্! বিদেহ আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিরেক্ষেণ্ড নিবেদন করিল এইরূপে মহর্ষি বাজবদ্য কবির রাজা জনককে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বের উ

উপনিষৎ ।

দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রাজর্ষি জনকের পরিচর্য্যে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইত :—

বান্ধবব্যাক্ষিপ্যৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই বৈদেহ জনকের আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি উপদেশ আদান করিতেছেন না, প্রদান করিতেছেন। এখানে তিনি শিষ্য নহেন—শিক্ষক। আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে (ইহার সহিত ষোড়শতর উপনিষদের ঋষি আশ্বতরের কোনও সম্বন্ধ আছে না কি?) গায়ত্রীর “তুরীয় দর্শত পদ” গুণতম রহস্য উপদেশ করিতেছেন। সে পদের স্তুতি করিয়া ঋষি বলিতেছেন, ইহা “পরোরজঃ”—অজ্ঞানভিমিরের অতীত। ইহা জানিলে সাধক শুদ্ধ, পুত, অজর, অমর হয়।

“এতদেব তুরীয়ঃ দর্শতঃ পদং পরোরজা * * এবং বিদ্ যদ্যপি বহিষ পাপং কুরুতে সৰ্ব্বমেব তৎ সংপার শুদ্ধঃ পুতোহজরোহমৃতঃ সম্ভবতি ।”—বৃ ৫।১৪।৮

এই গায়ত্রীর উচ্চতর বিবৃত করিয়া বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন,—

এতচ্চ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যমু হো তদগায়ত্রীং কল্পেণা
য কথং হস্তীভূতো বহস্রোতি মুখং হস্যাঃ সম্রাণ্ ন বিদাৎকারেতি ।—বৃ ৫।১৪।৮

বৈদেহ জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—তুমি যদি গায়ত্রীবিৎ, তবে হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন? (ইহা বোধ হয় রূপক)। বুড়িল বলিলেন,—সম্রাট, আমি গায়ত্রীর মুখ জ্ঞাত নহি। উত্তরে জনক বলিলেন,—

অগ্নিরেব মুখং । যদি হ হা অগ্নি বহিবাগ্ন্যবভ্যাবতি সৰ্ব্বমেব তৎ সম্ভবত্যেব
হবৈকবিদ্যদ্যপি বহিষ পাপং কুরুতে সৰ্ব্বমেব তৎ সংপার শুদ্ধঃ পুতোহজরোহমৃতঃ
সম্ভবতি ।—বৃ ৫।১৪।৮

“অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। যেমন অগ্নিতে বহু ইন্ধন দিলেও অগ্নি সম্ভব

উপনিষদে কলির-প্রভাব।

দক্ষ করে, সেইরূপে গায়ত্রীবিৎ বহু পাপ করিলেও সে সমস্ত বিধৃত। তিনি শুদ্ধ, পুত্ৰ, অক্ষর, অমর, অমৃত করেন।”

এইরূপে বৈদেহ-জনক বুড়িলকে গায়ত্রীর গুঢ় রহস্য উপদেশ করি ছিলেন।

ছানোগ্য উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামে এক কলির রা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে লিখিত আছে যে, প্রবাহ জৈবলি এবং শিলক ও দালভ্য নামক দুই জন ব্রাহ্মণ উদগীথের রহস্য ছিলেন। এক দিন তাঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া উদগীথের রহস্য কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। (উদগীথ সামবেদের নিগূঢ় মন্ত্র—ব রহস্য)। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—“আপনারা উভয়ে ব্রাহ্ম আপনারা অগ্রে বলুন, আমি শ্রবণ করি।”

ভগবন্তো অগ্রে বদন্তাম্। ব্রাহ্মণয়োর্বদন্তো বাচন্ম জ্যোতামি।—ছা ১৮।২ তখন প্রবাহণ জৈবলি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণদ্বয় কতক অগ্রসর হইয়া নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। কারণ, উদগীথের “উপনিষ তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তখন প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—

অস্তবৎ যৈ কিল তে সাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ইহার অধিক আমি জ্ঞাত নহি। আপনার নিক হইতে জানিতে ইচ্ছা করি।”

“হস্ত অহম্ এতন্ ভগবন্তো বোদামি।”—ছা ১৮।৮

তখন প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাদিগকে উদগীথের রহস্য উপদেশ করিলেন। সেই রহস্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ছানোগ্য উপনিষদে কলি বলিতেছেন,—

ভং ইত্যং অতিথয়া শৌনক উদরশাঙিল্যার উক্ত্যে বাচ।—ছা ১৮।১০

ইহা হইতে জানা যায় যে, উত্তরকালে অতিথয়া শৌনক (নারায়ণ)

উপনিষদের কল্পিত-প্রভাব।

তখন শিষ্য পুত্র রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—“ভগবন্ গোতম, আপনি কি বিস্তারিত অভিলাষ করেন?” গোতম বলিলেন,—“হে রাজন, আমি মানুষের বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনি আমার পুত্রকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করুন।”

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং যসেত্যাত্মপরাঙ্ককার তং হোবাচ বখা মা যং গোতমাবদে বধেহং ন একং বস্তাঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যং গচ্ছতি তস্মাদ্ভি সর্কেষু লোকেষু কজস্যেব প্রশাসনমভূমিতি তস্মৈ হোবাচ ॥—ছাঃ ৫।৩।৭

অর্থাৎ, গোতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—“কিছুদিন অপেক্ষা করুন।” তাহার পর বলিলেন—“হে গোতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—এ বিদ্যা আপনার পূর্বে কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই। সেই জন্তই সমস্ত লোক কল্পিতের শাসনাধীন।” পরে রাজা গোতমকে সেই পঞ্চাঙ্গবিদ্যার উপদেশ করিলেন, এবং উপদেশান্তে বিন্যাস ক্রটি করিয়া বলিলেন, * “যিনি এই পঞ্চাঙ্গ জ্ঞাত হন, তিনি পতিতের সহিত সহবাসেও পাপলিপ্ত হন না। যিনি এই পঞ্চাঙ্গ বিদ্যা লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, তিনি পুত, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।”

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কল্পিতের সম্বন্ধে এই নিগূঢ় তথ্য পূর্বকালে জৈবলির মত কল্পিত রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্মণেরা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এই পঞ্চাঙ্গ-বিদ্যার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এখানেও এই বিদ্যার উপদেশটা প্রবাহণ

* * কথং হ ব এতাদেবং পঞ্চাঙ্গীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্যনা সিধ্যন্তে।
তচ্ছঃ পুতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য একং বেদ।—ছাঃ ৫।৩।১০

জৈবলি। বৃহদারণ্যকের বিবরণ ও ছান্দোগ্যের বিবরণে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। একবল হুই এক স্থলে ভাষার কিছু তারতম্য। প্রবাহণ জৈবলি ষ্ঠেকেতুর পিতা গৌতমকে বলিতেছেন,—

স হোবাচ বধা নন্ত গৌতম যাপরাধান্তব চ পিতামহা বথেরং বিদ্যোতঃ পূর্বং ন কশ্মিন্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ধৈবঃ ক্রবন্তমহতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।— বৃ ৬২৮

অর্থাৎ, “হে গৌতম, আমার অপরাধ লইবেন না। এই বিদ্যা ইতিপূর্বে কখনও কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই; কিন্তু আপনার যত যোগ্য ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। অতএব আপনাকে এই বিদ্যা উপদেশ করিব।”

ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই বিদ্যার আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে ইহার উপদেষ্টা গর্গবংশীয় কল্লির-রাজা চিত্র। তিনি গৌতমপুত্র ষ্ঠেকেতুকে জীবের পরলোক-গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ষ্ঠেকেতু বলিলেন,—

“নাহমেতৎ বেদ।” আমি ইহা জানি না। “হস্ত আচার্য্যং পূক্ষ্যামি।” আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।

ষ্ঠেকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিলেন,—“অহমপি এতন্ বেদ”—“অুমিও ইহা জানি না।” তখন তিনি শিষ্যরূপে সমিৎ-হস্তে রাজা চিত্রের সমীপস্থ হইলেন, এবং চিত্রের নিকট হইতে এই গুঢ় রহস্যের বিবরণ অবগত হইলেন।

“স হ সবিৎ-পানিন্দিতঃ সার্য্যারণিঃ প্রতিচক্রঃ উপায়ানীতি তং হোবাচ ব্রহ্মাধোহসি গৌতম বো ন মানমুপাসা এহি বোব কা জপরিব্যাহীতি।”

বৃহদারণ্যকে উপনিষদ-রহস্যের উপদেশকর্তা আর এক কবি-রাজার আমরা সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নাম অজ্ঞাতশক্। তিনি

কেনেবিজ্ঞানিনী দৃষ্ট বালাকির দর্প চূর্ণ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে তাঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—গর্গরশীর দৃষ্ট বালাকি কানীরাঙ্গ অজাত-শত্রুর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—“ব্রহ্ম তে ব্রবাণি”—“তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব।” অজাতশত্রু বলিলেন,—“বেশ।” তখন বালাকি পর পর সূর্য্যে, চন্দ্রে, বিদ্যাতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে ইত্যাদিতে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যত দূর অবগত ছিলেন, একে একে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু রাজা রামরায়ের শ্রায় বলিলেন,—

ইহ বাহ্য, কহ পরে আর। “ন হ তু কীমাস গার্গ্যঃ।”—বৃহ ২।১।১৩

তখন দৃষ্ট বালাকি নীরব হইলেন।

অজাতশত্রু বলিলেন,—“এই পর্য্যন্ত।” বালাকি বলিলেন,—“ঐ, এই পর্য্যন্ত।” অজাতশত্রু বলিলেন,—“নৈতাবতা বিদিতং ভবতি”—“ইহার দ্বারা জানা গেল না।” তখন বালাকি বলিলেন,—“তবে আপনি আমাকে উপদেশ করুন।”—

স হোবাচ গার্গ্যঃ উপ দ্বা রানীতি।—বৃহ ২।১।১৪

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং বৈ তন্ যন্ ব্রাহ্মণঃ কত্রিরমুপেক্ষা ব্রহ্ম সে ব্রহ্মাতীতি। বোব দ্বা জপরিষাণি।—বৃহ ২।১।১৫

অজাতশত্রু বলিলেন,—“ব্রাহ্মণ কত্রিরের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম উপস্থিত হইবেন,—ইহা বিপরীত ব্যাপার। বাহ্য হউক, আপনাকে বলিতেছি।” তখন রাজা অজাতশত্রু জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদন করিলেন।

কৌষীতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা এই অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই বিবরণ মূলতঃ বৃহদারণ্যকের অনুরূপ। কেবল স্থানে স্থানে ভাবাগত প্রভেদ। সেখানেও কত্রির

অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ বাল্যকালে উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য উপদেশ করিতেছেন । “কৌষীতকৌ উপনিষদের বিবরণ এইরূপ ;—

তত উ হ বাল্যকিঃ সসিংপাণিঃ প্রতিচ্ছন্ন উপারানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ
প্রতিলোমরূপমেব তৎ স্যাদ্যৎক্ষত্রিণো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ । এহি যোষ কা জপমিধ্যানীতি ।

—কৌষীতকৌ, ৪।১৮

“তখন বাল্যকি সসিং-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—‘আমাকে উপদেশ করুন ।’ অজাতশত্রু বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ‘উপনয়ন’ করিবে, ইহা বিপরীত ব্যবহার । তথাপি আপনাকে উপদেশ করিব ।”

হাকোণ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আর এক জন উপনিষদের রহস্য বেত্তা ক্ষত্রিয়-রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । তাঁহার নাম অশ্বপতি কৈকেয় । তিনি পাঁচ জন “মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়” ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের “ভৃকৃৎস্থানী” ভগবান অরুণিকে বৈশ্বানর আত্মার (universal self) উপদেশ করিয়াছিলেন । ঐ বিবরণের আরম্ভ এইরূপ ;—

প্রাচীনশাল উপমন্তব্যঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌনুবিরিত্রহ্মাহো ভাগবেদো ঋকঃ শার্করাকো
বুড়িল আশ্রয়স্থিতে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেজ্য ঋকঃশার্করাকো কো মু
আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥১॥

“ তে হ সম্পাদয়াচ্চকুরক্ষালকো বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মান
বৈশ্বানরমধ্যোতি তং হস্তাভাগচ্ছামেতি তং হাত্ম্যাজগ্মুঃ ॥২॥

স হ সম্পাদয়াকার প্রকাশিত্ব মাষিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিস্তেজ্যো ন সর্বমিব
প্রতিপৎসো হস্তাহমন্তমত্যুশাসনীতি ॥৩॥

তান হোবাচাশ্বপতির্বে ভগবন্তোহয়মঃ কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মান বৈশ্বানরমধ্যোতি ত
হস্তাভাগচ্ছামেতি তং হাত্ম্যাজগ্মুঃ ॥৪॥

তেজ্যো হ প্রোক্তোতাঃ পৃথগ্বীণি কারয়াককার স হ প্রাতঃ সন্নিধান উবাচ ন মে ত্বনো

অন্যপূত্র ন কৰ্য্যো ন মগাপো নান্যি পানিবিদ্যা ন খেদী বৈরিণী কৃতো বক্যমাণে
 বৈ ভগবন্তোহহমস্মি যাবদেতৈকস্মা হবিজে ধনং দাতামি তাবৎ ভগবন্তো দাতামি
 বসন্ত মে ভগবন্ত ইতি ১৫।

তে হোচুৰ্বেষ হৈবার্ধেন পুত্ৰবন্দরেৎ তং হৈব ববেদাঙ্ঘানমেবেমঃ বৈদ্বানঃ
 সম্প্রত্যধোষি তমেব নো ভ্রূহীতি ৬।

তান্ হোবাচ প্রাতৰ্হঃ প্রতিবক্তাসীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূৰ্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে
 তান্ হানুপনীয়েবৈতচ্চবাচ ৭।

“উপমহ্যায় পুত্র প্রাচীনশাল, পুত্ৰপুত্র সত্যবজ্জ, ভরতীপুত্র
 ইন্দ্রভ্রায়, সর্ববাকপুত্র জনক ও অশ্বতরাশ্বপুত্র বৃড়িল, এই পাঁচ জন
 মহাপ্রোক্তির মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—
 আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ‘অনুপুত্র
 উদ্ধালকই বৈদ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। এম, আমরা তাঁহার
 নিকট গমন করি।’ তাঁহারা উদ্ধালকের নিকট গমন করিলেন।
 উদ্ধালক ভাবিতে লাগিলেন,—এই সকল মহাপ্রোক্তির মহাগৃহস্থ আমাকে
 প্রশ্ন করিবেন, আমি সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিব না; অতএব
 অল্প প্রশঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন,—‘মহাশয়গণ, অশ্বপতি
 কৈকেয় সম্প্রতি বৈদ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। চলুন, তাঁহার
 নিকট যাওয়া যাক।’ তাঁহারা অশ্বপতির নিকটে গেলেন। অশ্বপতি
 প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পূজা করিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা গাত্রোত্থান
 করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—‘আমার রাজ্যে কোনও চোর নাই,
 ক্লেশ নাই, মদ্যপানী নাই, অনারি নাই, অবিদ্বান নাই, পরদারী নাই,
 বৈরিণী নাই। হে মহাশয়গণ, আমি বজ্জ করিতে অভিলাষী চইয়াছি।
 • প্রত্যেক কষ্টক্কে বে ধন দিব, আপনারাও তাহাই পাইবেন।’ আপনারা
 এখানে অবস্থান করুন।’ তাঁহারা বলিলেন,—‘যে অল্প আমরা

আসিরাহি, আপনাকে বলা আবশ্যক। সপ্রতি আপনি বৈদ্বানর আশ্রয় তত্ত্ব অবগত আছেন। উহা আমাদের উপদেশ করুন।’ রাজা বলিলেন—‘কাল উত্তর দিব।’ পরদিন প্রভাতে তাঁহার সমিৎ-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার না করিয়াই বৈদ্বানর আশ্রয় তত্ত্ব উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।”

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা আর এক জন ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণের উপদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হই—

“অবীহি ভগবৎ ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।” “হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন।” এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সনৎকুমার দেব-ক্ষত্রিয়। “ভগবান্ সনৎকুমারঃ তং হ স্বন্দ ইত্যচকতে।”

সনৎকুমার দেব-সেনাপতি—স্বন্দ। নারদ শিষ্যভাবে তাঁহার সমীপস্থ হইলে সনৎকুমার বলিলেন,—“তুমি বত দূর বিদ্যালান্ত করিয়াছ—তাহা আমাকে বল। তাহার উপর বাহা, তাহা আমি উপদেশ করিব।” নারদ বলিলেন,—“আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ষবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, রাশি, দৈব, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্রবিৎমাত্র, আশ্রয়িৎ নহি।”

সোহহং ভগবঃ শোচামি। স্বং বা ভগবান্ শোকস্য পারঃ ভারত্বতু।—হা ৭।১।৩

“হে ভগবন্, তথাপি আমি শোকের অবীন। আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।” তখন ভগবান্ সনৎকুমার সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ নারদকে ভূমি-তলের উপদেশ করিলেন। কারণ, ‘ভূমৈব স্তবধ, নাম্নে স্থপমন্তি।’ ভূমাই স্তব, অগ্নে স্তব নাই। এই ভূমাই ব্রহ্ম। সনৎকুমার বলিতেছেন,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পূরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবোৎ
সৰ্ব্বম্ ।—ছা। ৭।২০।১

তিনিই অধে, তিনিই ঊর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই
দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই নিখিল । এইরূপে দেব-কল্লির
সনৎকুমার ব্রাহ্মণ নারদকে তমসের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন ।

তমৈ মুদিতকবায়ার তমসা পারং লক্ষ্যতি উপবান্ সনৎকুমারঃ ।—ছা। ৭।২০।২

ব্রহ্মজ্ঞ কল্লিরেরা উপনিষদের যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছিলেন,
সে সমস্তেরই বিবরণ যে উপনিষদে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা
সম্ভব হইবে না ; কিন্তু আমরা উপরে যে সকল বিষয়গণের উল্লেখ
করিলাম, তাহা হইতে কল্লিরের উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের প্রকার ও পরিমাণ
সম্বন্ধে কিরূপ পরিচয় পাওয়া গেল ? আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ণকাণ্ড
সম্বন্ধে প্রবাহণ জৈবলি উদ্‌গীথের ও বৈদেহ-জনক গায়ত্রীর গুঢ় রহস্য
(যাহাকে উপনিষদ্ বলা হইত) বিবৃত করিতেছেন । আমরা আরও
দেখিয়াছি যে, জীবের উৎক্রান্তি, গতাগতি ও পুনর্জন্মতত্ত্ব যে রহস্য-
বিদ্যার নিবন্ধ ছিল, কল্লিররাজা প্রবাহণ জৈবলি ও চিত্র গার্গ্যগণ সেই
নিগূঢ় পঞ্চাঙ্গি বিদ্যার উপদেশ করিতেছেন । আমরা আরও দেখিয়াছি
যে, অশ্বপতি কৈকেয়—

“কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম”

এই প্রশ্নের ধীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম=আত্মা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক
এই আত্ম সত্যের প্রচার করিতেছেন । আমরা আরও দেখিতেছি যে,
কল্লির-রাজা অজ্ঞাতশত্রু বেদবিদ্যাবিৎ বালাকিকে বৈদ্যানর আত্মার
গুঢ় রহস্য বিবৃত করিতেছেন, এবং সর্বশেষে আমরা দেখিয়াছি যে, দেব-
কল্লির সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভূমি-তন্ময়ের ব্যাখ্যা করিয়া—

“সৰ্ব্বং বসিৎ ব্রহ্ম”

ব্রহ্মবিদ্যায় এই চরম উপদেশ বিবৃত করিতেছেন। অতএব, এরূপ বলা অসঙ্গত হইবে না যে, উপনিষদে কত্রিয়ের প্রভাব বিশিষ্টভাবে বিদ্যমান।

এই ব্যাপার দেখিয়া, অর্থাৎ কত্রিয়-রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিতেছেন দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করিবার উদ্দেশে নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। অধ্যাপক ডয়েসন্ তাঁহার উপনিষদ-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।—* “উপনিষদের

* As a matter of fact the doctrine of the Atman standing, as it did, in such sharp contrast to all the principles of the vedic ritual, though the original conception may have been due to Brahmanas was taken up and cultivated primarily, not in Brahmana but in Kshatriya circles and was first adopted by the former in later times. That this teaching with regard to the atman was studiously withheld from them ; that it was transmitted in a narrow circle among the Kshatriyas to the exclusion of the Brahmanas ; that in a word it was Upanishad.—*Philosophy of the Upanishads*, p. 19.

অতএব ডয়েসন্ এইরূপ লিখিয়াছেন,—This antagonism of the atman doctrine to the sacrificial cult leads us to anticipate that at the first it would be greeted with opposition by the Brahmanas * * This antagonism may have been the reason why the doctrine of the atman, although originally proceeding from Brahmanas like Jagnavalka received its earliest fostering and development in the more liberal-minded circles of the Kshatriyas ; while among the Brahmanas it was on the contrary shunned for a long period as a mystery (Upanishad) and continued therefore to be withheld from them.—*Ibid* p. 398.

প্রচারিত আত্মতত্ত্বের সহিত বেদের কর্মকাণ্ডের এতই বিরোধ যে, এই আত্মবিদ্যা—যাহা পরবর্ত্তী কালে উপনিষদসমূহে নিবদ্ধ হইয়াছিল—সেই বিদ্যা কর্মকাণ্ডপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে আঁর্জি লাভ করিতে পারে নাই। ইহা উপনিষদ-(রহস্ত)-রূপে মনোবী কজ্জিরসমাজের মধ্যে গুপ্তভাবে প্রচারিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার দূখে দূরে রহিতেন। অতএব ইহা বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যখন ব্রাহ্মণেরা এই বিজ্ঞানাভ্যেতাের জন্ত ব্যগ্র হইলেন, তখন তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে কজ্জিরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।” জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে যত্নের বিরোধ আছে সত্য। যিনি আত্মতত্ত্বের অধিকারী, যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি জগৎকে মায়ার বিলাস বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম করা অসম্ভব। কিন্তু অধিকারিতভেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব নহে। সেই জন্ত প্রাচীন আর্ষসমাজের বিধান ছিল যে, মনুষ্য-জীবন চারি ভাগে বিভক্ত হইবে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। “ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।” অর্থাৎ, মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মচারী হইবে, পরে গৃহী হইবে, পরে বনচারী বা বানপ্রস্থ হইবে, এবং পরিশেষে প্রব্রজ্যা করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এই সন্ন্যাস-দশাতেই জীব আত্মবিজ্ঞার অধিকারী হইত। তথা তাঁহার পক্ষে কর্মকাণ্ড বেদের বিধি-নিষেধের অপেক্ষা থাকিত না। তখন তাঁহার পক্ষে কর্মের প্রয়োজনও থাকিত না, সম্ভাবনাও থাকিত না। এইরূপ সাধককে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

যাৎকরতি তেহ প্রাণ আত্মতত্ত্বং নানয়ঃ ।

আত্মতত্ত্বাভিসমুৎকৃতঃ তত্ত্ব কার্য্যং ন বিভ্রতে ।—গীতা, অঃ ১৭ ।

“যিনি আত্মরতি, আত্মতত্ত্ব, আত্মাতেই তাঁর সম্বোধ, তাঁহার পক্ষে কোনও কার্য্য নাই।”

উপনিষদে কৰ্মকাণ্ডের নিন্দাসূচক যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায়শঃ এইরূপ আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর পক্ষে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে যে এইরূপ সন্ন্যাসীর একান্ত অভাব ছিল, এরূপ ভাবিবার কি কারণ আছে? বরং ইহাই মনে করা সম্ভব যে, যেমন ক্ষত্রিয়সমাজে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণসমাজেও কৰ্ম-কাণ্ড-নিরত ও আত্মবিচারত উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, পিঙ্গলাদ, অকুণি (যেতকেতুর পিতা) এইরূপ আত্মবিচারত ব্রাহ্মণের নিদর্শন। অতএব কৰ্মকাণ্ডরত বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আত্মবিজ্ঞা সমাদৃত হয় নাই, ইত্যাদি পাশ্চাত্য মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অথচ উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রহ্মবিজ্ঞার নিগূঢ় উপদেশসমূহ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণেরাই লাভ করিতেছেন। এ ব্যাপারের প্রকৃত কারণ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিদিগের মতে, ভগবানই সমস্ত বিজ্ঞার প্রবর্তক। তিনিই সমস্ত প্রজ্ঞা, সমস্ত জ্ঞানের আদি।

প্রজ্ঞা চ ভদ্রাৎ প্রসূতা পুরাণী।—যেত ৪।১৮

“তাঁহা হঠতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসূত হইয়াছিল।” সেই জ্ঞান পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন,—“তত্র নিরতিশয়ং সৰ্বজ্ঞবীজম্”—[যোগসূত্র; ১।২।] “তাঁহাতে নিরতিশয় সৰ্বজ্ঞতার বীজ রহিয়াছে।” অতএব ভগবানকে শাস্ত্রযোনি বলে [শাস্ত্রযোনিভাণ্ড্য *—ব্রহ্মসূত্র; ১।১।৩] সেইজন্য বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—

* বহুতো কবেকো শাস্ত্রত অনেক বিদ্যাহানোপকৃষিত্ত এতৌপকং সর্গম্।
যদ্যেতিহঃ সৰ্বজ্ঞকরত যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।—এই শ্লোকের শাস্ত্রভাষ্য।

অন্ত মহতো ভূতত্ত্ব নিবসিতম্ এতদ্বদ্য যথেষ্টো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথকার্মিরম্
ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণামুপাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ত্রৈবৈতানি
নিবসিতানি।—বৃহ ২।৪।১০

অর্থাৎ, “যেমন বিনা প্রযত্নে প্রাণিগণের নিবাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিজ্ঞা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিজ্ঞা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অন্তব্যাখ্যান—সমস্ত বিজ্ঞাই সেই মহান ভূত (ব্রহ্ম) হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।” সেই অজ্ঞ ঋষিরা বলেন—বেদ নিত্য। কেহ কেহ ইহার একরূপ অর্থ করেন যে, বেদের শব্দ বা ভাষা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদিকাল হইতে সেইরূপই ছিল, এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত বুদ্ধিসহ নহে। ইহা নিছক করিবার অজ্ঞ অনেক কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অজ্ঞ বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই অজ্ঞ পণ্ডতগুলি মহাভাষ্যে বলিগাছেন যে, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea) নিত্য। ইহাট বিজ্ঞা। এই বিজ্ঞা চিরদিনই আছে, এবং চিরদিনই থাকিবে। তাহা নিত্য, তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা এই বিদ্যার দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও সেই বিদ্যা বিদ্যমান ছিল, পরেও থাকিবে। “ঋদ্বদর্শনো।” ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ, ঋষিরা বেদের ত্রুটি, বিদ্যার আবিষ্কারকর্তা, বা প্রচারক—প্রবর্তক নহেন কলহস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্বেও আমেরিকা বিদ্যমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণবলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়োয়োপে তখনও কেহ দর্শন করেন নাই।

অতএব এ বিজ্ঞার দ্রষ্টা বা আবিষ্কারকর্তা নিউটন। এইরূপ সত্য জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ)—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল। কোনও ঋষি ধ্যানদৃষ্টি-বলে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্ধ্য-সত্যের দ্রষ্টামাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ অনাদি। ক্লেশরী-ভাবে এই বিদ্যা পূর্বাপর বিদ্যমান ছিল। ঋষি তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীর-বিজ্ঞাকে শাস্ত্রকারেরা স্কেট বলিতেন। এই স্কেটবাদের সহিত প্লেটোর (Plato) প্রচারিত “idea”-বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্কেটরূপে যেমন বেদ নিত্য, idea রূপে সেইরূপ বিজ্ঞা নিত্য। প্রলয়কালে এই স্কেট বা idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়।

• যুগান্তে হস্তাহিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।

লেভিরে তপসা পূর্বং সমাদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভবাঃ—শঙ্করোক্ত বচন।

“যুগান্তে বেদ, ইতিহাস প্রভৃতি যে বিজ্ঞা অন্তর্হিত হইয়াছিল, মহর্ষিগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে তপস্যা দ্বারা সেই বিদ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হন।”

এই মহর্ষিগণ পূর্বকল্পের সিদ্ধ মহাপুরুষ। এখন যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্বে অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায়ক্রমে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত বিশ্ব ভগবানে ভিরোহিত হয়। সেই অবস্থায় পূর্বতন সৃষ্টি-নাটকের অভিনেতা—সকল জীব, ভগবানে বিলীন হইয়া থাকেন; পরে প্রলয়ের অবসানে যখন আবার সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন সেই সমস্ত জীব ভগবান্ হইতে পৃথক হইয়া আবার রক্তভূমে অবতীর্ণ হন। পূর্বকল্পের অবসানে যে সকল জীবমুক্ত মহর্ষিগণ একীভূত হইয়াছিলেন,

পরবর্তী কালে তাঁহারা জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবার আবৃত্ত করিয়াছেন। কপিল, ঋষভদেব, ব্যাস, শঙ্কর প্রভৃতি—এইরূপ নিকটপ্রাপ্ত মুনিগুরুব। তাঁহারা জগতের হিতার্থ আবার দেহধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রচার করেন। কিন্তু ভগবান্ই বেদের, বিদ্যার আদিপ্রবর্তক। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

যো ব্রহ্মাণং বিদ্যাতি পূৰ্ব্বঃ

যো বৈ বেদাংস্তে প্রহিণোতি তস্মৈ ॥—শেতাষতর, ৩।১৮

“ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন।” * বেদ বিদ্যার নামান্তর।

ঋষিঃ প্রসূতাং কপিলং যন্তুমগ্রে

জ্ঞানবিতর্জি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥—শেত, ৫।২

“ভগবান্ প্রথমজাত কপিলবর্ণ ঋষি (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানসমূহের দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।”

ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা যে প্রথমতঃ বিদ্যালান্ধ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েক স্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে,—

“সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বরজুব্রহ্মণে নমঃ ॥”—বৃ ২।৩৩, ৪।৩৩

“কাবযেরঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বরজুব্রহ্মণে নমঃ ॥”—বৃ ৬।৫৪

* ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

তেনে ব্রহ্ম জ্ঞানং ব আদিকবরে মুচ্যন্তি যং পুরাণং ।

দ্বারা যেন সত্য নিরন্তরুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

“সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা করি, যিনি আদিকবির (ব্রহ্মার) কবরে বেদ সঞ্চারিত করেন, (যে বেদ স্রষ্টাগণেরও দুর্কোথা), এবং যিনি আশর স্বপ্রকাশ দ্বোতিকে অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন।”

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভু ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা প্রথমে এই বিদ্যা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে সনৎ প্রজৃতি এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

যে পূর্বে দেবা ধ্বংস হইয়াছিল তদা তদা অমৃত্যু বৈ বহুবুঃ।

তদবেদগুহ্যোপনিষদঃ পুত্রঃ তদব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মাযোনিম্।—শ্রুত ৫।৬।

“এই বেদের রহস্য উপনিষদে নিগূঢ় বিদ্যা (যাহা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত), সেই বিদ্যা ব্রহ্মা অবগত হন। যে সকল দেবতা ও ঋষিগণ পূর্বে সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।” ব্রহ্মার নিকট হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। সেই জন্ত পতঞ্জলি ভগবানকে বলিয়াছেন,—

স পূর্বকোষমপি গুরুঃ কালেনাহনবচ্ছেদ্যঃ।—যোগসূত্র ১।২৬

“ভগবান্ কালের অতীত; সেই জন্ত তিনি পুরাতন গুরুগণেরও গুরু।” ব্রহ্মা হইতে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে;—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সবেতুভু, বিশ্বন্ত কৰ্ত্তা ভুবন্ত গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যায়াং সৰ্ববিদ্যাশক্তিষ্ঠান্, অথর্কীয় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাতঃ।

অথর্কণে যাং এবান্তে ব্রহ্মাথর্কী তাং পুরোহিত্যসিগ্নে ব্রহ্মবিদ্যায়াং।

স ভারত্বজ্ঞায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারত্বজ্ঞোহস্মিনসে পরাবরান্।

—মুণ্ডক ১।১।১-২

‘বিশ্বশ্রুতা, জগদভর্তা, আদিদেব ব্রহ্মা সৰ্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্কীকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্কী পুরাকালে অস্মিনকে দান করেন। অস্মিন্ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ভারত্বজ্ঞ সত্যবাহকে, এবং সত্যবাহ অস্মিনকে দান করেন।’ এবং অস্মিন্ ঐ ঐবিদ্যার ঐ অংশ ভারতবর্ষে প্রচার করেন। মুণ্ডক উপনিষদের

শেষে কথিত হইয়াছে যে, এই সত্য, ঋষি ঋষিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন (তদন্ততং সত্যং ঋষিরজিরা পুরোবাচ)। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

এতদব্রহ্মা প্রজাপত্যের উবাচ । প্রজাপতিম্ নবে মনুঃ প্রজাত্যঃ ।

—ছান্দোগ্য, ৩।১।৪ ; ৮।১৫।১

অর্থাৎ ‘এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, এবং মনু মানবগণকে ।’

এইভাবে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিত হয় । এইরূপ গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলে । বাহাতে এইরূপ সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে, বিদ্যা পরম্পরার নির্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তাহায্যে প্রাচীনরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন । যে বিদ্যা বা জ্ঞান সম্প্রদায়-বর্জিত—বাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা বা কল্পনাপ্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না । সেই জন্য উপনিষদে অনেক স্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । কে কোন্ বিদ্যাকে প্রথম প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিরূপে সেই বিদ্যার প্রবাহ প্রবাহিত হইল, অনেক স্থলে তাহার বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, দেখা যায় । এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখকে বংশব্রাহ্মণ বলে । বৃহদাশ্বল্যকে ২।৬, ৪।৩, ৬।৬ ও ৬।৫ অংশে এইরূপ বংশব্রাহ্মণ । ঈশ উপনিষদের ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

ইতি শুক্রম ধীরাণ্য বে ন শুক্ বিচাক্ষরে ।—ঈশ, ১০ ।

ঈশ্বরের ভগবান্ শুক্রকে এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, যে অগুরু কর্মযোগ তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, তাহা পুরাকালের রাজবি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল ।—

ইমং বিব্রমতে বোধঃ প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্ ।

বিব্রমান্ মনবে গ্রাহ মনুজিকাকবেহব্রবীৎ ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ॥

স এবাদ্য মরী তুভ্যং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ॥—গীতা, ৪।১-৩

“এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্থানকে উপদেশ করিয়াছিলাম। বিবস্থান মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এই-রূপে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এই যোগ পূর্বে রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন। কিন্তু ইহা দীর্ঘকালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ আমি পুনরায় উপদেশ করিলাম।”

গীতাতে এই বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। “রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রম্ ইদমুত্তমম্।” শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা।” ঐহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। কিন্তু রাজবিদ্যার অন্তরূপ ব্যুৎপত্তি অসম্ভব নহে। উপনিষদের বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাচীন ভারত-বর্ষের রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত ছিল, এবং উপনিষদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ক্ষত্রিয়-রাজারাই ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার সুসম্ভব নাম রাজবিদ্যা। এ সম্বন্ধে যোগেশ্বরি ঐহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এ বিদ্যাকে কেন রাজবিদ্যা বলিত, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না।

অতো মাং ঈশ্বরঃ সৃষ্ট। জ্ঞানেনাযোজ্যতাসকুৎ

বিসমর্জ্য মহীপীঠং লোকস্বাক্ষানশাস্তয়ে ॥

অধ্যাক্ষবিদ্যা তেনৈব পূর্ব্বং রাজস্ব বদিতা।

তদমু প্রথিতা লোকে রাজবিদ্যেত্যুদ্যোগজ্ঞাতা ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ অধ্যাক্ষজ্ঞানমুত্তমম্।

জ্ঞান্য রাঘব রাজানঃ পরাঃ নির্দ্যুততঃ গতাঃ ॥

—যোগেশ্বরিষ্ট : সুব্রহ্মসংকল্প : ১১।৭।১৭-১৮

“পরে ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিলেন, এবং লোকের অজ্ঞান-নিবৃত্তি জন্ত মহীভূলে প্রেরণ করিলেন। * * * এই অধ্যাত্মবিদ্যা পূর্বে রাজর্ষিদিগকে উপদিষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই রাজগণ হইতেই লোকে প্রচারিত হইল; সেই জন্ত ইহার নাম রাজবিদ্যা। এই উত্তম শুভ্রতম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজগণ পরম দুঃখের সীমা অতিক্রম করেন।”

এই বিবরণই সঙ্গত মনে হয়। ইহার সহিত গীতোক্ত বিবরণের ও উপনিষদের বিবরণের সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে প্রবাহিত রহস্যবিদ্যা কর্মকাণ্ডবত কর্মকাণ্ডবেদান্তিক ব্রাহ্মণদিগের অপরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। এ বিদ্যালোভের জন্ত তাঁহারা রাজর্ষিদিগের সমীপস্থ হইবেন, এবং সম্বিৎ-হৃদে শিষ্যভাবে তাঁহাদের নিকট বিদ্যা যাক্সা করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ভগবান্ যহু বলিয়াছেন,—

“নীচাদপ্যাত্মসা বিদ্যা।”

“নীচ হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।” এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যে উপনিষদ-যুগে উক্ত রাজর্ষিদিগের নিকট হইতে সর্বোত্তম বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবেন, ইহা সর্বতোভাবে সঙ্গত। এই সঙ্গত ব্যাপারের মীমাংসা করিবার জন্ত পাশ্চাত্যগণ এ সম্বন্ধে যে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন, তাহার অহুমোহন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ত্রিবিদ্যা ।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-সমাজে যে জ্ঞানের প্রবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার সাধারণ নাম দেওয়া হইত বিদ্যা । বিদ্যা অবিদ্যার বিপরীত ।

নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ ।—ছান্দোগ্য, ১।১।১০

অবিদ্যা যদি অজ্ঞান, তবে বিদ্যা বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান । অবিদ্যা ক্ষর, বিদ্যা অক্ষর ।

করংবিদ্যা হুমতং তু বিদ্যা ।—শেতাশ্বতর, ৫।১

কারণ, বিদ্যার ফলে অমৃতত্ব লাভ হয় ।

বিদ্যায়া বিন্দতেহমৃতং ।—কেন, ১২

অবশ্য যে বিদ্যার ফলে অমরত্ব লাভ হয়, সে বিদ্যা সাধারণ জ্ঞান নহে ; তাহা তত্ত্বজ্ঞান । সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিজনিত, তত্ত্বজ্ঞান বোধি-জনিত । সাধারণ জ্ঞানের চরম অবস্থা বিজ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকশিত অবস্থা প্রজ্ঞান ।

প্রজ্ঞানেনৈমম্ আশ্রয়াৎ ।—কঠ, ২।২৪

প্রাচীন ভারতে এই বিদ্যা নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল । বিষ্ণু-পুরাণকার বিদ্যার অষ্টাদশ বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন ।

অজানি বেদাশ্চদ্বারো দীমাংসো জ্ঞানবিশ্তরঃ ।

বর্ষশাস্ত্রং পুরাণকং বিদ্যাং শ্বেতাশ্চতুর্দশ ।

আয়ুর্বেদো বশুর্বেদো গাজর্কশ্চৈতি তে ত্রয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্ধিকং বিদ্যাং হাষ্টাদশৈব তাঃ ।

অর্থাৎ চারি বেদ, ছয় বেদান্ত (শিখা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), নীমাংসা, জ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, পুষ্কল, আত্মকেন্দ্র, ধর্মকেন্দ্র, গান্ধর্ববেদ ও অর্থ-শাস্ত্র—বিদ্যার এই অষ্টাদশ ভেদ । ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ' হইতে প্রাচীন ভারতে বিদ্যা-বৈচিত্র্যের আমরা কতক আভাস পাইরাছি । এক উপনিষদেই নানা বিদ্যাভেদের পরিচয় পাওয়া যায় : যেমন ছান্দোগ্যের পঞ্চাশি বিদ্যা, তৈত্তিরীয়ের বাকুলী বিদ্যা, বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যা ইত্যাদি ।

বিদ্যা নানা বৈচিত্র্যে বিভিন্ন হইলেও প্রাচীনরা ইহাকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন । এই ভাগদ্বয়ের নাম ছিল অপরা ও পরা ।

যে বিদ্যা বেদিতব্যো * * পরা চেতাপরা চ—মুক্তক, ১।১।৪।

অপরা বিদ্যা কি ?

তত্রাপরা অবেদো বজ্রকেন্দ্রঃ সামবেদোঃধর্মকেন্দ্রঃ শিখা কল্পো ব্যাকরণং নিকৃৎ ছন্দো জ্যোতিষমিতি ।—মুক্তক, ১।১।৫

"অথৈদ, বজ্রকেন্দ্র, সামবেদ, অর্থকেন্দ্রবেদ, শিখা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—ইহাদের নাম অপরা বিদ্যা ।" আর পরা বিদ্যা কি ?

অথ পরা বরা তদক্ষরমবিগম্যতে ।—মুক্তক, ১।১।৬

"আর বাহা বরা সেই অক্ষর বস্তুকে পাওয়া যায়, তাহার নাম পরা বিদ্যা ।"

এই অক্ষর বস্তুকে ঋষিরা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিতেন ।* সেইব্রহ্ম এই পরা বিদ্যার অপর একটি নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যা ।

* ভূমি অক্ষরঃ ব্রাহ্মণা অভিযদন্তি—বৃহ, ৩।৮।৮

এতদ্যং বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গামি পূর্বাচল্লক্ষসৌ বিবৃতো তিষ্ঠতঃ—বৃহ, ৩।৮।৯

তদেতচ্ অক্ষরঃ গামি অনুবীং হ্রষ্টে—বৃহ, ৩।৮।১১

যেনাকরং পুরুষং বেদ সত্যং।

প্রোবাচ ভাঃ তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাঃ। মুণ্ডক ১।২।১৩

“যদুারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা†
বখাযথ উপদেশ করিলেন।”

এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধারণ নাম উপনিষদ। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক
ভাষ্যের ভূমিকার লিখিয়াছেন—

সেয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ শব্দ বাচ্যা। অর্থাৎ উপনিষদুই ব্রহ্মবিজ্ঞা।
এই ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋষিরা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাশ্রুতিষ্ঠাম্ অথর্বায় জ্যোতপুত্রায় প্রাহ।—মুণ্ডক, ১।১।১১
‘সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা অথর্বাকে তাহারই উপদেশ
করিলেন।’

• এই ব্রহ্মবিদ্যা ঋষিদিগের বিশেষ প্রিয় বস্তু ছিল। তাঁহারা
বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা অপেক্ষাও টাহাকে মূল্যবান্ মনে করিতেন। সেই জন্য
‘ঋষিসংঘজুষ্ট’—ব্রহ্মবিদ্যার এই একটি সার্থক বিশেষণ।

প্রোবাচ সম্যক্ ঋষিসংঘজুষ্টম্।—শ্বেত ৩।২।১

আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন ভারতে এই ব্রহ্মবিদ্যা গোপনীর রহস্য
বলিয়া বিবেচিত হইত এবং অধিকারী ভিন্ন এই বিদ্যা বাহ্যকে
তাঁহাকে প্রদত্ত হইত না। কেবল যে প্রাচীন ভারতেই গুপ্ত-বিদ্যার
রহস্যোদ্ঘাটনের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা হইত, এমন নহে।
কি ইহুদী, কি গ্রীক, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, সকল ধর্মের
প্রবর্তক আচার্য্যগণই এই প্রশালীর অনুসরণ ও অনুমোদন

† ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক নাম Theosophy এখন সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহ
ঋষিদিগের সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যা। এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে লিখিত।

করিয়াছেন । সকলেই রহস্য-উপদেশ-কালে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন ।*

আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন ভারতে এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়-অবিচ্ছেদে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইত । ইহা গ্রাহ্যে লিখিত হইত না । গুরুর মুখ হইতে শিষ্যে বিতস্ত হইত । সেই জন্য ইহার নাম ছিল ‘শ্রুতি’ । প্রাচীনেরা গুরুমুখী বিদ্যার প্রভূত আদর করিতেন । তাঁহারা বলিতেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বোদ ।—হান্সোগ্য ৬/১৪১২

“বিনি আচার্য্যকে আশ্রয় করেন, তিনিই বথার্থ বিদ্যা লাভে সমর্থ হন ।”

আচার্য্যাক্ষেব বিজ্ঞা বিদিতা সাধিষ্টন্ আশরতি ।—হান্সোগ্য ৪/১১৩

“আচার্য্যের নিকট যে বিদ্যা অর্জন করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম ।”

কিন্তু গুরু বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে এ বিদ্যা দান করিতেন না ।

* শ্রীমতী আনি বেসাণ্টের “The Ancient wisdom” গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অন্তর্গত এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

“If we turn to the Buddha we find him with his Arhats, to whom his sacred teachings were given. * * The Hebrew had his “Schools of the Prophets” and his Kabbalah. * * The Christian teacher had his secret instructions for his disciples. * *. The Schools of Pythagoras and those of the Neo-Platonists kept up the tradition for Greece. * *, The Pythagorean had pledged disciples as well as an outer discipline, the inner circle passing through 3 degrees during 5 years of probation.”

এই রহস্য বিদ্যাকে গ্রীকেরা মিস্টারিস (Mysteries) নামে অভিহিত করিতেন ।

সাধারণ নিয়মই এই ছিল যে, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিতেন না । সাধনচতুষ্টয় কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, বটসম্পত্তি (শম, দম, তিত্তিক্কা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্শু । এই সকল চিত্ত-সম্পদ অর্জন করিতে পারিলে তবেই শিষ্য, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইত । ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহার উপদেশের অধিকারী হইবার জন্য আরও উচ্চ ও কঠোর সাধনার আবশ্যক হইত । কথিত আছে যে, যেতাষতর ঋষি শরম পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া “অত্যাশ্রমী” দিগকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন ।

তপঃ প্রত্যাবাদেব প্রসাদাত

• ব্রহ্ম হি যেতাষতরোঃ বিদ্বান্ ।

অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং

• প্রোবাচ সন্ন্যাসীসংযজুঃ ॥—যেতাষতর ৩।২১

এখানে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঋষিসংযজুঃ বলা হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, এ জ্ঞান ঋষি-সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ ছিল । যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বনপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের পরপারে গিয়াছেন, তাহারা ই “অত্যাশ্রমী” । তাহারা ই সর্বোচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী—অপরে নহে । কারণ,

যজ্ঞং দেবে পরাভক্তিঃ যদা দেবে তদা গুরৌ ।

ভক্তভাঃ কথিতা হুর্থাঃ প্রকাশন্তে মহান্ননঃ ॥—যেতাষতর, ৩।২৩

“যিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি অর্জন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের জ্ঞায় গুরুতে পরম ভক্তিমান, সেই মনীষী ব্যক্তিই এই উচ্চতম সমূহের উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ।”

তবে কি ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অপরের উপদেশ সাপেক্ষ সন্দোহিত ছিল ? এ সম্বন্ধে কি কাহারও প্রত্যক্ষ বোধ হইত না ? তাহা নহে ।

ঋষিরা তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন। ঋষি নামের সার্থকতা ভাড়াই। ঋষি অর্থে দ্রষ্টা; যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ষ্টাহার জ্ঞান পরোক্ষ মাত্র নহে, অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) হইরাছে, তিনিই ঋষি। ব্রহ্মবিদ্যায় যে সকল অতীন্দ্রিয় হস্ত বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টির গোচর নহে। সে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হস্ত দৃষ্টির উন্মেষ আবশ্যিক। যোগের সাহায্যে এই হস্ত দৃষ্টির উন্মেষ হয়। ঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ; তাহার কলে তাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন। বিশ্ব রহস্তের সমস্ত আবরণ তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে উন্মুক্ত হইত। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট কোন কিছুই লুকায়িত থাকিত না। সেই জন্য ঋষিবাক্যকে আশ্রয়বাক্য বলিত। আশ্র অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ। তিনি দিব্যদৃষ্টি বলে যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের হিতার্থে প্রচারিত করিতেন, তাহা অদ্রাস্ত হইবার নিশ্চিত কি? এইরূপ দেখা যায় যে, যেতাম্রতর ঋষি উপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান প্রাচীন ঋষি সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব সৰ্ব্বদা কথিত আছে যে তিনি বোধি-ক্রম তলে নির্মাণ লাভ করিয়া আৰ্য্যসত্য সমুদার প্রত্যক্ষ করেন।

তত্ত্ব-আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক, সাধারণতঃ যে প্রণালীর অনুসরণ করেন, ব্রহ্মবিদ্যা-সাক্ষাৎকারের প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎ-ব্যাপারের আলোচনার প্রবৃত্তি হন। ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ। সেইজন্য তিনি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অতিদূরবর্তী বস্তু তাঁহার নিকটস্থ হয়; অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি-সূক্ষ্ম বস্তুও বুহৎ দেখায়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতা দেখা যায়।

সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়-শক্তির বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে কত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু জগতে এমন কুদ্রাতিকুদ্র পদার্থ আছে যে অণুবীক্ষণ দশসহস্র গুণ প্রেথর করিতে পারিলেও মানব-নয়ন কখনও তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। সৃষ্টি এতই অসীম ও বহুবিস্তৃত যে শতসহস্র দূরবীক্ষণ সংযুক্ত করিলেও অতি দূরবর্তী বস্তু কোন মতেই ইন্দ্রিয়গোচর হইবে না। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিদ্যা ইহাট মধ্যাত্তিক ভেদ। বৈজ্ঞানিকের সম্বল বুদ্ধি মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বুদ্ধিলভ্য নহে, বোধিলভ্য—Intellect-গ্রাহ্য নহে, Intuition-গ্রাহ্য। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে জিজ্ঞাসুকে ধ্যান যোগ অবলম্বন করিয়া স্বল্প ইন্দ্রিয় সমূহকে বিকশিত করিতে হইত। বাহ্য বিষয় বাহিরে রাখিয়া, মনের গতি অন্তর্মুখী করিয়া, চিন্তের বিক্লিপ স্থিতিকে একাগ্র করিতে হইত। এইরূপে ধ্যান-যোগ যতই আরম্ভ করা যায়, তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে থাকে। অনেক স্থলে গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রদানের পূর্বে তাহার চিত্তকে তত্ত্ববীক্ষণ-রূপণের উপযোগী করিয়া লইতেন। পরে তাহার অধিকার বুঝিয়া তদনুসারে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাও দেখা যায় যে, এইরূপ শুদ্ধচিত্ত অধিকারী শিষ্যকে যদি গুরু কখনও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতে বিলম্ব করিতেন, তবে সে বিদ্যা অন্য উপায়ে তাহার অধিগত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, সত্যাকাশ আবাল বহুদিন গুরু স্তুত্বা করিলেও গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন নাই। তাহাতে রাহু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার শরীরী হইয়া আবালাকে যথোচিত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন।

আর অনেক স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, গুরু শিষ্যকে মৌখিক উপদেশ না দিয়া, শিষ্য বাহ্যতে তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তখন আত্মসাৎ

করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতেন । এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা পর-
প্রত্যয়সিদ্ধ না হইয়া নিজের অববোধ-জনিত হয় । সেইজন্য গুরুশিষ্যসম্বন্ধে
প্রাচীনেরা বলিতেন

গুরোন্তু যোনঃ বাখ্যানম্,

শিষ্যস্ত হিরসংশয়াঃ ॥

‘গুরু মোখিক যদিও কিছু উপদেশ দেন না ; কিন্তু, শিষ্যদিগের
সংশয় তিরোহিত হয়।’ এইরূপ আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে
দেখিতে পাই যে ভৃগু তত্ত্বজ্ঞানী পিতা বরুণের সমীপস্থ হইয়া
তাঁহাকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিলে “অধীহি মে ভগবন্ ব্রহ্মেতি,”
বরুণ তাঁহার প্রশ্নের সাক্ষাৎ কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই এই
বিষয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা (ধ্যান) করিতে বলিলেন । ভৃগুও তাঁহার
উপদেশ মত তৎসম্বন্ধে ধ্যান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন
যে “অন্নই ব্রহ্ম” । বরুণ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায়
ধ্যান করিতে বলিলেন ; ধ্যানান্তর ভৃগু বুঝিতে পারিলেন যে “প্রাণই
ব্রহ্ম” । বরুণ তাঁহাকে পুনরপি ধ্যান করিতে বলিলেন । এইরূপ
ধ্যান করিতে করিতে ভৃগুর হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হইল ।
তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম “সচ্চিদানন্দ” ।

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা চিৎ, জড় ও ব্রহ্ম—জীব জগৎ ও জীবর—
সম্বন্ধীয় অদৃষ্ট সত্যের উপদেশ করেন । ব্রহ্মের স্বরূপ ও বিভাব,
অস্তিত্ব ও প্রকাশ, শক্তি ও অভিব্যক্তি—জগতের সৃষ্টি, বিত্তি ও
লব, প্রকৃতির বিকার ও পরিণতি—জীবের উন্নতি ও অবনতি, লক্ষ্য ও
পার্শ্ব, বিকাশ ও বিস্ময়, বন্ধ ও মোক্ষ এবং চিৎ ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ,
আর জীবনের সহিত জগতের ও জীবের সম্পর্ক—ইত্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যা
অসামান্য কাল হইতে প্রবর্তিত তত্ত্বজ্ঞানরাশি মানবের গোচর করেন ।

এ সকল তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় ; সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির বিষয় নহে । অথচ, মনুষ্য জীবনের শুভাশুভ এ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে । দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না ? দেহান্তে তাহার গতি কি হয় ? সে যেখানে গমন করে, তথা হইতে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে কি না ? মানুষ স্বকৃত স্কৃত ও দুষ্কৃতের জন্ত দায়ী কি না ? মানব জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য কি ? এই সকল প্রশ্নের সচ্ছত্তরের উপর জীবের আচরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । অথচ, জীব নিজের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির সাহায্যে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ । এইরূপ, ভগবান্ আছেন কি না ? তিনি কি ছায়াপর ও করুণাময় ? অথবা জীবের সম্বন্ধে কঠোর বা উদাসীন ? তিনি কি সত্ত্ব গুণ না নিগুণ, সাকার না নিরাকার, মূর্ত না অমূর্ত, বিখ্যাতিগ্ণ না বিখ্যাতগ্ণ ? জগৎ কি সত্য না মিথ্যা, বাস্তব না ভ্রম, পরিণাম না বিবর্ত, অনাদি না সাদৃশ্য, নিত্য না অনিত্য, সান্ত্ব না অনন্ত ? এই সকল দর্শন বিজ্ঞানের চরম প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্ত জীবের চিত্ত ও বুদ্ধি ব্যাকুল হয় । অথচ তাহার উৎকণ্ঠা নিবারণের কোন লৌকিক উপায় নাই । সেই জন্যই মনুষ্য সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা ও প্রচারের প্রয়োজন হয় । ঋষিরা এই সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবের হিতার্থে প্রচার করিয়াছেন । উপনিষৎ এই সমস্ত তত্ত্ব রাশির সমবার-ভূমি । মনুষ্যের বুদ্ধি যতই প্রসারিত হইবে, মনুষ্যের ভাব যতই মার্জিত হইবে, মনুষ্যের চিত্ত যতই বিকশিত হইবে, ততই উপনিষৎ-তত্ত্ব তাহার নিকট স্পষ্টতর হইবে ।

স্বীকার্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত তিনি যুগে যুগে অবতার প্রেরণ করেন । যুগের প্রয়োজনের ভেদ-অনুসারে অবতারের ভিন্নতা । কিন্তু তাহা হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি এক বই বহু বহেন ।

যিনি প্রলয়-পর্যায়-জলে মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হন, যিনি কঠোর কূর্ম পৃষ্ঠে বিপুল ক্ষিত্তির ভার বহন করেন, যিনি অর্জুপুত্র ও অর্জুনরাকার হইয়া তীক্ষ্ণ দর্শনাঘাতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন, তিনিই জগতে কৃত্রিম নরপতির আদর্শ প্রচারের জন্ত এবং 'সাধুদের পরিজ্ঞাপ, দ্রুত দমন' করিয়া ধরার ভার হরণের জন্ত রাম ও কৃষ্ণ রূপে আবিভূত হন । অতএব দেখা যায় যে অবতার অনেক হইলেও, যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি একই ;—কেবল দেশভেদে ও কালভেদে এবং যুগের প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন মাত্র । অতএব অবতার কোন জাতি বিশেষের বা দেশ বা সাম্রাজ্য বিশেষের নিজস্ব নহেন ; তিনি সার্বভৌমিক, সার্বকালিক এবং সার্বজাতিক ।

অবতার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায় । ব্রহ্মবিদ্যাও কোন দেশ বিশেষের নিজস্ব নহে । ইহাও সার্বভৌমিক, সার্বকালিক ও সার্বজাতিক । জগতে কালে কালে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না । কারণ, দেখা যায় যে, কি ভাষাংশে, কি সাধনাংশে, কি দর্শনাংশে, সেই সেই ধর্ম্মাত্মমোদিত তত্ত্ব সমূহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে *

* It is admitted on all hands that a survey of the great religions of the world shews that they hold in common many religious, ethical and philosophical ideas. * * The fact is universally granted.—Ancient Wisdom p. 2.

এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে । তবে এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে *কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি । সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার বর্তমান ব্যবস্থার কিংসকি সম্বন্ধেও কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছি।

ব্রহ্ম জড় ও জীব সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যে সকল অপূৰ্ণ তত্ত্ব-রত্ন উপনিষদের ঋনিতে নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সাধামত এই গ্রন্থে আলোচনা করিব। ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও সিদ্ধিতত্ত্ব—এ সমস্ত প্রসঙ্গেরই উপনিষদে আলোচনা আছে। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য প্রতিপাদ্য। অতএব এ গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই আলোচিত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

অনেকের ধারণা আছে যে ঈশ্বরেরও উপরে এক অজ্ঞেয়, অবাচ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ পরব্রহ্মের উপদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষত্ব। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। প্রাচীন চীন, মিসর, জুড়িয়া, পারস্য, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশের এবং সকল যুগের তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণই ঋষিসংবজ্জুষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার অনুযায়ী হইয়া, এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন।*

* এ সম্বন্ধে Ancient Wisdom গ্রন্থে শ্রীমতী Annie Besant যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

চীন দেশের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ “তাওতে চিং” গ্রন্থে সত্ত্ব ব্রহ্ম ও নিস্তব্ধ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় :—

The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. Having no name, it is the Originator of heaven and earth. Having a name it is the Mother of all things. * * * * Under these two aspects, it is really the same. * * The Tao produced one; one produced two; two produced three; three produced all things. All things have behind them the Obscurity.

. চৈনিক আচার্য্য চোয়াঙ্জি সেই পরব্রহ্মকে “তু” বলিয়া এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন :—

It has Its root and ground in Itself, From it came the

এইরূপ কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে কবিতা এদেশে যে
 ক্রিয়াক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের নিকর । অস্তান্ত ধর্মের

mysterious existence of spirits ; from It the mysterious existence
 of God.

ইহুদীদিগের ধর্ম রহস্য “ক্যাবালা” গ্রন্থে পরব্রহ্ম লব্ধকে এইরূপ আভাস পাওয়া
 যায় :—

The Ancient of the ancients, the Unknown of the unknown, has
 a form, yet also has not any form. It has a form through which
 the universe is maintained. It also has not any form, as It cannot
 be comprehended. * * It is the Ancient of the ancients, the
 Mystery of the mysteries, the Unknown of the unknown. * * But
 under that form by which It makes Itself known, it, however, still
 remains the unknown.

প্রাচীন বিশ্রবাসীরা “আমুন রা”র উদ্দেশে যে স্তোত্রের আবৃত্তি করিতেন,
 তাহাতেও পরব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায় :—

“Peace to all emanations from the unconscious Father of the
 conscious Fathers of the gods. Thou begetest us, O Thou unknown
 and we greet thee.” এই Unconscious father, এই Unknown, আমাদের
 বিস্তারিত বই আর কি ?

পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ “জেন্দ অবস্তার” দেখা যায় যে তাহাদের মতেও
 “অহুর মসদের” পুস্তকে এই পরব্রহ্মের ইঙ্গিত রহিয়াছে :—

Supreme in omniscience and goodness and unrivalled in
 splendour ; the region of light is the place of Ahurmezd.

প্রাচীন গ্রীকেরা নানরূপবিহীন পরব্রহ্মকে “The ineffable thrice unknown
 darkness” এই নামে অভিহিত করিতেন :—

আলোচনা করিলে এ শ্রান্ত ব্যাখ্যা ভিরোহিত হয় । এ সম্বন্ধে "ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ" নামক গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।* তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে ত্রিসূত্রিবাদ যে সকল প্রাচীন ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি সে বিষয়ে আর সংশয় থাকিবে না ।

According to the theology of Orpheus, all things originate from an immense principle, to which through the imbecility and poverty of human conception we give a name, though it is perfectly ineffable, and in the reverential language of the Egyptians is a *thrice unknown Darkness* in contemplation of which all knowledge is refunded into ignorance. (Thomas Taylor, quoted in Orpheus page 93).

* In *Hinduism* we have the Trinity under the names of Sat, Ananda and Chit or Siva, Vishnu, Brahma ; Siva the source of all existence ; Vishnu the preserver of all that is : Brahma the creator who brought the worlds into manifested existence. In *Zoroastrianism*, we have Ahuramazda, the great one, the one manifested god, the first ; then the twins, Spentos-Mainyush and Angro-Mainyush, as the second aspect is called, Life and Form, Spirit and Matter, the two great opposites in the world ; and the third, Arnaviti, Universal Wisdom. In *Egypt* we again find the Trinity. Ra the Supreme god, then Orisis double again in his character and joined with Isis and then Horus, the god of Wisdom. In *Buddhism*, we have, Amitabha, the first, the boundless Light, then the one who is ever the source of incarnations, He who "looks down from on high."

এইরূপ অস্ত্রান্ত তব্ব সম্বন্ধেও বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে একূপ সাদৃশ্য ও ঐক্য থাকি বিচিত্র নহে। কারণ, একই ব্রহ্মবিদ্যা দেশ, কাল ও যুগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। যখন সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের ধর্ম্মশাস্ত্রের সমন্বয় করিলে চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহাদের উপদেশের ঐকমত্য দেখা যাইতেছে, তখন তাহারা যে সেই অনাদিনিধন ব্রহ্মবিদ্যারই রূপভেদ মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?*

আমরা দেখিয়াছি যে, ঋষিরাই প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন। অস্ত্রান্ত দেশেও যে এই বিদ্যার সময়ে সময়ে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার আমরা প্রমাণ পাইলাম। এখন প্রশ্ন

Avalokitesvara and then the Universal Mind or Wisdom, Manjuari, the Creator. In the inner writings of the *Jews*, we read of the Trinity, how there was first the Ancient, "the Ancient of days," represented as the crown, then from that the voice, from that Wisdom. In *Christianity* we see once more the proclamation in the outer faith of the Trinity. The First, the Supreme Father, the source and the end of life; then from Him the Son, dual in His nature, and then the Holy spirit, the spirit of Wisdom.—'The Relation of Man to God' by A. Schwarz, pages 5-6.

* When we find that these (sacred) books contain teachings about God, man and the universe identical in substance under much variety of outer appearance, it does not seem unreasonable to refer them to a central primary body of doctrine. To that body we give the name of the Divine Wisdom.—Ancient Wisdom, page 5

হইতেছে যে অপর দেশে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইল কিরূপে ? সহজেই বুঝা যায় যে ধাঁহারা এই বিদ্যার ধারক, পালক ও রক্ষক, সেই ধ্বি-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কে এই বিদ্যার প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারেন । কীলতঃও দেখা যায় যে সিদ্ধমহাপুরুষগণই যুগে যুগে দেহ গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে অথর্কা, বশিষ্ঠ, বামদেব, পতঞ্জলি, কন্বসিয়াস্, প্লেটো, মহম্মদ, মোজেস, সেন্টপল, হারমিস্ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে । কখনও বা ঈশ্বর স্বয়ং অবতার গ্রহণ করিয়া রাম বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ বা খৃষ্টরূপে, কিম্বা কোনও মহাত্মাতে আবিষ্ট হইয়া, ব্যাসদেব বা পিথাগোরাস্ বা জোরোরে-ষ্টার বা শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন ।†

এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয় । মিসর, জুডিয়া, গ্রীস্ এবং ইউরোপের ধর্ম-ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যদিও জীবের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী ধর্মের স্থূল কথা সাধারণের অগোচর ছিল না, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্বের উপদেশ সম্বন্ধে পূর্বকথিত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ভেদ বরাবরই রক্ষিত হইত । বস্তুতঃ সেই সেই দেশে বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রচারিত ধর্ম এবং অন্তরঙ্গ লোকের নিকট প্রকাশিত ধর্ম-রহস্যের

† "The founders of the great religions are members of the one brotherhood (of great spiritual Teachers) and were aided in their mission by many other members, lower in degree than themselves, initiates and disciples of various grades, eminent in spiritual insight, in philosophic knowledge and in purity of ethical wisdom."—Ancient Wisdom, page 4.

(mysteries) মধ্যে আকাশ পাতালের প্রভেদ লক্ষিত হইত। এমন কি, পৃথিবী যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, মানব যে জন্মান্তর গ্রহণ করে, মানুষ যে স্বর্গত মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, এ সকল তত্ত্ব সাধারণে প্রচারিত ছিল না। এদেশে কিন্তু দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই, ব্রহ্মবিদ্যার কিরদংশ (কর্মবান্ধ, জন্মান্তর, দেবত্ব প্রভৃতি) জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়াছিল। অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ়াংশ (জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি) রহস্য বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত; এবং গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ আচরণ করিয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া অধিকারী না হইলে তাহাকে সে রহস্য নিবেদন করা হইত না। কিন্তু দেখা যায় যে যখন দ্বাপরের শেষে ভগবান্ ত্রীকুঞ্চ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ব্যাসদেব সাধারণের জন্ম পুরাণ শাস্ত্র সংকলন ও প্রচার করিয়া সেই ক্ষুদ্রবিদ্যার অধিকাংশ সকলের আয়ত্ত ও গোচর করিয়া দেন। সে প্রায় আজ ৫০০০ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে সাধনার গুহ্য রহস্য ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যার প্রায় অপর সকল অংশই ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের বিদিত হইয়াছে। পুরাণে লক্ষ লক্ষ বর্ণেরই সমান অধিকার; এবং যদিও বেদে বহুদিন পর্য্যন্ত জ্ঞী ও শূদ্রদিগকে বিজ্ঞতির সহিত তুল্য অধিকারে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল, তথাপি পুরাণে বেদের সারাংশ সন্নিবিষ্ট হওয়ার, সে বাধাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। ইউরোপে কিন্তু দেখা যায় যে, সত্যার্থ ও লৌকিক ধর্মের সংযোগ তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাধারণ লোক ব্রহ্মবিদ্যার আলোকের সাক্ষাৎ না পাইয়া অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহারা জীব জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণার পোষণ করিত। এমন কি, তাহারা অনন্ত স্বর্গ নরক, অনাদি পাপ, অর্হেতুকী মুক্তি প্রভৃতি অশ্রদ্ধের কথাও আস্থা স্থাপন করিত।

আর বাঁহারা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান, বাঁহারা দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা এই লৌকিক ধর্ম বিখ্যাস হারাওয়া ধর্ম মাজেরই শত্রু হইয়াছিলেন। এইরূপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সখ্য ও সৌহার্দ্য বিরাজিত না থাকিয়া, কলহ ও সংগ্রাম বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে দেখা যায় যে, রোমার বেকন, কোপারনিকাস, ক্রোণা, গেলিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবরণ ধর্মের রক্তক ধর্মবাজকদিগের হস্তে অশেষরূপে লাঞ্চিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট ধর্ম পরিহাসের বস্তু এবং হুণার সামগ্রী ছিল। এবং ধর্মবাজকের নিকট বিজ্ঞান নাস্তিক্যের বিজ্ঞ্তণ এবং সয়তানের প্রলোভন বলিয়া বিবেচিত হইত।

অথচ নানাকারেণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকতা ও নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়-সুখবাদ, স্বার্থপরতা ও নির্মমতা প্রচার লাভ করিতেছিল। ধর্মের এই মানি নিবারণের জন্ত এবং জগতে আধ্যাত্মিক আর্ষা সত্যের পুনঃ প্রচারের জন্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে আবার অবতারণা করিতে হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্ম পরিগ্রহ করলেন। তাহার নামকরণ হইল—থিয়সফি (Theosophy)। 'থিয়সফি' ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক অর্থবাদ—Theos = ব্রহ্ম ; Sophia = বিদ্যা। এবং তিনি যুগের উপযোগী: পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে শরীর আবৃত্ত করিয়া জগতের সমুখে প্রকাশিত হইলেন। বাহ্যিক কেবল বাহিরের আকার দেখিল তাহারা ইহাকে নূতন পরিচ্ছদে আবৃত্ত

দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তাহার বলিতে লাগিল 'ইনি কে ? ইহাকে ত' আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই। ইনি যদি আমাদের 'নিজজন, তবে ইহার এ বেশ কেন ?' কিন্তু যাহারা প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবনক্ষেত্রে ইহার কাব্য-পরিবীতা লাভগাম্ভীতা সৌম্য শান্ত শুভ্র মূর্তি বাসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যে ইনিই সেই পুরাতন ঋষিকুমারী, ভারতবাসীর চির-প্রতিভা চিরন্তনী ব্রহ্মবিদ্যা। ভারতবাসী যখন শুনিগে, তাহার প্রাচীন সিদ্ধ মহর্ষিগণই ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ইহাকে আর কব্যর পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহাদের এ কথার ভাঙা স্থাপন করিতে দিখা হইল না। কারণ তাহারা চিরদিনের সাধারণ জ্ঞানিত যে, ব্রহ্মবিদ্যা পুরাতন ঋষি সম্প্রদায়ের পালিত। তাই তাহারা মনে করিল যে, যাহারা যুগে যুগে, দেশে দেশে, কালে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই যুগ-প্রয়োজনে নূতন ভাবে, নূতন আকারে, নূতন পন্থায় সেই বিদ্যার পুনঃপ্রচার করিতেছেন।

থিয়সফি (Theosophy) কোন নূতন ধর্মমত নহে। ইহা সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যার নূতন আকৃতি মাত্র। সকল ধর্মই যখন সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন থিয়সফি কোন ধর্মেরই বিরোধী হইতে পারে না। ফলতঃ দেখা যায় যে, যে দেশেই থিয়সফি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই ইহার সংসর্গে সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম নবজীবন লাভ করে। থিয়সফির সংস্রবে আসিলে খৃষ্টান খৃষ্টধর্মে অধিকতর আস্থাবান হয়, পার্সী জোরোয়াষ্টারের ধর্মের মর্মগ্রহণ করিতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে এবং হিন্দু হিন্দুধর্মের মহিমা সম্যক্ জ্ঞানময় করিতে সমর্থ হয়। তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা

বা থিয়সফি সকল ধর্মের সারসরী (synthesis) * । সেই জন্ত সকল ধর্মেরই রহস্যার্থ থিয়সফির সাহায্যে নবালোকে আলোকিত দেখা যায় । হিন্দুশাস্ত্রে যত নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য নিবদ্ধ আছে, সেগুলি বোধ হয় আর কোনও ধর্মে নাই । সেই জন্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের ধর্মোদ্ঘাটন করিবার পক্ষে থিয়সফি যে কতদূর সহায়তা করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অগ্নিরে অনুভব করিতে পারিবেন না । যাহারা প্রচলিত ভাষা ও লিখার সাহায্যে এবং তথাকথিত আচার্য্যের উপদেশে ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের নিগূঢ় তত্ত্ব আরম্ভ করিবার বিপুল আয়াস ও বিকল সময়ক্ষেপের মর্শ্মশীড়া অনুভব করিয়া, পরে শুভাদৃষ্টবশে থিয়সফির অরুণ রাগে আপনাদের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত দেখিয়াছেন, তাহারাই এ কথা'র সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন ।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদিও কোনও প্রচলিত ধর্ম সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি নহে, তথাপি হিন্দুধর্মে ব্রহ্মবিদ্যা যতটা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত আছে, একরূপ আর কোন ধর্মেই নাই । অন্যান্য ধর্ম ব্রহ্মবিদ্যার ঐকদেশিক সংগ্রহ, কিন্তু হিন্দুধর্ম উহার প্রায় সম্পূর্ণ

* এই কথা বুঝাইবার দৃষ্ট বলা হয় যে "Theosophy is the pure Mathematics of Religion ।" আরও বলা হয় যে "Theosophy is the master-key of all Religions ।" ইহার মর্ম এই যে, যেমন অমিশ্র গণিতের সাহায্যে বাতিরেকে মিশ্র গণিত শাস্ত্র সার্থক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আলোক ভিন্ন কোন ধর্মেরই অঙ্গকার হয় না । আবার যেমন কয়েকটি তালার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাবি থাকে, একটীর চাবিতে আর একটি তালা খোলা যায় না ; কিন্তু যিনি সকল তালার মালিক তাহার নিকট এমন একটি শ্রেষ্ঠ চাবি থাকে, যাহারা সাহায্যে সকল তালাই খুলিতে পারা যায় ; ব্রহ্মবিদ্যাও সেইরূপ । ইহার সাহায্যে প্রত্যেক ধর্মেরই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় ।

আদর্শ। এই জন্য দেখা যায় যে অনেক স্থলে থিয়সফি যে সকল তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিতেছেন, তাহা ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে ঐ সকল তত্ত্ব-কথা যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যের আবিষ্কার করিবার প্রণালী এ দেশ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে সঙ্কেতে রহস্য-গৃহের দৃঢ়বন্ধ কপাট উন্মুক্ত হইবে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। থিয়সফির সাহায্যে সেই সঙ্কেতের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। সেই অজ্ঞাই বর্তমান যুগে থিয়সফির উপযোগিতা ও প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে, থিয়সফি, দর্শন ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত, সর্বজনবিদিত, চরম সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম-মন্দির স্থাপিত করেন। সেই অজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্যার বোধিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মিলিত সমগ্রস্বরূপ হয়; এবং আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান, বস্তুতঃ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উচ্চস্তরে বিকাশ ও পারণতি মাত্র। থিয়সফির এই বিশেষত্বকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাডাম ব্লাভাটস্‌কি (Madame Blavatsky) বলিয়াছিলেন যে, থিয়সফি দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সার সমন্বয় :—“the Synthesis of Religion, Philosophy and Science”। এ কথাটি অতিশয় সত্য। এই এক কথার তিনি ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা স্বরণ রাখিলে থিয়সফি যে ব্রহ্মবিদ্যার যুগাবতার, ভবিষ্যৎ সন্দেহ থাকে না।

উপনিষদ।



ব্রহ্মতত্ত্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

দ্বি-বিধ ব্রহ্ম ।

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আৰ্য্য ঋষিরা ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspects) পরিচয় দিয়াছেন। একটি নির্বিশেষ ভাব, অপরটি স বিশেষ ভাব। এই দুই বিভাবের ভেদ নির্দেশ করিবার জন্য, নির্বিশেষ ভাবকে তাঁহারা কোথাও পরব্রহ্ম, কোথাও অশব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন, এবং স বিশেষ ভাবকে কোথাও অপরব্রহ্ম, কোথাও শব্দব্রহ্ম * বলিয়াছেন।

এতদ্ বৈ সত্যাকার ! পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম ।—ঐশ ৫।২

‘হে সত্যাকার ! এই ব্রহ্ম পর ও অপর ।’

যে পরব্রহ্মই অভিধোয়ে, শব্দঞ্চ অশব্দঞ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ বৎ—মৈত্রী ৬।২২

‘দ্বিবিধ পরব্রহ্ম ধ্যান করা উচিত—শব্দ ও অশব্দ, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ।’

যে বাব ব্রহ্মণো রূপে যুক্তং চৈবানুষ্ঠ্য চ, সৰ্ব্বকামতক, হিতং চ বৎ, সৎ জ্ঞাত্য । †

—বৃহ ২।৩।১

* শব্দ ব্রহ্ম = Logos.

† Formed and formless, mortal and immortal, abiding and fleeting, the Being and the Beyond.

‘ব্রহ্ম দ্বিবিধ—মূৰ্ত্ত ও অমূৰ্ত্ত, মৰ্ত্তা ও অমৰ্ত্ত, স্থিয় ও অস্থিয়, সৎ ও ত্যৎ’।

• যে বাব বস্তুতে ব্রহ্মজ্যোতিষো রূপকে—মৈত্রায়ণী ৬।৩৩

‘ব্রহ্ম জ্যোতির দ্বিবিধ রূপ’। একরূপ পরব্রহ্ম, অন্যরূপ অপর ব্রহ্ম ; এক-
তাব নির্কিংশেব ভাব, অন্যতাব সবিশেষভাব ।

ব্রহ্মের যে নির্কিংশেব ভাব তাহার অর্থ কি ? সেই ভাব, যে ভাবের
কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না ; কোন চিত্তেরই পরিচয়
দেওয়া যায় না, যদ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় ; কোন গুণেরই
উল্লেখ করা যায় না, যদ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায় । সেইজন্য
এই নির্কিংশেব ভাবকে নিগুণ, নিরূপাধি, নির্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া
হয় । ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সে ভাবকে
লক্ষণে লক্ষিত, চিত্তে চিহ্নিত, বিশেষণে বিশেষিত করা যায় । সেইজন্য
এই ভাবকে সত্ত্ব, সোপাধি, সবিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয় ।

উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, এই নির্কিংশেব ও সবিশেষ
ভাব প্রতিপাদন করিবার জন্য উপনিষদ দুই প্রকার বাক্যের অবতারণা
করিয়াছেন—এক নির্কিংশেব-লিঙ্গ এবং অপর সবিশেষ-লিঙ্গ । শ্রীশঙ্করা-
চার্য এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ।—

“মহি উভয়লিঙ্গাঃ প্রত্যয়ো ব্রহ্মবিবচনাঃ । সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামাঃ সৰ্বগতাঃ সৰ্বরস ইত্যোষ-
মাণ্যো সবিশেষলিঙ্গাঃ ; অস্থূল মনসু অস্থূল অদীৰ্ঘ ইত্যোষমাণাশ্চ নির্কিংশেবলিঙ্গাঃ ।”
অর্থাৎ ‘ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকারের ক্রতি দৃষ্ট হয় । এক সবিশেষ-লিঙ্গ
ক্রতি ; যেমন ‘তিনি সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকাম সৰ্বগত সৰ্বরস’, ইত্যাদি । অন্য
নির্কিংশেব-লিঙ্গ ক্রতি ; যেমন ‘তিনি স্থূলও নহেন, হৃদয়ও নহেন, ক্রিয়ও
নহেন, দীৰ্ঘও নহেন’ ইত্যাদি ।’

আরও দেখা যায় যে, ক্রতি এই সবিশেষ ও নির্কিংশেব ভাবকে পৃথক
করিবার জন্য অনেক স্থলে একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ।

অর্থাৎ নির্বিশেষ ভাবের নির্দেশ স্থলে ক্রীবলিঙ্গ এবং সর্বিশেষ ভাবের নির্দেশ স্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন ‘অশরুদ্য অশ্পদম্ অরুদম্ অব্যদম্’—ইহার দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ; সেই জন্ত এ স্থলে ক্রীবলিঙ্গের প্রয়োগ। এবং ‘সর্বকর্মী সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’ ইহার দ্বারা সর্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ; সেই জন্ত এস্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। সেইজন্ত পরব্রহ্মের নাম ‘তৎ’—‘সঃ’ নহে।

বলা বাহুল্য যে, পর ও অপর ব্রহ্ম একই বস্তু—নিগুণ ও সগুণে, নির্বিশেষে ও সর্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই; সেই জন্ত দেখা যায় যে, উপনিষদ্ কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

যথা, ‘যৎ তদ অশ্রুদ্যম্ অগ্রাদ্যম্ অগোদ্যম্ অবর্ণম্ অচকুঃ প্রোদ্যম্ তহ অপাপিগাম্’ (এ অবধি নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ, অতএব ক্রীবলিঙ্গের প্রয়োগ)। ‘নিতাঃ, বিতুঃ সর্বগতঃ স্রুতঃ তহ অব্যদঃ বহুতযোনিঃ পরিপত্তস্তি ধীরাঃ’। (ইহা সর্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ, সেই জন্ত পুংলিঙ্গের প্রয়োগ)।—মুণ্ডক, ১।১।৩ ॥ স পর্যাগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অত্রম্ অনাবিরং শুক্লমপাপবিন্দম্ (ইহা নির্বিশেষ লক্ষণ, সেই জন্ত ক্রীবলিঙ্গ)। কবির্মনীষী পরিতুঃ স্বরতুঃ যাতাতধ্যাতোহর্থান্ স্বাদধ্যাতঃ শাষতীভ্যঃ সনাতাঃ। (ইহা সর্বিশেষ লক্ষণ, সেই জন্ত পুংলিঙ্গ) ॥—ঈশ, ৮ ॥

একই মন্ত্রে সগুণ ও নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া উপনিষদ্ এই উপদেশ দিলেন যে, সর্বিশেষ ও নির্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নিগুণ বস্তুতঃ একই বস্তু। * কারণ,

* এই মর্মে, চীনমাত্তির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ‘তাওতেচি’ বলিতেছেন :—

Having no name It is the originator of Heaven and Earth.
Having a name It is the mother of all things. Under those two aspects it is really the same.—Quoted in Ancient Wisdom, p. 10.

আমরা দেখিব যে নিৰ্বিশেষ পরব্রহ্মই মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সৰ্বিশেষ বা সগুণ হন। তখন তাঁহাকে বলা হয় মহেশ্বর । *

এই নিৰ্বিশেষ ও সৰ্বিশেষ ব্রহ্ম লইয়া আচার্যাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য নিৰ্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত খাপন করিয়া এইরূপে সৰ্বিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—

অতশাস্ত্রতরলিকপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষবহিতং নিৰ্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্ । সৰ্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনপরেণ বাক্যে অশব্দসম্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিহু অপ্যন্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিষ্টতে ।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩২/১১

‘অতএব উভয়লিঙ্গ নির্দেশ থাকিলেও সমস্তবিশেষবহিত, নিৰ্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত (সৰ্বিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ, উপনিষদ্বাক্যে যৈখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অলঙ্গ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি), সেখানেই ব্রহ্ম যে সমস্তবিশেষবহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।’

অতঃপক্ষে, রামানুজাচার্য্য এই মতকে পূৰ্ব্বপক্ষরূপে নিৰ্ব্বাক্য করিয়া আপন মত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রুতিযুক্তি সৰ্ব্বত্র সগুণ ব্রহ্মেরই (যিনি সমস্তদোষবহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বতঃ সৰ্ব্বত্র শ্রুতিযুক্তিঃ পরঃ ব্রহ্মোত্তরলিঙ্গম উত্তরলক্ষণযতিধীরতে নিরন্তরনিখিল-দোষকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ ।—শ্রীভাষ্য ৩২/১১

সহু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাदिभिर्নিৰ্বিশেষত্বকটনৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অতঃ সৰ্বব্রহ্মসত্যকামত্বাদিকং নেতি-নেতীত্যাदिभिः প্রতিविधायमानत्वेन विधातृ-वित्तावगन्तव्यं, तत्र कथं कल्याणगुणैकानिरन्तरनिखिलदोषस्वरूपोत्तरलक्षणं ब्रह्म इति तत्राह ।—श्रीभाष्य ३२/१४ ও ১৭

‘কেহ কেহ বলেন যে, “ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে “নেতি মেতি” এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারা তিনি “সর্বস্ব, সত্যসঙ্কল্প, কল্যাণকারণ, অন্তর্যামী, সত্যাকার” ইত্যাদির নিবেদন করিয়া সঙ্গুলভাব যে অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে; তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্তদোষরহিত—তাহার এই উভয়লিঙ্গ স্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে ?” রামানুজাচার্য্য এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রুতিস্বৃতি সর্বত্র উভয়লিঙ্গরূপে (তিনি সমস্তদোষরহিত এবং কল্যাণগুণের আকর, এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত হইয়াছেন ।’

অতএব দেখা যাউতেছে, শব্দের মতে নিগূর্ণ ব্রহ্মই সত্য,—সঙ্গুল নহেন এবং রামানুজের মতে সঙ্গুল ব্রহ্মই সত্য,—নিগূর্ণ নহেন।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে যখন এইরূপ মতভেদ, তখন যে শ্রুতি তাহাদের উপজীব্য, যাহার ব্যাখ্যানে তাহারা স্ব স্ব সমস্ত শক্তি নিযোজিত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আমাদের অবলম্বনীয়। এ সম্বন্ধে খেতাবতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন—

উদগীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম

তদ্বিন্দ্ৰ ব্রহ্ম স্প্রতিষ্ঠাকরক।—শেত, ১।৭

‘এই যে পরব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইহাতে তিনটি স্প্রতিষ্ঠিত আছে; এইরূপ উদগীত হইয়াছে।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

“তদ্বিন্দের ব্রহ্মণি ব্রহ্মং প্রতিষ্ঠিতং ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতারম্ ইতি দ্ব্যর্থক্যং ভোক্তাভোক্তৃনিরাকরণম্। * * অক্ষরকেতি বহুশি বিকারপ্রপঞ্চাক্রমঃ তদ্ব্যপিনী অক্ষরম্ * * অবিদ্যাপি এষ ব্রহ্ম।”

‘সেই ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা (নিয়ন্তা), এই তিনটি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুনশ্চ তিনি অক্ষর। যদিও সবিকার প্রপঞ্চের আশ্রয়, তথাপি তিনি বিকারী নহেন, তিনি অবিনাশী।’

অত্ৰাৎ ষেতাংস্তর বলিয়াছেন—

ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতারক মদ্বা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।—শেত, ১।১২

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

“ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যম্ ইতরং সর্বম্, প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ, এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি।”

অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।’

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রামানুজাচার্য্য যে সগুণব্রহ্ম (পরমেশ্বরের) অতিরিক্ত নিগুণব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা প্রতিসিদ্ধ নহে। এবং শঙ্করাচার্য্য যে নিগুণ ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত সগুণ মহেশ্বরের স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও প্রতিসিদ্ধ নহে।

নিগুণ ও সগুণ যে একই বস্তু শাস্ত্রের অত্ৰাৎ একথা স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে।

সগুণো নিগুণো বিষ্ণুঃ—

‘বিষ্ণু সগুণস্ত বটেন, নিগুণস্ত বটেন’।

লীলায়াং বাপি যুগ্মেন্ন বিগুণস্ত গুণাঃ ক্রিয়াঃ—ভাগবত ৩।৭।২

‘নিগুণ ব্রহ্ম লীলা বশে গুণ ও ক্রিয়াবৃত্ত হন’।

সর্বম্ হমেব সগুণো বিগুণস্ত ভূমন্—ভাগ ৭।২।৪৩

‘হে সর্বব্যাপিন্! তুমি সগুণ ও নিগুণ। তুমি সমস্তই।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদাকরং ব্রহ্ম য ইবরঃ পুমান্

জগোদ্বিহৃতি হিতি কাল সংলগ্নঃ—১।১।২

‘যিনি প্রকৃতির কোভজনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তেতুত পুরুষ জীবর,
তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম’ ।

এ সম্বন্ধে ভাগবত অন্তত্ব এইরূপ বলিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদজ্ঞানমদয়ং

ব্রহ্মেতি পরমাস্তেতি ভগবান্ ইতি শব্দাতে । —১।২।১১

‘সেই অদ্বিতীয় চিং বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন ।
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (সঙ্গণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর) ।’
প্রথমতঃ আমরা নিম্নত্ব ব্রহ্মের বিষয় আলোচনা করিব ।



দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নিগূণ ব্রহ্ম ।

আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মের যে নির্কিংশেব বা নিগূণ ভাব তাহাকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, চিত্রে চিত্রিত করা যায় না, ওথে নির্দিষ্ট করা যায় না । অর্থাৎ পরব্রহ্ম নির্কিংশেব, নির্কিকল্প, নিরূপাধি, নিগূণ । এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যতো বাচো নিবর্তন্তে—তৈত্তি ২।৪।১

‘বাক্য বাহার কাছ হইতে পছঁড়িতে পারে না ।’ সেইজন্য পরব্রহ্মকে অনির্দেশ্য, অনিকল্প, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয় । তিনি “তৎ”—অবাচ্য । অনির্দেশ্য কোন কিছু ।

এতস্মিন্ অদৃশ্যেনান্দ্রোহনিকন্তে—তৈত্তি ২।৭

যত্র ন বাক্ গচ্ছতি—কেন ১।৩

‘বাক্য সেখানে যায় না’

নৈব বাচা ন মনসা গ্ৰাস্তুং শকো ন চক্ষুশা—কঠ ৬।১২

‘তিনি বাক্যের মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত ।’ অর্থাৎ তিনি অনির্দেশ্য ।

বস্তুর নির্দেশ হয় কিরূপে ? গুণ ধরিয়া । ব্রহ্ম যখন নিগূণ পদার্থ, তখন তাঁহার নির্দেশ সম্ভবপর নহে ।

সেই জন্ম বাধব স্ববি বাহুলি কর্তৃক ব্রহ্মবিষয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলেও, মৌন্য থাকিয়া অবচন দ্বারা ব্রহ্মনির্দেশ করিয়াছিলেন ।*

* বাহুলিনাচ বাধ্যঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ ইতি ক্রমতে । “স হোবাচ অধীহি তো ইতি স তু কৌঃ বহুব, তা ই বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রহ্মঃ বহু ০ কং তু ন বিজানামি । উপশান্তোহবাহা ।”—ব্রহ্মসূত্রের শব্দরত্নাবলী অ২।১৭

বাহাকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, বাহাকে লক্ষণে চিহ্নিত করা যায় না, বাহাকে গুণে অধিত করা যায় না, তাহার পরিচয় কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে? “তিনি ইহা নহেন” এইমাত্র বলিয়া । ফলতঃও দেখা যায় উপনিষদ তাহাই করিয়াছেন—

স এষ নেতি নেতি আত্মা ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

অখাত আদেশো নেতি নেতি, ন ছেতস্মাদ্ অন্তঃ পরম্ অস্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।৩।৪

“তাঁহার পরিচয় এই স্বাত্ম যে তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন ; তাঁহার পরে আর কিছু নাই ।”

সেই জন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ স্থলে প্রতি ‘নঞ’এর এত বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন ।

অমূলমন্মুহুর্যমদীর্ঘম্—বৃহ, ৩।৮।৮ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,—কঠ, ৩।২।২

তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরমবাহম্ ।—বৃহ, ৩।৮।৮, ২।৪।১২

“তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন ; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, কয় নাই ; ব্রহ্মের পূর্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই ।”

বক্তৃৎ অস্ত্রেণ্ড্রমগ্রাহ্যম্ অগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তদপাখিপাদম্ ।—শুণক ১।৬

“যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ; বাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই ।”

এতদবৃত্তমভয়মেতৎ ব্রহ্ম ।—ছান্দোগ্য, ৪।১০।১

“ঐ ব্রহ্ম অমৃত অভয় ।”

অকরম্ ব্রহ্ম বৎপরম্ ।—কঠ, ৩।১

“পরব্রহ্ম অকর ।”

তত্ত্বমকায়ম্ ব্রহ্মমবিরম্ শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ ।—ঈশ, ৮

‘তিনি তমোহীন, বেহীন, কৃতহীন, দ্ব্যহীন, মলাহীন, পাশহীন।’

অশরীরম্পর্শমরূপমবায়ঃ,

তদ্বারসম্ নিতামগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাক্তনস্তঃ মহন্তঃ পরাঃ ক্রবঃ

নিচাযা তং মৃতুমুখাৎ প্রমুচাতে।—কঠ ৩।১৫

‘সেই অশরীর অস্পর্শ অরূপ অবায় অরস অগন্ধ অক্ষর (নিত্য) অনাদি অনন্ত মহন্তের পরাৎপর ক্রব বস্তুকে জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়’।

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে অশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতে অসঙ্কো নহি সঙ্কতে, অসিতো নহি ব্যাধতে—বৃহ ৪।২।৪

‘সেই নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্য—তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীর্ঘ্য—দীর্ঘ হয়েন না, অসঙ্ক—সঙ্কত হয়েন না। অসিত—বাধিত হয়েন না।’

তদক্ষরঃ গার্গি ব্রাহ্মণ্য অভিব্যক্তি, অতুলম্ অনন্ত অস্থলম্ অদীপ্য অলোহিতম্ অম্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অন্তমঃ অখাবু অনাকশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুসম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজসম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনস্তরম্ অবাহাম্।—বৃহ ৩।৮।৮

‘হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্মকে) ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বর্ণন করেন। তিনি স্থল নহেন, অণু নহেন, স্থল নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মন নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, বাহ্য নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।’

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃষ্টে অনাস্ত্রে অনিরুদ্ধে অনিলয়নে অন্তরঃ প্রতিষ্ঠাঃ বিলভেতৈঃ
অথ লোহিতঃ পাতো ভবতি।—ইতি তিরীত ২।

‘যখন জীব এই অদৃশ্য (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনাস্থ (আত্মার অতীত), অবাচ্য (বাক্যের অতীত), অনাধার (ব্রহ্মে) ঐক্য প্রাপ্তি লাভ করেন, তখন তিনি ভয়ের অতীত হন।’

নাস্তঃপ্রজ্ঞা ন বহিঃপ্রজ্ঞা নোত্তরতঃপ্রজ্ঞা ন প্রজ্ঞানখনঃ ন প্রজ্ঞা নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টম্
অবাবচ্যাম্ নাহাচামলক্ষণমচিহ্নমবাপদেগ্গম্ একান্তপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশম্ শাস্তং শিবম্
অবৈতম্ চতুর্থং সমস্তম্ । স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥—নাণ্ড্য, ৭

‘বাহ্যের প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ;
যিনি প্রজ্ঞানখন নহেন, প্রজ্ঞা নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি মর্শনের
অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিহ্নের
অতীত, নির্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত
(নিকৃপাধি), শাস্ত শিব অবৈত—ঐহাকে তুরীয় বলে।’

এ সকল প্রতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যে পদার্থেরই
নাম করি না কেন, যে বস্তুরই ধারণা করি না কেন, ব্রহ্ম সে পদার্থ
নহেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেব, মনুষ্য, অশ্বর, কিন্নর, রূপ, রস,
গন্ধ, স্পর্শ, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, আকাশ —ব্রহ্ম এ সকলের কোনটিই
নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ববিধ জাত ও ব্যক্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন,
অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয় কোন কিছু। সেই জন্য ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলে।

নিফলং নিষ্কিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্

যিনি অঞ্জলি (চিহ্ন)-বিহীন, তিনিই নিরঞ্জন। *

* যেমন কমলা লেবু একটি পদার্থ। ইহার আকার আছে, সৌরভ আছে, রস
আছে, বর্ণ আছে, কোমল স্পর্শ আছে। ইহা দীপ্ত কালের ফল, বীজ হইতে উৎপন্ন,
অনুক বেশের মাটিতে জন্মে। আমরা কমলা লেবুর এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতে
পারি। আর কমলা লেবু আমাদের মনে ঐ সকল গুণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।
এইরূপ অজ্ঞাত পদার্থ। যদি আমরা কমলা লেবু হইতে একটি একটি করিয়া

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম অনির্দেশ্য, অনিরূপ্ত, অবাচ্য ; তাহাকে চিত্রিত করা যায় না, লক্ষিত করা যায় না, পরিচিত করা যায় না ; 'কোনই বিশেষণে (predicate) বিশেষিত করা যায় না। অর্থাৎ তিনি কোন কিছুই বিশেষ্য নহেন। কারণ,

অজ্ঞসেব তদ্বিদিতাং আখোহবিদিতাদ্ অধি—কেন, ও

‘ব্রহ্ম বিদিত হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত হইতে পৃথক্।’ সেইজন্য প্রতি বলিয়াছেন—

অমৃতত্র ধর্মান্দশ্রুত্যাধর্মাৎ অমৃতত্ৰাশ্রাৎ কৃতাকৃত্যৎ।

অমৃতত্র ভূতাত্ চ ভবাক্ত—কঠ, ২।১৪

‘তিনি ধর্ম্য হইতে পৃথক্, অধর্ম্য হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন এবং ভবিষ্যৎ হইতে অজ্ঞ।’

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

সর্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণি।—তৈত্তিরীয় ভাষ্য

‘সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম (attribute) হইতে বিপরীত—লক্ষণ ব্রহ্ম।’

তিনি বিষয় (object) ও নহেন, বিষয়ী (subject) ও নহেন, তবে তিনি কি ? তিনি জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয় নহেন ; এষ্টা নহেন,

ক্রমশঃ সকল করটি জ্ঞান বায় দিই, তবে কি অবশিষ্ট থাকে ? শূন্য। এই শূন্যই ব্রহ্ম। সমস্ত পদার্থে নেতি নেতি প্রণালী প্রয়োগ করিয়া সেই সেই পদার্থের স্তম্ভাবলি বর্জন করিলে শূন্য বই আর কি অবশিষ্ট থাকে ? এই শূন্য ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন।

বৌদ্ধধর্ম্মকে শূন্যবাদী বলিত। তাহাদের শূন্য ও বেদান্তের ব্রহ্ম পৃথক্ জিনিষ নহেন। বাহ্য এক হিসাবে শূন্য, তাহা অগর হিসাবে পূর্ণ। জ্ঞানের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম শূন্য (ইহাই বৌদ্ধের লক্ষ্য) ; আর অনন্তের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম পূর্ণ (ইহাই বেদান্তের লক্ষ্য)। উভয় সত্তেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন।

বৃক্ষ নহেন, দর্শন নহেন ; তবে তিনি কি ? তিনি ছল নহেন ; তিনি হৃদয় নহেন ; তিনি অশু নহেন, তিনি মহান নহেন ; তিনি সং নহেন, তিনি অসং নহেন ; তিনি চিং নহেন, তিনি জড় নহেন* ; তিনি সূত্র নহেন, তিনি দুঃখ নহেন ; অথচ তিনি সবই বটেন । “সেই জড় যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাতে সমস্ত ধর্মের চির সমন্বয় ।” “দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি ? * * * * । ফলতঃ, তিনি বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন ; জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন ; সংও নহেন, অসংও নহেন ; ক্লকও নহেন, প্রশান্তও নহেন ।” ব্রহ্মে সকল বৈতের একান্ত অবসান,—ইহাই শিক্ষা দিবার জড় যোগবাশিষ্টে ককটী প্রগ্রস্থলে পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণের, † সমস্ত বিপরীত ধর্মের আরোপ করা হইয়াছে ;—

কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং ।

“এমন কি পদার্থ আছে বাহ্য আকাশ অথচ আকাশ নহে ; বাহ্য কিছুই নহে অথচ কিছু বটে ?”

* যোগবাশিষ্ট উপপত্তি প্রকরণ ।

Cardinal Nicholas of Cusa এই বর্ষে লিখিয়াছেন—“I made many efforts to unite the ideas of God and the world, of Christ and the Church into a single root idea, but nothing satisfied me until at last my mind's vision, as if by an illumination from above, soared up to that perception in which God appeared to me as the Supreme Unity of all contradictions.” (Vide Theosophical Review Vol. XXX pages 312-3)

† Supreme unity of all contradictions.

গচ্ছন্নগচ্ছতি চ কঃ কোহতিষ্ঠসি তিষ্ঠতি ।

কশ্চেতনোহপি পাপাণঃ কশ্চিষ্যামি বিচিত্রকৃতং ।

‘কে এমন আছেন, বাহার গতি নাই অথচ গতিশীল ; স্থিতি নাই অথচ স্থিতিমান ; কে চিং হইয়াও জড় ; কে চিদাকালে বিচিত্র নিৰ্ম্মাণ করেন ?’

কঃ সৰ্ব্বঃ সচ কিকিচ্চ কোহহং বাহক কিংভবেৎ ।

‘কে সকলই অথচ কেহ নয় ; কে আমি অথচ আমি নয় ?’

কেনাপাগুরুমাত্রেণ পুরিতা শতযোজনী ।

কস্তাপোরবরে সন্তি কিলাবনিভূতাঃ ঘটাস্তাঃ ।

‘কে অণু হইয়াও শতযোজনব্যাপী ? কোন্ অণুর মধ্যে পৰ্ব্বতসমূহ অবস্থিত ?’

অচক্রাক্ষিতারোহপি কোহিবিনাশপ্রকাশকঃ ।

অনেত্রলভ্যাং কস্তাং চ প্রকাশঃ সম্ভবতি ।

‘কে চক্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান ; কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক ?’

কোহর্গন্তমঃ প্রকাশস্তাং কোহগুরতি চ বাধি চ ।

কোহগুদু রেপ্যদূরে চ কোহগুরেব মহাসিগ্নিঃ ।

‘কে অন্ধকার হইয়াও আলোক ; সৎ অথচ অসৎ ? কে দূরে অথচ নিকটে ; অণু হইয়াও মহান ?’

নিমেব এব কঃ কল্পঃ কঃ কলোহপি নিমেবকঃ ।

কিং প্রত্যক্ষমসংস্রাণং কিং চেতনমচেতনং ।

‘কে নিমেব হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেব ? কোন্ প্রত্যক্ষ অপ্ৰত্যক্ষ ; কোন্ চেতন অচেতন ?’

আত্মানং বর্ণনং দৃশ্যং কো ভাগয়তি দৃশ্যবৎ ।

কটকাধি ন হেরেব বিকীর্ণং কেন চ ভ্রমন্ ।

‘সুবর্ণ হইতে যেমন কটক, কুণ্ডল, ও হার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাহা হইতে এই দ্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শন প্রতিভাসিত হইয়াছে ?’

বিকালারবমচ্ছিন্নাৎ একমাত্রমতঃ সতঃ ।

বৈভব্যাপ্যপৃথক্ তস্মাৎ ব্রহ্মত্বমহাত্তমঃ ।

‘সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ দেশ কালাদির সম্বন্ধশূন্য কোন অংশ অথচ সৎ বস্তু হইতে এই দ্বৈত অভিন্ন ?’

পরব্রহ্মে যে, সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়, উপনিষদ ও এ বিবরের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঐতি বলিয়াছেন তিনি দূরে অথচ নিকটে; তিনি অগুর অগু, অথচ মহানের মহান; তিনি নিগুণ অথচ গুণাশ্রয়; তিনি অমূর্ত অথচ জগন্মূর্তি।

আসীনোদ্বয়ং ব্রহ্মতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ ।

কন্তং মহামদং দেবং মহস্তো জাতুমহতি ।—কঠ, ২।২।

অনেন্দ্রেনেকং মনসো জবীরো নৈনন্দোরা আগুব্ধ পূর্বমর্থং ।

তচ্ছাবতোহজ্ঞানতোতি তিষ্ঠন্তগ্নিরপো মাতরিখা দধাতি ।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্রে তদন্তিকে ।

তদন্তরন্ত সর্বন্ত তদু সর্বন্তাত বাহুজঃ ।—ঈশ, ৪।৫।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—‘আমি তিন্ন আর কে সেই দেবকে জানিতে পারে—যিনি মদ অথচ অমদ, যিনি আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করেন।’—কঠ ২।২।

তিনি অচল অথচ মনের অপেক্ষাও বেগবান; তাহার গতি নাই, অথচ তিনি সর্বাপ্তে গম্যস্থানে আগত হন। তিনি স্থির থাকিয়াও গতিশীল সকলের অগ্রগামী। মাতরিখা (প্রাণ) তাহাতে অগ্ (কারণার্থ) নিহিত করেন।’

‘তিনি চল অথচ অচল, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি এই সমস্তের অন্তরে অথচ বাহিরে।’—ঈশ ৪।৫।

অণোরনীরান্ মহতো মহীমান্—বেদ ৩৭৪.

‘তিনি অণুর অণু, তিনি মহানের মহান’

কেহ কেহ বলেন যে, ‘পরব্রহ্ম অনির্দেশ্য হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এতদূর অধিক বলা যায় যে তিনি সৎ, তিনি চিত্ত এবং তিনি আনন্দ স্বরূপ । ইহার অধিক কিছু বলা যায় না ।’ এই বাক্যের সমর্থন জন্য তাঁহার বিরোধিতা প্রতি বাক্যের উপর নির্ভর করেন ।

সত্যো জ্ঞানমন্তঃ ব্রহ্ম ।—তৈত্তিরি ২।১।১

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ।’

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ।—তৈত্তিরি ৩।৭।১

আনন্দো ব্রহ্ম ইতি বাজানং ।—তৈত্তিরি ৩।৬।১

‘ব্রহ্ম আনন্দ এইরূপ জানিলেন ।’

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ।—বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮

‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ ।’

ব্রহ্মকে যদি সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়, ‘তিনি জ্ঞান, তিনি বিজ্ঞান, তিনি সত্য, তিনি অনন্ত, তিনি আনন্দ’—ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি এত কথা বলা যাইতে পারে, তবে আর তিনি অনির্দেশ্য, অলক্ষ্য, অতর্ক্য, অবাচ্য হইলেন কিরূপে ? এ সকল প্রতিবাক্য সবিণেব-লিঙ্গ, অতএব নির্বিশেষ পরব্রহ্ম কখনই ইহাদিগের লক্ষ্য হইতে পারেন না । কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; চিত্তও নহেন, জড়ও নহেন ; স্মৃৎও নহেন, হৃৎও নহেন ; অণুও নহেন, মহান্ও নহেন ।

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ ।—বেতাৰ্হেতর, ৩।১৮

‘তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এক ও অবিভীন্ন শিব’

ঈতাতেও উক্ত হইয়াছে—

অসংখ্য পরব্রহ্ম নং সৎ তন্ম বাগদ উদ্ভূতঃ ।—শ্রীতা ১৩।১২

‘পরব্রহ্মের আরম্ভ নাই; তিনি সৎও নছেন, অসৎও নছেন।’
ভাগবতের শ্রুত্যাচারে এইরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মত্বনির্দেশে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥

‘হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম অনির্দেশ্য, নিগুণ, সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন; তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে সগুণ বাক্য সকল প্রযুক্ত হইতে পারে?’ এখানেও দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে চিৎও বলা যায় না। চিৎও বাহ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানও তাহা। পরব্রহ্ম যখন ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ,’ যখন তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন তাঁহার পক্ষে জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? বিষয় (object) না থাকিলে, তিনি বিষয়ী (subject) হইবেন কি লইয়া?

তদা কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৫

‘যে অবস্থায় সমস্ত একাকার, তখন কে কিরূপে দ্বারা কুহাকে জানিবে?’

পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন, একথা বলাও সম্ভব নহে।

এক এব আত্মা জ্ঞেয়জ্ঞেন জ্ঞাতৃজ্ঞেন চ উভয়থা ভবতীতি চেৎ ন ।

যুগপদ্ব অনংশহাৎ, নহি নিরবয়বস্ত যুগপজ্জ জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভোগশক্তিঃ ।

—তৈত্তিরীর ১।১২ শঙ্করভাষ্যে ।

‘আত্মা নিজে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়ই, একরূপ হইতে পারেন না। দ্বারা নিরংশ (অবয়বহীন), তাহা যুগপৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই হইতে পারে না।’ অতএব যোগবাশিষ্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্ম চেতন হইয়াও অজ্ঞ।

কশেতনোহপি পাবাণঃ ।

ব্রহ্মকে অনন্ত বলার তাঁহার আনন্দরূপত্বই নির্দেশ করা হইয়াছে । কারণ বাহ্য সসীম, কুত্র, অসম্পূর্ণ, তাহাতে আনন্দ হইতে পারে না ।

ত্বমেব স্বৰ্গ নামে স্বৰ্গমন্তি ।—ছান্দোগ্য, ৭।১৩।২৩

‘তুমাই স্বৰ্গ, অন্নে স্বৰ্গ নাই ।’ কিন্তু পরব্রহ্ম স্বৰ্গও নহেন, হঃখও নহেন ।

বেত্তা সৰ্প । পরব্রহ্ম নির্দুঃখং অস্বৰ্গকং বৎ ।

—মহাভারত বনপর্ব ১৮।২২

‘হে সৰ্প । যিনি হঃখও নহেন, স্বৰ্গও নহেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে ।’

আর তাঁহাকে তুমি (অসীম ও অনন্ত)ও বলা যায় না । কারণ তিনি অণু হইতেও অণু, অথচ মহান্ হইতেও মহান্ ।

অণোরনীযান্ মহতো মহীমান্ ।—বেত, ৩।২০

দেউজন্ত বোগবাশিষ্ট বলিয়াছেন,—“ব্রহ্ম দিকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; স্তবরাং মহাশৈল অপেক্ষাও মহান্ অথচ জীবরূপে ক্ষেত্রাণ্ডের শতভাগের একভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ।”

স্বতঃসংহিতার সদাশিবের নমস্কার উপলক্ষে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বলিতেছেন—

নমস্তে সত্যরূপায় নমস্তেঃ সত্যরূপিণে

নমস্তে বোধরূপায় নমস্তেঃ বোধরূপিণে

নমস্তে স্বধরূপায় নমস্তেঃ স্বধরূপিণে ।—ঐতরেয়, ৩।৪

‘তুমি সত্যরূপ, তুমি অসত্যরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি জ্ঞান-রূপ, তুমি অজ্ঞানরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি স্বধরূপ, তুমি অস্বধরূপ, তোমাকে নমস্কার’ । অর্থাৎ পরব্রহ্ম নং, অসং,

চিং, জড়, স্থখ, চঃখ—এ সকলের সমন্বয়, অনির্বচনীয় বস্তু ।

হৃদসংহিতার ভাষা মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

‘ভাবাতাবৌ অপি বস্তুতঃ পরমাত্মনো ন পৃথক্ ইত্যভিপ্রায়েণ বহবা ভাবাতাবরূপতা-
ভিধান’ ।

অর্থাৎ ‘ভাব ও অভাব বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে ;
ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য নানারূপে তাঁহাকে ভাব ও অভাবরূপী বলা
হইয়াছে ।’

কি সম্পর্কে ঐতি ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে সে নির্দেশ নির্বিশেষ
ব্রহ্মের নহে, সর্বিশেষ ব্রহ্মের । ঐতি বলিতেছেন ।—

ব্রহ্মবিদ্যু আয়োতি পরম তদেবা অভ্যাস ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম ।

যো যেন নিহিতং শুভায়াং পরমে বোমম্ ॥

সোহহুত সর্বাদ্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশিতা ইতি । ভক্ত্যান্ বা এতন্মান্ আত্মন
আকাশঃসদৃশ আকাশান্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অন্মাত্মাঃ পৃথিবী ।—ঐতি, ২।১

‘ব্রহ্মবিদের পরম প্রাপ্তি হয় । তদ্বিশয়ে এইরূপ উক্তি আছে—
ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) । যিনি পরম আকাশে
(দহরাকাশে) শুভাহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মার
সহিত সমস্ত অভিলার পূর্ণ দেখেন । সেই আত্মা হইতে আকাশ
উৎপন্ন হইল । আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে
জল, জল হইতে স্রুতি উৎপন্ন হইল ।’

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে
পারেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম ।

নিরূপাধি পরব্রহ্ম যখন মারা-উপাধি স্বীকার করিয়া সোপাধি হন, তখনই তাঁহা হইতে তত্ত্বসৃষ্টি (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাত্মত) আবিস্কৃত হয়। ইহা কখনই নির্কিংশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা হইতে পারে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম-সাগরের লহরী-লীলা। নিস্তরঙ্গ ভাবের, নিরূপাধি অবস্থার পরিচয় নহে; সোপাধিক অবস্থার, তরঙ্গায়িত ভাবের বর্ণনামাত্র। অতএব বুঝা গেল যে, উপরোক্ত “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই প্রতিবাক্যদ্বারা নির্কিংশেষ পরব্রহ্ম লক্ষিত হইল না, সর্বিশেষ ব্রহ্ম (যাঁহাকে নহেশ্বর বলা হয়) তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, আমরা পরে দেখিব যে এই সর্বিশেষ ব্রহ্মই “তজ্জলান্” শব্দের প্রতিপাদ্য। জগৎ তাঁহা হইতেই জাত, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি সংহারের হেতু।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রপন্নাভিসংবিশন্তি
তুহিঞ্জিঙ্গাসব তদব্রহ্ম ।—ভৈত্তিরীয়, ৩।১

‘যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে, যাঁহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর; তিনিই ব্রহ্ম’।

তৃতীয় অধ্যায় ।

নিরূপাধি ব্রহ্ম ।

আমরা দেখিয়াছি যে, নিগূর্ণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে তাঁহাকে নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরূপাধি—এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। এই নিরূপাধি শব্দটি আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরূপাধি বলিলে কি বুঝায় ? ব্রহ্ম উপাধি-রহিত। উপাধি কাহাকে বলে ? জ্ঞানান দর্শনে যাহাকে Category বলে, উপাধি তাহারই অনুরূপ। জ্ঞানান দার্শনিক ক্যান্ট দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত ব্যবহারিক জগৎ (phenomenal existence) দেশ, কাল ও নিমিত্ত—এই ত্রিবিধ Categoryর অধীন। এবং যাহা পরমার্থ (Noumenon), তাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তাতীত, তাহা এই তিনি Categoryর অপরামৃষ্ট। দেশ=space, কাল=time, এবং নিমিত্ত=Causality (কার্যকারণসম্বন্ধ)। ব্রহ্ম নিরূপাধি, এই বাক্যের বিবরণ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য বহুবাক্য ব্রহ্মকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বোপনিষৎসারে এইরূপে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। “ব্রহ্ম সত্যম্ অবিনাশি নাম-দেশ-কাল-বস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্রুৎস্ব যন্ন বিনশ্রতি অবিনাশি তৎ সত্যমিত্যুচ্যতে।” অর্থাৎ দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি উপাধির নাশে যাহার নাশ হয় না, তিনিই অবিনাশী সত্য স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরূপাধি—দেশের অতীত, কালের অতীত এবং নিমিত্তের অতীত। *

* In Indian language, Brahman, in contrast with the empirical system of the universe is not like it in space but is spaceless, not in time but timeless, not subject to but independent of the law of causality.—Deussen's philosophy of the Upanishads, page 15

ব্রহ্মের এই দেশাতীত, কালাতীত, নিরিত্যাতীত উপনিষদ কিভাবে ব্রহ্মবিশিষ্ট হইয়া আমাদের জ্ঞান আকর্ষক।

ব্রহ্মের দেশাতীত তাঁর বাস্তবতা ব্রহ্মবিশিষ্টকোপনিষদে অতি দৃঢ়-প্রাণী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

‘স হোবাচ বদুর্ন পাসি বিহো বদবাক পৃথিব্যা বদন্তরা জ্ঞাপাপৃথিবী ইমে বদুন্ত চ ভবন্ত ভবিষ্যন্তোচকন্ত আকাশে এব ভবোন্ত চ প্রোতঃ চেতি।—বৃহ ৩।৮।৭

‘যাহা দিবার উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধে, যাহার অন্তরীক উত্তরে, যাহাকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলে, তাহা আকাশে (ব্রহ্মে) ওতপ্রোত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষি ব্রহ্মের দেশাতীত ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন।

‘স এব অধস্তাং স উপরিষ্টাং স পশ্চাৎ স পূর্বতাং স দক্ষিণতঃ উত্তরতঃ স এবোৎ সর্বতঃ।’—ছা। ৭।২৫।১

‘তিনি অধে তিনি উর্দ্ধে তিনি পশ্চাতে তিনি স পূর্বে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, তিনি এই সমস্ত।’

ব্রহ্ম হ’ল ইদমগ্র আসীদেকোহনন্তঃ আগমন্তো দক্ষিণতোহনন্তঃ প্রতীচানন্ত উদীচানন্ত উর্দ্ধঃ চ অবাঙ্ চ সর্বতোহবন্তঃ।

স হুত্ব আচ্যাদিবিদঃ কল্পন্তেহথ তিথ্যযাং বাঙ্ বোঙ্ বাহুহু এব পরমাত্মাঃ পরিমিতোহনন্তঃ।—মৈত্রায়ণী, ৩।১৭

‘ব্রহ্মই অগ্রে এই (জগৎ) ছিলেন। এক ও অনন্ত,—পূর্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, উর্দ্ধে অনন্ত, অধে অনন্ত, সর্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই; উর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই। তিনি নিরাধার, অপরিমিত, অজ।’

বেশ হইতেই পরিমাণের সিদ্ধি হয় । বাহ্য দেশাতীত তাহার পরিমাণ নাই । ব্রহ্ম যখন বেগের অপরিস্ক্রিয়, তখন তিনি পরিমাণেরও অতীত । এই ব্রহ্ম উপনিষদ্ ব্রহ্মকে কোথায়ও “বিভু, ব্যাপক, মহান” বলিয়াছেন । কোথায়ও “অণু, আরাগ্রমাত্র, কেশের শতভাগের পরিমিত” বলিয়াছেন ।

“মহাত্ম্যং বিভূমাত্মানং নখা ধীরো ন শোচতি ।—কঠ, ২।২২, ২।১৪

‘মহান্ বিভু আত্মাকে জ্ঞানিয়া ধীর ব্যক্তি শোকমুক্ত হন ।’

অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোহি লিঙ্গ এবচ ।—কঠ, ৬।৮

‘প্রকৃতিরও পরতর পুরুষ (ব্রহ্ম) । তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ ।’
আবার তিনি অণু ।

এবোপুরাত্মা ।—দ্রুতক, ৩।১৩

‘এই আত্মা অণুর পরিমাণ ।’

আরাগ্রমাত্রো রূপয়োহপি দৃষ্টঃ ।—শেত, ৭।৮

‘ব্রহ্মের পরিমাণ সূচীর অগ্রভাগ মাত্র ।’

বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা করিত্ত ৫ ।

ভাগো জীবন্ত বিভোরঃ ।—শেত, ৭।৯

‘কেশকে শতভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে শতভাগ করিলে তাহাই জীবের পরিমাণ ।’

দেশাতীত বস্তুর পরিমাণ-নির্দেশ যে কথামাত্র, তাহাই বুঝাইবার ব্রহ্ম উপনিষদ্ একই বাক্যে ব্রহ্মকে অণুর অণু ও মহতের মহান বলিয়াছেন ।

‘অণোরণীমান্ মহতো মহীমান্’ বহুবচন উপনিষদে এত শব্দের কোননা দৃষ্ট হয় ।*

অর্থাৎ ব্রহ্ম অণুর অপেক্ষাও অণু এবং মহতের অপেক্ষাও মহান ।

হাক্ষোণ্য উপনিষদ্‌ এই ভাবে ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন ।

“এবম্‌ আত্মাহুত্বং দরেহনীরান্‌ ত্রীহেবা ববাধা সৰ্বপাধা শ্যামাকাবা শ্যামাকততুলাদ্‌বা
এবম্‌ আত্মাহুত্বং দরে জ্যামান্‌ পৃথিব্যা জ্যামান্‌ অন্তরীকান্‌ জ্যামান্‌বো জ্যামানেভো
লোকেষুভ্যঃ ।—অ।১৪।৩

‘এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন । ইনি ত্রীহির
অপেক্ষা, ববের অপেক্ষা, সৰ্বপের অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-
ততুলের অপেক্ষা অণু । এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত । ইনি
পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা, দিবের অপেক্ষা, সমস্ত ভুবনের
অপেক্ষা বৃহৎ ।’

যিনি দেশাতীত, পরিমাণের অনবচ্ছিন্ন, তাঁহার বিভাগ সম্ভবে না,
সুতরাং তিনি অবয়বশীন—কলাতীত । সেই ক্ষুদ্র উপনিষদ্‌ ব্রহ্মকে
‘অকল, নিফল’ এই বিশেষণে অনেক স্থলে বিশেষিত করিয়াছেন ।
কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল ।

নিফলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবল্যং নিরঞ্জলং ।—শ্বেত ৬।১২

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্‌ ।—সুওক ২।২৭

পরঃ ত্রিকালান্দ অকলোপি দৃষ্টঃ ।—শ্বেত ৬।৫

স এব অকলোহুতো ভবতি ।—প্রশ্ন ৬।৫

ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ “অকল, নিফল” * বলিবার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম
দেশ-উপাধির অপরিচ্ছিন্ন (not limited by space)—ইহাই
জ্ঞাপন করা ।

ব্রহ্ম কেবল দেশের অনবচ্ছিন্ন নহেন, কালেরও অনবচ্ছিন্ন । কাল
ত্রিবিধ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান । ব্রহ্ম যখন কালাতীত, তখন তিনি
ত্রিকালেরই অনবচ্ছিন্ন । ঐশ্বাস্বতর তাঁহাকে বলিয়াছেন “পরঃ

* নিফল = Partless = অকল ।

ত্রিকালং”।—শ্বেত ৬৫ । ক্রতি তাঁহার কালাতীতত্ব জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

বস্মাদ্ অর্কাক্ সংবৎসরঃ অহোতিঃ পরিবর্ত্ততে ।

অহু দেবা জ্যোতিবাং জ্যোতি রায় হোপাসতেঃসুতং ।—বৃ ৪।৪।১৬

অনাদানন্তং মহতঃ পরং ব্রহ্ম ।—কঠ ৬।৫

অনাদানন্তং কলিলন্ত মথো ।—শ্বেত ৫।১৩

“সাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া সম্বৎসর দিবসের সহিত পরিবর্ত্তিত হয় । দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা করেন ।” তিনি কি ভূত না ভবিষ্যৎ না বর্ত্তমান ?

বভুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাক্ষতে ।—বৃহ ৬।৮।৭

তিনি সকলই অথচ কিছুই নহেন । তিনি সনাতন—সদাকাল বর্ত্তমান, (Eternal Now) । তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন ।

অমৃতং ভূতাত্ত ভব্যাত্ত ।—কঠ, ২।১৪ ।

সেইজন্ত উপনিষদ তাঁহাকে ভূত ও ভব্যের অধীশ্বর বলিয়াছেন ।

ঈশানং ভূতভব্যাত্ত ।—বৃহ ৪।৪।১৫, কঠ ২।১।৫, ১২ ও ১৩ ।

যেমন তাঁহার দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্য তাঁহাকে অণুর অণু অথচ মহানের মহান্ বলিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার কালাতীতত্ব জানাইবার জন্য তাঁহাকে একদিকে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ চিরন্তন আবার অন্য দিকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । *

* Just as Brahman, independent of space, is figuratively represented not only under the figure of infinite vastness but also at the same time of infinite littleness, so his independence of time appears on the one hand as infinite duration, on the other as an infinitely small moment, as it is symbolically represented in consciousness by the instantaneous duration of the lightning* or flash of thought.—Deussen, page 150.

অনাম্যনন্তং মহতঃপরাং ব্রহ্মণী—কঠ ৩।১৫

অনাদানন্তং কলিলন্ত মহো—বেদ ৫।১৩

হন্ত ত ইদং এবক্ষ্যামি শুভং ব্রহ্ম সনাতনম্—কঠ ৫।১৬

‘ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, এব। অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম (কলিলের) ভগতের মধ্যেস্থিত। সনাতন শুভ ব্রহ্ম তোমাকে বলিতেছি।’
এইরূপ ব্রহ্মের কণ-স্থায়িত্বও শক্তি উপদেশ করিতেছেন—

তত্ত্ব হৈতত্ত্ব পুরুষন্ত রূপম্ বখা সঙ্ঘিহ্যাত্তং।—বৃহ ২।৩৬

‘সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেমন বিদ্যাতের কণিক ভাতি।’

বিদ্বাদ্ ব্রহ্মেত্যাহঃ—বৃহ ৫।৭।১।

‘ব্রহ্মকে, বিদ্যাৎ বলা হয়।’

বদেতৎ বিদ্বাতো বাহ্বাতম্ আ।—ঋণীমিষদ্ আ।—কেন ৫।৪

‘যেন বিদ্যাতের চকিত, যেন চক্কের নিমেষ।’

ব্রহ্ম যেমন দেশ কালের অতীত, সেইরূপ তিনি নিমিত্তেরও অতীত।
যিনি নিমিত্তের অতীত, তাঁহাতে বিকার সম্ভবে না। † ব্রহ্ম নিষ্কিকার।

অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যৎ।—কঠ ২।১৪

এইজন্ত তাঁহাকে এব, শাশ্বত, নিত্য, পুরাণ বলা হয়।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহমং পুরাণঃ।—কঠ ২।১৮

একৈবানুতট্টব্যং এতদ্ অপ্রমেয়ং এব।

১২ বিবর্তঃ পরং আকৃশ্যাৎ অজ্ঞা আত্মা মহান্ এবঃ॥—বৃহ, ৫।৫।২।

‘ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও এব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে।’

* মহানারায়ণ ১।৮ ও ৫।৭।৬ ব্রহ্মণী। Taken together, their aim is to lay stress upon His instantaneousness in time, that is in figurative language timelessness.—Deussen, page 154.

† Where there is no change there is no causality.

তিনি রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা স্থল, তিনি অজ, মহান, ধ্রুব ।
অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, কম বৃদ্ধি নাই, অপচয় উপচয় নাই ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্যিৎ ।—কঠ ২।১৮ ।

জাত এব ন জায়তে কোদেনং জনয়েৎ পুনঃ ।—বৃহ ৩।৯।৮।৭

তিনি কুটস্থ,—একরূপে বর্তমান ।

অশরীরঃ শরীরেষু অনবদ্বৈতবহিঃস্থিতম্ ।—কঠ ২।২২

সেইজন্ত উপনিষদে ব্রহ্মের একটি স্বার্থক নাম “অক্ষর ।”

ভদ্রেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণ্যং বিবিসিষতি ।

এতদ্বৈতং অক্ষরং প্রশাসনে গাগি—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯

তথা এতদ্ অক্ষরং গাগি অনৃষ্টং ত্রষ্টৃ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১

যেনাক্ষরং পুরুষঃ বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

অথ পরা ব্রহ্ম তদ্ অক্ষরং অধিগম্যতে ।—মুণ্ডক, ১।২।১৩

অক্ষর—স্বাভাব্য করণ নাই । যিনি অজর, অমর, স্থাণু, নিক্সিণার,
—অতএব নিমিত্তাতীত ।

এইরূপে দেখা যায় যে উপনিষদের মতে ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তাতীত ।
অর্থাৎ তিনি দেশ কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপাধির অপরিচ্ছিন্ন—
অতএব নিরুপাধি । *

* Independent of all limitation of time, space and cause.

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ।

আমরা দেখিয়াছি যে পরব্রহ্ম অনির্দেশ্য, অলক্ষ্য, অবাচ্য ; অর্থাৎ তিনি নির্দেশের অতীত, লক্ষণের অতীত, বচনের অতীত । পরব্রহ্ম মঞ্চকে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞেয়, গ্রহণের মননের অবিষয়*—জ্ঞানাতীত । অর্থাৎ পরব্রহ্ম অবাঙ্ মনসগোচর ।

* হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রকৃতি অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ এক “unknowable” (অজ্ঞেয়) বস্তু প্রচার করিয়াছেন । সে “unknowable” উপনিষৎ-প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম নহেন ; বস্তুতঃ পক্ষে, সে “unknowable” সত্ত্বগ ব্রহ্ম (মহেশ্বরের) একটা বিস্তার (aspect) মাত্র । গীতার তাহাকে মহেশ্বরের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে । সে প্রকৃতি পাকাত্য স্বর্গের প্রতিপাদিত “force”, “power” বা শক্তিমাত্র । উহা “unknowable” নহে । এ বিষয়ে স্পেন্সারের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার প্রতিপাদিত unknowable যে শক্তির উপরে নহে, তাহা বুঝা যাইবে ।

The power which the universe manifests to us, is utterly inscrutable.—First Principles, 4th Edition—page 17.

An infinite and eternal energy from which all things proceed.—Principles of Sociology—page 175.

The power manifested throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves works up under the form of consciousness.—Principles of Sociology III, page 171.

The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.—Principles of Sociology III. p. 170.

কোন বস্তুকে আমরা জানি কিরূপে ? হয় চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা, কিংবা মন অথবা বুদ্ধির দ্বারা । যাহা যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহাকেই তদ্বাচ্য জানা যায় । চক্ষুর দ্বারা রূপ জানা যায়, কর্ণের দ্বারা শব্দ জানা যায়, নাসিকার দ্বারা গন্ধ জানা যায়, জিহ্বার দ্বারা রস জানা যায় এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ জানা যায় । কিন্তু যাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিব কিরূপে ? আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম—

অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ম্ ।

উথারনঃ নিত্যমগন্ধবচ্ ।—কঠ. ৩।১৫

অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, অক্ষর বস্তু ।’ অতএব তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বেষ্টি হইবেন কিরূপে ? ক্রটি এ কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন—

ন সংবৃশে তিষ্ঠতি রূপবস্ত ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনং ।—কঠ ৩।৯

নৈনং দেবা আয়ু বন পূর্বমবৎ ।—ঈশ ৪

ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা নাত্তিরে বৈতপসা কর্শশা বা ।—মুক্তক ৩।১৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।—কঠ ৩।১২

‘তাহার রূপ দৃষ্টগোচর নহে ; চক্ষুর দ্বারা কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না ।’ (চক্ষু এখানে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ মাত্র) ।

‘ইন্দ্রিয়গণ তাহার লাগ পায় না । তিনি সর্বদাই তাহাদের পূর্ব-গামী ।’ ‘তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, উপদ্ভা বা কর্ণেরও গ্রাহ্য নহেন ।’ ‘বাক্য, মন, চক্ষু কিছুই প্রাপ্য নহেন ।’

মনকে অঙ্কুরকরণ বলে । ইহা বর্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় । চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেমন

বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, মনের দ্বারা সেইরূপ আন্তরিক বিষয়ের (সুখ দুঃখ প্রভৃতির) উপলব্ধি হয়। পরব্রহ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিন্তবৃত্তির অতীত; সেই জন্য মনের দ্বারা তাহার কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

বদ্ব্যনশী ন মমুতে।—কেন, ১।৫

‘বাহ্যকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম।’

যতো বাচ্চো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।—তৈত্তিরীয়া, ২।৪।১

‘বাক্য ও মন বাঁহার কাছে পৌঁছিতে না পারিয়া হটিয়া আসে।’

মনের উপর বুদ্ধি। নিশ্চয়জ্ঞান বা বোধ বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, যে বস্তুর ছায়া বুদ্ধিতে পতিত হয়, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়*। বুদ্ধি সান্ত, সগুণ পদার্থ। সে অনন্ত, নিগুণ পরব্রহ্মের আকারে কিরূপে আকারিত হইবে? তা’ ছাড়া যাহা সাপেক্ষ (relative), সম্বন্ধযুক্ত, সোপাধিক, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে*। পরব্রহ্ম নিরূপাধিক, নিরপেক্ষ (absolute) বস্তু? দেশ

* To think is to condition, to distinguish objects and bring them into relation with one another; to distinguish one object from another is to limit one by the other. But the absolute, the infinite is without condition and so cannot be thought. Again our whole notion of existence is relative and we can form no conception of the absolute, since it is merely the absence of relations; if we are to know the absolute and infinite it must be classed. Classification involves recognition, but the Absolute can be like nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4.

কাল ও নিমিত্ত—সমস্তস্বৰূপবর্জিত ; তিনি কিরূপে জ্ঞানের বিষয় হইবেন ? মন বুদ্ধি সসীম, সান্ত ; যাহা সীমাবদ্ধিত, অন্তশালী, তাহাই মন বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে । কিন্তু যে পদার্থ অসীম অনন্ত, মন বুদ্ধি তাহার লাগ পাইবে কিরূপে ? ব্রহ্ম অতিবৃহৎ, পরম মহৎ পদার্থ ; তিনি মন বুদ্ধির গোচর হইবেন কিরূপে ? তিনি চিরদিনই অজ্ঞেয় (unknowable) । সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন তত্ত্ব চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্যা ন বিজানীমো যথৈতদশুশ্রিষ্যাৎ ।—কেন ৩

‘সেখানে চক্ষু বাইতে পারে না, বাক্য বাইতেপারে না, মন বাইতে পারে না, বুদ্ধি বাইতে পারে না ; তাহাকে আমরা জানি না ; কিরূপে তাহার উপদেশ দেওয়া বাইবে ?’

আরও বক্তব্য এই যে, যিনি বাহাকে প্রকাশিত করেন, সে কখনও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । সূর্য্যের দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত হয় । সূর্য্যকে কি জগৎ উজ্জলিত করিতে পারে ? ব্রহ্মের দীপ্তিতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় (বুদ্ধি, মন প্রভৃতি) দীপ্তিমান ; তাহারই প্রভাৱ সকলে প্রভাবিত । তবে তাহারা তাহাকে প্রকাশিত করিবে কিরূপে ?

তবে ভাস্কর্য্য অনুভূতি সর্ব্বাঃ তত্ত্ব ভাঙ্গা সর্ব্বমিদং বিভাতি ।—কঠ, ৪।১৬

‘তাহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান ; তাহার প্রভাতেই সকলে প্রভাবিত ।’

আর এক কথা । জ্ঞান অর্থে জ্ঞানের বিষয় হওয়া । যিনি কিয় (object) এবং বিষয়ী (subject)—উভয়েরই উপরে, তিনি কিরূপে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয় (object) হইবেন ? সেইজন্য বাজবল্ক্য বলিয়াছেন—বিজ্ঞাতারম্বে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহৎ ২।৪।১৫ । ‘বিজ্ঞাতা (subject) কিরূপে বিজ্ঞাত (object) হইবেন ?’ তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র

বলা যায় যে “অন্তি”—তিনি আছেন। তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

অন্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং তদুপসত্যতে।—কঠ ৩।১২

‘অন্তি—এইমাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।’*

জ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান; বোধের উপর প্রতিবোধ। ইহাকে সমাধি বা যোগজ মতি (Intuition) বলা যায়। সে অবস্থায় পরব্রহ্মকে জানা যায় কিনা?

কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ মন বুদ্ধির অগোচর হইলেও পরব্রহ্ম সমাধি-বেত্তা। এই মত সমর্থনের জন্ত তাঁহারা নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করেন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরাঃ হর্বশোকৌ জহাতি।—কঠ ২।১২

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অতিক্রম করেন।’

এখানে ‘দেব’ শব্দে কাঁহাকে উদ্দেশ করা আছে? নিবিশেষ ব্রহ্ম না সবিশেষ ব্রহ্ম? যোগের পূর্বার্জের লক্ষ্য করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

তং হৃদর্শং গুঢ়মমুশ্রবীষ্টং শুভাহিতং গজযোঃ পুরাণম্।—কঠ, ২।১২

সে দেব কিরূপ? ‘তিনি হৃদর্শ, গুঢ়, (প্রপঞ্চে) অনুপ্রবিষ্ট,

* এ বিষয়ে মহাকবি গ্যেটে বাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রশিয়ানযোগা।

“Who dare express Him?

And who profess Him?

Who, feeling, seeing,

Deny His Being,” etc,

Goethe's Faust, Part I, Scene Xvi

পুরাতন এবং স্ববয়েস মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত।' এখানে যে সবিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? কঠ উপনিষদের আর একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

হুমা মনীষা মনসাতিকপ্তো য এতদ্ বিহুরমৃতাত্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬৯ *

'তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট করেন; তাহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।' "হুমা" এই শব্দের প্রয়োগ থাকিতে বুঝা যাউতেছে যে, এখানে পূর্ব মন্ত্রোক্ত 'গুহাহিত গহবরেষ্ট' পুরুষই লক্ষিত হইতেছেন। মুণ্ডক উপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়েও ঐ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেখানেও নির্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হন নাই।

যদা পশ্যাৎ পশ্যাতে ব্রহ্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাণে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥—মুণ্ডক ৩।১৩

জ্ঞানপ্রসাদেন বিগুঞ্চসম্ ততস্ত তঃ পশ্যাতে নিকলং ধ্যানমহানঃ ॥—মুণ্ডক ৩।১৮

'জীব যখন জ্যোতির্ময়, কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করে, তখন সে পাপ পুণ্য পরিভাগ করিয়া নির্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করে।'

'জ্ঞান-প্রসাদে বিগুঞ্চিত (সাধক), ধ্যানযোগে নিকল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করে।'

* এই মন্ত্রের যেভাষ্যতরে (৪।১৭) যে পাঠ দৃষ্ট হয় তাংপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সবিশেষ ভাবই যে লক্ষ্য, তাহিরে সংশয় থাকে না।

এই বেদো বিশ্বকর্মা মহাক্ষা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

হুমা মনীষা মনসাতিকপ্তো য এতদ্ বিহুরমৃতাত্তে ভবন্তি ॥

'এই বেদ বিশ্বকর্মা মহাক্ষা, জীবগণের হৃদয়ে সদা অবস্থিত আছেন, তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট করেন ইত্যাদি।' যিনি বৃষ্টিকর্তা, হৃদয়াকাশে অবস্থিত, তিনি কখনই নির্বিশেষ হইতে পারেন না।

বাহ্যকে নিষ্কল পরমায়া বলা হইল, তিনিও যে সেই গুহাহিত পুরুষ তাহা পরবর্তী মস্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

এবোংপুয়ায়া চেতসা বেদিতব্যঃ।—বৃহৎ, ৩।১।৩

‘এই যে অণু আত্মা (দহরাকাশে অধিষ্ঠিত), তাহাকে চিত্তের দ্বারা জানা যায়।’ কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে।—

পরাক্রি থামি বাতৃণং স্বয়ম্ভু তুত্মাংপরাক পততি নাত্তরান্।

কশিকীরঃ প্রত্যগায়ানমৈকদাবৃত্তচকুরমৃতহমিচ্ছনঃ।—কঠ ৪।১

‘স্বয়ম্ভু (ভগবান্) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিস্পৃথ করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচকু হইয়া (বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়প্রাণ প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।’ “প্রত্যগাত্মা” শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায় না, গুহাহিত পুরুষকেই লক্ষ্য করা হয়।

এষ সর্বেষু ভূতেশু গৃঢ়োহস্মা ন প্রকাশতে।

দৃষ্টতে তদ্বারা বুদ্ধাঃ স্মরমাঃ স্মদর্শিতঃ।—কঠ ৩।২

‘এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু স্মদর্শীরা ইহাকে স্মর স্মৃতীকৃত বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।’ এখানেও সর্বিশেষ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাহারই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—যে তিনি বিশ্বস্থষ্টি করিয়া তাহাতে প্রত্যগাত্মা রূপে অল্পপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎসৃষ্টাঃ তদেব অল্পপ্রাধিগাঃ।—তৈত্তি, ২।৬।১

অপি সংরাধনে প্রত্যাকাদৃদানাত্মাঃ।—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৪

‘সংরাধন কালে তিনি দৃষ্ট হন, শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণ’—এই

ব্রহ্মহুত্রেও সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ সংসারান অর্থে তত্ত্ব, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অন্তর্ধান।

“সংসারান-কালে শতস্তি বোদ্ধিঃ। সংসারান চ তত্ত্বাধ্যাক্ষণিবানাত্তত্বানব।”

—শঙ্করভাষ্য

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতি। ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম অবৈতি। ব্রহ্মবিদ্যাপোতিগমঃ।—তৈত্তিরীয় ২।১।১

‘ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হওয়া যায়।’ ‘ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম জানা যায়।’ ‘ব্রহ্মজ্ঞানী পরম (পদ) লাভ করেন।’—ইত্যাদিস্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী পরম বস্তু লাভ করেন, এই কথা বলিয়া ঐতি ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

সত্যজ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয় ২।১।১

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, সচ্চিদানন্দ বলিয়া ব্রহ্মের যে ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা তাঁহার সবিশেষ ভাব, নির্বিশেষ ভাব নহে।

এই যে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব, ইহাও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে; কেবলমাত্র সমাধি-লভ্য। এই সমাধি দ্বিবিধ; সবিবক্ল ও নির্বিকল্প। সবিবক্ল সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্ব্যাতা ও দ্ব্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে; কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত বৈভূতদর্শন তিরোহিত হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্ব্যাতা ও দ্ব্যেয়, বিষয়ী ও বিষয়—একাকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ উপনিষদে বলা হইয়াছে—

যস্মিন্ সর্গাণি ত্তানি আশ্বেবাত্ত্বিগানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একমহমুপশ্যতঃ।—ঈশ, ৭

‘যখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায়, তখন সেই একৈক্যদর্শীর পক্ষে শোক, মোহের অবসর থাকে না।’ কারণ

যদা হ্যেবৈষ এতন্নিরুদয়নস্তরং কুরুতে ।

অথ তস্তা ভবতি ।—তৈত্তিরীয় ২।৭।১

‘দ্বৈত হইতেই ভয়ের উৎপত্তি হয় ; যতক্ষণ অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্টি থাকে, ততদিন তর দূর হয় না ।’ কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইলেই সকল ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ অন্তর্হিত হইয়া যায় ।

এ বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিতে উদ্ভূত হইয়া নিজের বাহ্য কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল তাহা মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন । মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন ; তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী যদি বিভূর্ণা হয়, তবে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন তাহা কিরূপে হইবে ? মৈত্রেয়ী বলিলেন—

যেনাহং নামৃতাত্ত্বান্ কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্ ।

‘আহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহাতে আমি কি করিব ? আপনি আমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বলুন ।’ ঋষি তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিলেন—

যত্র হি দ্বৈতমিষ ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং
ইতরং যদরতে তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং
সৃণোতি তদিতর ইতরং
হস্তৈঃ তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং
বিজ্ঞানান্তি, যত্র তস্তা সর্ববাসৈবাত্মন্তং
কেন কং পশ্যেত্তং কেন কং জিহ্নেত্তং কেন কং রসয়েত্তং
কেন কং কথয়িত্বয়েত্তং কেন কং স্পৃশেত্তং
কেন কং বিজানীয়াদেনেনং সর্বং
বিজ্ঞানান্তি তং কেন বিজানীয়াৎ । স এষ নেতি নেত্যাখ্যাহৃগৃহো
নহিগুহতে অশীর্ঘো নহি শীর্ঘতেহসঙ্গো
নহি সজ্ঞাতেহনিতো ন বাধ্যতে স বিবাক্তি
বিজ্ঞাতারগরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি
মৈত্রেয়োতাবদয়ে।থলু অনুভবমিতি হোক্তা
যাজ্ঞবল্ক্যো বিজ্ঞহার ।—বৃহ, ৪।৫।১৫

“যখন দ্বৈত ভাণ থাকে, তখনই একে অত্রকে দর্শন করে, একে অত্রকে ভ্রাণ করে, একে অত্রকে আত্মাদান করে, একে অত্রকে বলে, একে অত্রকে শ্রবণ করে, একে অত্রকে মনন করে, একে অত্রকে স্পর্শ করে, একে অত্রকে জানে ; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায় (আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না), তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে ভ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আত্মাদান করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে ? বাহ্যদ্বারা এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকে কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে ?’ সেই আত্মার পরিচয় “নেতি নেতি”—ইহা নয়, ইহা নয় । তিনি অগ্রাহ্য—তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অনীর্ঘ্য—শীর্ণ হন না, তিনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, তিনি অসিত—ব্যথিত ক্ষুভিত হন না । যিনিই বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে বিজ্ঞাত হইবে ? হে মৈত্রেয়ি ! এই তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করা হইল ; ইহাই অমরত্ব লাভের উপায় ।’ এই বলিয়া যাস্তবক্ষ্য নিশ্চাস্ত হইলেন ।”

এই নির্বিকল্প সমাধির একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কেন উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

বস্তুমতঃ তন্ত্ৰ মতঃ মতঃ যন্ত ন বেষ সঃ ।

অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞানতাম্—কেন ২।৩

‘যিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই জানেন ; যিনি জানেন, তিনি জানেন না । ব্রহ্ম যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত, আর যিনি জানেন না তাঁহারই জ্ঞাত ।’ প্রথম দৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রলাপবাক্য মনে হইলেও কথাটি বড়ই ঠিক । যে পর্যাস্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ভেদ-দর্শন থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন ; কিন্তু ভেদ বুদ্ধি বৃহিত হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান একাকার বোধ হইলে, তবে ব্রহ্ম জ্ঞাত হনেন । এ

অবস্থা বচনানীত। এ বোধ জ্ঞান নহে, অজ্ঞানও নহে, অনির্বচনীয় কোন কিছু।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয়? এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে দুইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর এই যে, ব্রহ্ম যখন নির্বিশেষ, তাঁহাতে যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার, বিষয় ও বিষয়ী (Object ও Subject) দ্রষ্টা ও দৃষ্ট একীভূত, তখন তাঁহার জ্ঞান সম্ভবে না; কারণ জ্ঞান বলিলেই বিষয় বিষয়ীর, জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের ভেদ বুঝায়। যেখানে এ ভেদ তিরোহিত, সেখানে জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? * দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ব্রহ্ম যখন বিষয়ী (Subject), তখন তিনি বিষয় হইতে পারেন না; কারণ বিষয় হইলে তিনি আর বিষয়ী থাকিতে পারেন না। †

ব্রহ্মই যে বিষয়ী (knowing subject) একথা নিম্নোক্ত প্রতীতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

* ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ ।—কঠ ২।১৮।

সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিরুপদঃ ।—শ্বেত ৬।১৪।

এবমেবাত্ম পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ বোদ্ধশকলাঃ ।—শ্রুত ৬।৫।

‘তিনি বিপশিৎ (জ্ঞাতা), জন্মমৃত্যুহীন। তিনি, সাক্ষী, চেতন, কেবল, নিরুপদ। এই পরিদ্রষ্টার সেই বোদ্ধশকলা।’ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিষয়ী বলিয়া ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব একাধিক স্থলে প্রতীপাদিত হইয়াছে।

* The Supreme Atman is unknowable because he is all-comprehending unity, whereas all knowledge presupposes a duality of subject and object.—Deussen p. 79.

† The Atman as the knowing subject can never become an object for us and is therefore itself unknowable.—Deussen. p. 403.

যেনেৎ সৰ্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীমাং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াসিতি

—বৃহ ২।৪।১৪।

ন দৃষ্টেঋণ্যং পশ্চেন্ ক্রতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াং ন মতেম স্তারং মনীষা ন বিজ্ঞাতে-
বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ ।—বৃহ ৩।৪।২ ।

তথা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টু অশ্রুতং শ্রোতু অমতং মন্তু অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতু
নাস্তম্ অতোহস্মি দ্রষ্টু নাস্তদতোহস্মি শ্রোতু নাস্তদতোহস্মিমন্তু নাস্তদতোহস্মি
বিজ্ঞাতু ।—বৃহ, ৩।৮।১১

‘বীহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হয় তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ? যিনি
জ্ঞাতা (যিনি দ্রষ্টা সাক্ষীমাত্র), তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?’

‘দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতা,
তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?’

‘হে গার্গি ! নেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অদৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু
শ্রোতা, অমত কিন্তু মন্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা । তিনি ভিন্ন অস্ত
দ্রষ্টা নাই, অত শ্রোতা নাই, অস্ত মন্তা নাই, অন্য বিজ্ঞাতা নাই ।’

এই বিষয় কেন উপনিষদে অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

যজ্ঞাচানভ্রাদিতং যেন বাগভ্রাত্ততে ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিজি নেদম্ যদিদমুপাসতে ॥

যজ্ঞননা ন মন্তুতে যেনাহম নৌ মন্তম্ ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিজি নেদম্ যদিদমুপাসতে ॥

যচ্চ কুবা ন পশ্যতি যেন চক্ষুঃ পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিজি নেদম্ যদিদমুপাসতে ॥

যচ্ছ্রীত্রেণ ন শৃণোতি যেন জ্যোত্ৰমিদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিজি নেদম্ যদিদমুপাসতে ॥

যৎ প্রাণেন ন গ্রাসিতি যেন প্রাণঃ প্রাণীরতে ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিজি নেদম্ যদিদমুপাসতে ।—কেন ১।৪-৮ ।

‘বাক্যের দ্বারা বাঁহার বচন হয় না, বাঁহা দ্বারা বাক্য উক্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম । তাঁহাকে জ্ঞান । এই বাঁহা উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’

‘মনের দ্বারা বাঁহার মনন হয় না, যিনি মনকে মনন করেন, তিনিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি ।’

‘চক্ষুদ্বারা বাঁহার দর্শন হয় না, যিনি চক্ষুকে দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি ।’

‘কর্ণের দ্বারা বাঁহার শ্রবণ হয় না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি ।’

‘প্রাণের দ্বারা বাঁহার আশ্রয় হয় না, যিনি প্রাণকে আশ্রয় করেন, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি ।’

এই মর্মে বৃহদারণ্যক বলিতেছেন ।—

* এষ ত আত্মান্তর্ঘামী অমৃতঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতো শ্রোতা অমতো মস্তা অবিজাতো বিজাতা নাস্তঃ অতোত্তি দ্রষ্টা নাস্তঃ অতোত্তি শ্রোতা নাস্তঃ অতোত্তি মস্তা নাস্তঃ অতোত্তি বিজাতা—৩৭২৩

‘এই তোমার অন্তর্ঘামী অমৃত আত্মা অ-দৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা; অ-শ্রুত কিন্তু শ্রোতা, অ-মত কিন্তু মস্তা, অবিজাত কিন্তু বিজাতা । তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জ্ঞাতা নাই, শ্রোতা নাই, মস্তা নাই, বিজাতা নাই ।’

সেইজন্য তাঁহাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু বলা যায় ।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনস্যো মনো যদ্যচোহবাচঃ ন উ । প্রাণস্ত প্রাণঃ চক্ষুষ্ককৃঃ ।

—কেন ২ ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র বিষয়ী (subject), তিনি কখনও দৃষ্ট, বিষয়, (object) হইতে পারেন না । অতএব তিনি অজের ।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ভূমা ।

যেটি ভূমা তৎস্বয়ং ভূমৈব স্বয়ং ভূমা যেষ বিজ্ঞানাসিতব্যঃ—ছান্দোগ্য ৭।২।৩

‘যিনি ভূমা তিনিই স্বয়ং, ভূমাই স্বয়ং, ভূমাকে জানিতে হইবে ।’

ভূমা কি ?

যত্র নাস্তৎ পশ্যতি নাস্তৎ শৃণোতি নাস্তৎ বিজান্নাতি স ভূমা । অথ যত্রাস্তৎ পশ্যতি অস্তৎশৃণোতি অস্তৎ বিজান্নাতি তদন্নং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ বদন্নং তদ্বর্ত্যং ।

—ছান্দোগ্য ৭।২।৪।

‘যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনিই ভূমা ; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অস্ত বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অন্ন ; যিনি ভূমা, তিনি অমৃত । যাহা অন্ন, তাহা মর্ত্য ।’

ব্রহ্ম যখন ভূমা, তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একাকার ভাব । তিনি দৈত-রহিত, অবৈত ।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।—ছা ৬।২।১

নানাদেশের, ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে অবকাশ নাই । অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন ? এই ভাব বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি মনোজ্ঞভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

যত্রিহৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিহ্মতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিষদতি তদিতর ইতরং বিজান্নাতি । যত্র বা অস্ত সর্বমাস্মৈ বাতৃং তৎ কেন কং জিহ্মেং তৎ কেন কং পশ্যেং তৎ কেন কং শৃণুয়াং তৎ কেন কং অভিষদেং তৎ কেন কং মরীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ।—বৃহ ২।৪।১৪

অর্থাৎ “যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয় সেখানেই অপর অপরকে আভ্রাণ করে, অপর অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর

অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে ; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে ?* অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, একাকার, ভূমী—তখন তিনি জেগে হইতে পারেন না ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

সত্যস্য সত্যম্ ।

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী রহস্য-নাম “সত্যস্য সত্যম্ ।”

তন্ত্রোপনিষৎ সত্যস্ত সত্যমিতি ।—বৃহ ২।১।২০

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ । অস্ত্র সমস্ত অসৎ । ব্রহ্মই পরমার্থ (sole reality) । তাঁহারই সত্যায় জগতের সত্যত্বের ভাব । * সেই জন্তই তাঁহার নাম “সত্যস্ত সত্যম্” । ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন :—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ।—ঐ।১২৪।৪৬

‘সদন্ত এক, তাঁহাকে বহুরূপে বলা হয়।’ এই যে বহুত্ব, এই যে নানা—ইহা বাক্য মাত্র । বস্ত্ত এক বই দ্বিতীয় নহে ।

তিনি ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ,’—অর্থাৎ তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্ত্ত নাই । ব্রহ্মই একমাত্র সৎ । ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ, সমস্তই অসৎ,—বাস্তব পক্ষে তাহাদের সত্তা নাই । যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, তাহা পরম্ব থাকিবে না । যাহা গতকাল ছিল, তাহা আজ নাই । আজ যাহা নাই, আগামী কাল তাহা হইবে । এইরূপ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকিবে না ; স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, স্মৃতিতে তাহা থাকিবে না । অতএব তাহা অসৎ বই আর কি ? কিন্তু ব্রহ্ম সকল

কালে, সকল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন ; অতএব
ব্রহ্মই একমাত্র সৎ । সেইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন ।

সমেব সোমা ইবম্ অগ্র জামীং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।—ছান্দোগ্য ৬।২।১

‘আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন ।’

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীং ।—ইতরের ১।১

‘আদিতে একই আত্মা ছিলেন ।’

ব্রহ্মৈবেদং সৰ্বম্ ।—মুণ্ডিহ ৭

‘ব্রহ্মই এই সকল ।’

আত্মৈবেদং সৰ্বম্ ।—ছান্দোগ্য ৭।২।১২

‘আত্মাই এই সকল ।’

নেহ নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

‘এখানে বহু নাই (একই সব) ।’

ব্রহ্মৈবম্ সৰ্বম্ ।—ইতরের ১।১

‘ব্রহ্মই এই সকল ।’

সংখ্যে নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

‘সংখ্যে বহু নাই (একই সব) ।’

সংখ্যে নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

‘সংখ্যে বহু নাই (একই সব) ।’

সংখ্যে নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

‘সংখ্যে বহু নাই (একই সব) ।’

সংখ্যে নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

‘সংখ্যে বহু নাই (একই সব) ।’

আত্মাই উর্ধ্বে, আত্মাই সমুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই
উত্তরে, বাহ্য কিছু সমস্তই আত্মা ।'

অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম তির আর কিছুই নহে।

উপনিষদের উপদেশ এই যে, সমস্তই ব্রহ্ম ।

मर्कटः पश्चिमः दक्षः ।—हा ७१४।१

তিনি ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

স এতাবত্যাং স উপরিষ্ঠাং, স শক্তাং স পুরতাং, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এসেবদ্য
সম্মিতি।—হা ৭/২৪।২

‘তিনিই অধে, তিনিই উর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।’

ननु तद्विधीयमस्ति ततोऽहम्भविभक्तः सः पश्येत्—बृह ४।३।२७

যজ্ঞ বা অস্তমিব ভাণ্ড তজ্জ্যোতিঃকৃত্য পশ্যেৎ অস্তোহস্তজিহ্বেষ অস্তোহস্তব্রহ্মনদেৎ
অস্তোহস্তব্রহ্মনদেৎ অস্তোহস্তজহ্মদ্যদ অস্তোহস্তব্রহ্মদীত অস্তোহস্তব্রহ্মদ্যদ অস্তোহস্ত-
ব্রহ্মদীত।—বৃহ, ৪।৩।৩১

‘‘তিনি ভিন্ন বচন দ্বিতীয় নাই তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন কে কিরূপে
 দেখাবে ?’’ ‘‘যদি অল্প কিছু থাকিত তবে অপর অপরকে দর্শন করিত,
 আশ্রয় করিত, আশ্রয়ন করিত, বচন করিত, শ্রবণ করিত, বচন
 করিত, স্পর্শ করিত, বিজ্ঞান করিত।’’

সেই বড় প্রতিশ্রুতি লষ্টে ভ্রাতার অনাধার নিষেধ করিয়াছেন।

"देहं ज्ञानादिति किञ्चन" ।

কলম উপনিষদে ব্যবহার দেখা যায়।

করতেন। কলিকাতা-ব্রিটিশ শাসন কিংবা

सुखाय न दुःखायऽपि न हेह मानसः समाधिः ॥—सुख ७७५२॥

सत्यमेव जयते ।

सुखस्य च कर्तृभावोक्तिश्च हेतुभावस्य गच्छति ।—कठ २।१।१०-

মনসৈবেদনাপ্তব্যং নেষ নানান্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥—কঠ ২।১।১১

‘মনের দ্বারা ইহা দৃষ্টি করা কর্তব্য যে এখানে কোন কিছু নানা (বহ) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।’

‘যিনি এখানে, তিনিই সেখানে। যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।’

‘মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে এখানে কিছু নানা (বহ) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।’

এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য কি? জগতে আমরা বিবিধ বৈচিত্র্য, বহু ভেদ দেখিতেছি; অথচ শ্রুতি অদ্বৈতের উপদেশ করিয়া দ্বৈতের বারণ করিলেন! উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি এই ভাবে অদ্বৈতের প্রতিপাদন ও ভেদের বারণ করিয়াছেন। শ্রুতি কোথায়ও কোথায়ও বলিয়াছেন যে, এই যে নানা, দ্বৈত, ভেদ,— ইহা মারামাত্র, অসৎ, অবস্থ। আবার কোথায়ও কোথায়ও দেখাইয়াছেন যে, জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (mode) মাত্র।

যেতান্বতর উপনিষদ প্রকৃতিকে মারামাত্র বলিয়াছেন—

মায়াত্ব প্রকৃতিং বিভাৎ।—শ্বেত ৪।১০

অল্পজ্ঞ শ্রুতি বলিয়াছেন যে “জগৎ যেন আছে,” “দৈত যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে,” “নানা যেন আছে;” অর্থাৎ দ্বৈত, দ্বিতীয় বাস্তবিক নাই। কেবল তাহার ভাণ হয় মাত্র।*

* The world exists, as it were (ইব)।

বহুবিধৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরঃ জিহ্বতি ইত্যাদি ।—বৃহ ২।৪।১৪

বহুবা অস্তমিব স্তাৎ ইত্যাদি ।—বৃহ. ৪।৩।৩১

ব ইহ নানা ইব পশুতি—বৃহ ৪।৪।১২, কঠ ২।১।১০, ১১

অন্যত্র উপনিষদ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

যায়তীব লেনায়তীব—বৃহ ৪।৩।৭

‘জীব যেন ধ্যান করে । যেন ক্রীড়া করে ।’ এই “ইব” শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । জগৎ যদি মায়ামাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জগতের সম্বন্ধে “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিতেন না । ছানোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, যেতকেতু ঋষি-পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেনাক্রতঃ ক্রতঃ ভবতি অমতঃ মতঃ অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতমিতি কথং ন ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ।—ছা ৬।১।৩

‘হে ভগবান্ ! সেই আদেশ (রহস্ত্র উপদেশ) কি, যদ্বারা অক্রত ক্রত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় ।’ অর্থাৎ এমন কোন বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না । ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন ।

যথা সৌম্যেকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং বৃক্ষয়ঃ বিজ্ঞাতঃ স্তাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ঃ যুক্তিকেত্যেব সত্যান্ ।—ছা ৬।১।৪

যথা সৌম্যেকেন লোহমপিবা সর্বং লোহময়ঃ বিজ্ঞাতঃ স্তাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ঃ লোহমিত্যেব সত্যান্ ।—ছা ৬।১।৫

যথা সৌম্যেকেন নবনিকুন্তনেন সর্বং কাক রিয়ঃ বিজ্ঞাতঃ স্তাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ঃ কাকারমিত্যেব সত্যমেবঃ সোম্য স আদেশো ভবতীতি ।—ছা ৬।১।৬

“হে সোম্য ! যেমন একখণ্ড যুক্তিকাকে জানিলে সমস্ত বৃক্ষের বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা যুক্তিকারই বিকার, বাক্যের বোজনা, নাম বাক্র, যুক্তিকা ইহাই সত্য ; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময়

বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের বোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য ; যেমন একখণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের বোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য ; ব্রহ্মতোম্য ! এ আদেশও সেইরূপ ।” অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত মাত্র । ইহা বাক্যের বোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র ।

অনেনৈব জীবনান্নানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ—হা ৩।৩৩

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদসাধন করিলেন ।’

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত—বৃহ ১।৪।৭

‘তাহা নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন ।’

আকাশোহৈব নামরূপয়ো নির্বাহিতা—হা ৩।১৪।১

‘আকাশই নাম রূপের নির্বাহক ।’

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জগৎ অসৎ, মিথ্যা । যেমন সুবর্ণকুণ্ডল বলয় হার প্রভৃতি বাহ্য নৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে, কাহারও রূপ কুণ্ডলাকৃতি, কাহারও রূপ বলয়াকৃতি, কাহারও নাম কুণ্ডল, কাহারও নাম বলয় । কিন্তু রসায়নের চক্ষে ইহা কেবল নাম-রূপের ভ্রান্তি । বস্তুতঃ কুণ্ডলও নাই, বলয়ও নাই, আছে কেবল সুবর্ণ । সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু জগদাকারে বিবর্তিত হইতেছেন ।

জগতের এই যে বিচিত্র বিষয়ভেদ—নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, পশু, মনুষ্য—ইহাদেরও কেবল পরস্পরের নাম রূপের প্রভেদ, বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই । কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্বত ; কাহারও রূপ এক প্রকার, কাহারও রূপ অন্য প্রকার । কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা সব সেই ব্রহ্ম । যেমন হারে ও বলয়ে নাম রূপের ভেদ

ধাকিলেও উভয়ই স্বৰ্ণ; সেইরূপ জাগতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে নান্দ্রুপের প্রভেদ সবেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেইজন্য কোষীতকী উপনিষদ্ জগতের নানান্দ্র নিবেদন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

ভদ্র যথা ব্রহ্মত্ব অরেন্ নৈবিরপিতো নাতাবরা অর্পিতা এবনৈবিতা ভূতমাত্রাঃ
প্রজামাত্রাঃ অর্পিতাঃ প্রজামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ । স এব প্রাণ এব
প্রজাহানন্দোহমরোহবৃত্তঃ ।—কোষীতকী ৩৮

‘যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে এইরূপ ভূত সমূহ ইন্দ্রিয়ে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজাহানন্দ অজর অমর, ব্রহ্ম।’

এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত বাহ্য কিছু—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যো অন্যত্র আঙ্কনো ব্রহ্ম বেদ কত্রং তং পরাদাৎ যো অঙ্কন
আঙ্কনঃকত্রং বেদ . . . সর্কং তং পরাদাৎ যঃ অঙ্কন আঙ্কনো সর্কং বেদ । ইদং ব্রহ্ম
ইদং কত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবা ইযানি ভূতানি ইদং সর্কং বহয়ন্ আত্মা ।—বৃহ ২।১।৩

এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি পুত্র যেতকেতুকে
প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিবিধ ব্যাপারের (নদীর প্রবাহ, বীজের অঙ্কুর,
জীবের স্বপ্ন স্রবুপ্তি প্রভৃতির) মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ
উপদেশ দিয়াছেন—

স য এব অগ্নিমা ঐতদান্মানিদং সর্কং তং সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি বেত-
কেতো ।—ছান্দোগ্য ৬।৮।৭

‘ও সেই অগ্নিমা, তদান্যক এই সমস্ত। তিনিই সত্য তিনিই আত্মা।
তুমিই তিনি যে যেতকেতু।’

অর্থাৎ জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু ব্যাপার ঘটতেছে, সে সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত । তিনিই সব, তিনিই সত্য ; তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই ।

অন্ততঃ শ্রুতি সমস্ত জাগতিক পদার্থকে ব্রহ্মেরই প্রকার বাবিধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

স যথোৰ্ণাভিস্তত্ত্বনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃসুজ্ঞা বিশ্বলিঙ্গা ব্যাচরন্ত্যেবমবাসাদ আত্মনঃ সৰ্বে প্রাণাঃ সৰ্বে লোকাঃ সৰ্বে দেবাঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ব্যাচরন্তি ।—বৃহ ২।১।২

‘যেমন উৰ্ণনাভি হইতে তত্ত্ব নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে সুদ্র বিশ্বলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ নির্গত হইয়াছে ।’ * সেইজন্য ঐতরেয় উপনিষদ বলিয়াছেনঃ—

এব ব্রহ্মৈব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সৰ্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আগ্নে জ্যোতীঃখীভ্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীৰ বীজানীতরানি চেতরাণি চাক্ষুজানি চ জালজানি চ শ্বেদজানি চোত্তিজানি চাৰ্ঘ্য পানঃ পুরুষা হস্তিনো বৎ কিল্বেদাঃ প্রাণি জগন্মঃ চ পতত্রি চ বচ্চ স্থাবরম্ । সৰ্বং তৎ প্রজ্ঞানেন্দ্রঃ প্রজ্ঞাবে প্রতিষ্ঠিতঃ প্রজ্ঞানেন্দ্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।—ইত্থংগৌ ৫।৩

‘এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত পৃথিবী বায়ু আকাশ অগ্নি ও জ্যোতিঃ, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণুজ দ্রবায়ুজ, শ্বেদজ, উত্তিজ জীব, অথ গো পুরুষ হস্তী, বাঘ কিছু প্রাণী জগন্ম পক্ষী স্থাবর, সমস্তই প্রজ্ঞানেন্দ্র । প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত । প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা । প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ।’

এই জন্যই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন :-

* There is no universe outside of the Atman, our self, our soul.

আত্মনো বা অগ্রে দর্শনের অবগেহে মতা বিজ্ঞানেন ইদং সৰ্ব্বং বিদিতম্ ।—বৃহ ২।৪।৫

‘আত্মার দর্শন অবগেহে মনন বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয় ।’

অতএব শ্রুতির উপদেশ এই :—

আত্মা বা অগ্রে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহ ২।৪।৬

‘আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন অবগেহে মনন নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’
কারণ সমস্ত পদার্থ যখন তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে আর কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে । এই বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ।

স যথা হৃদ্মতেইচ্ছমানস্ত ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দরূদাৎ গ্রহণায় হৃদ্মতেইচ্ছ গ্রহণেন
হৃদ্মত্যাযাতস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ।—বৃহ ২।৪।৭

স যথা শব্দস্ত যারমানস্ত ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দরূদাৎ গ্রহণায় শব্দস্য তু গ্রহণেন
শব্দস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ।—বৃহ ২।৪।৮

স যথা বীণায়ৈ বাস্তমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দরূদাৎ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন
বীণাবাদস্ত বা শব্দো গৃহীতঃ ।—বৃহ ২।৪।৯

অর্থাৎ ‘যেমন হৃদ্মতি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু হৃদ্মতি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয় ; যেমন শব্দ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শব্দ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয় ; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয় । ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ ।’

অর্থাৎ যেমন একই বাস্তব হইতে নানা প্রকার শব্দ উৎপত্তি হয়,—সে নানান্ত ভেদ এক বাস্তবেরই প্রকার বা বিধা মাত্র ; সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগৎয়ের এই নানান্ত প্রতিভাত হইতেছে । এই নানা তাঁহারই বিধা বা

প্রকারভেদ । অতএব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয় । *

সেই জন্য শোনক ঋষি অঙ্গিরার নিকট

কল্পিত ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।—মুণ্ডক ১।১।৩

“হে ভগবান্ ! কাঁহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়?” এই প্রশ্ন করিলে অঙ্গিরা তাঁহাকে পরাবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছিলেন ; যে বিজ্ঞা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায় ।

‘অম পরা যদা তদ্ অক্ষরমবিগ্যাতে ।’

ইহার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয় । সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূৰ্ব্বতন মহর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে আজ ইহাতে আমাদের আর কোন কিছু অশ্রুত, অবিজ্ঞাত রহিল না ।

এতদ্ য অ বৈ তুষ্টিবাংস আতঃ পূৰ্বে মহাশলা মহাপ্রোত্রিকা ন বোহনা কন্দাক্রতমসতমবিজ্ঞাতন্ উদাহরিষতীতি ।—ছা ৬।৪।৫

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তনাত্মক, যখন সমস্ত জাগতিক পদার্থ ব্রহ্মেরই প্রকারভেদ, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিতে পারে না ।

ব্রহ্ম একমেবদ্বিতীয়ম্ । ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিতে টকাও বলা হইল যে, তিনি নির্দোষভাবে সম (absolute homogeneity) ।

নির্দোষঃ হি সৰ্বং ব্রহ্ম—শ্রীজা, ১।১০

অর্থাৎ ব্রহ্ম ত্রিবিধভেদরহিত ।

* This is also the meaning of the illustrations in Brih 2. 4. 7-9. The atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyra), the phenomena of the universe are its notes. Just as the notes can only be seized, when the instrument is seized ; so the world of plurality can only be known when the atman is known—Deussen p. 76 .

জগতে তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়—বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত।
বিভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুতে যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ—যেমন পদ্মে
ও মাল্লুখে প্রভেদ। ব্রহ্ম বখন এক, ব্রহ্ম ভিন্ন বখন অজ্ঞাতীয় পদার্থই
নাই, তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয়-ভেদ-বর্জিত, তাহা স্থানিতেই হয়। এক
জাতীয় দুই বস্তুতে যে ভেদ, তাহাই সজাতীয় ভেদ—যেমন রায়ে ও শ্রায়ে
প্রভেদ। ব্রহ্ম বখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষহীন (unique), তাহাতে সজাতীয়
ভেদেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? একই ব্যক্তিতে অবয়বগত যে ভেদ,
তাহাই স্বগত ভেদ; যেমন একই বৃক্ষের পত্র শাখা ফুল ফল প্রভৃতির
প্রভেদ। ব্রহ্ম বখন অকল (অবয়বহীন), তিনি যখন নির্দোষ-সম,
সর্বাংশে একরূপ, তখন তাহাতে স্বগত ভেদেরও অবকাশ নাই।

ব্রহ্মই পরাৎপর—চরম তত্ত্ব।

যদ্যং পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—বেত, ৩।২

‘যাহার পরে অপরে কোন কিছু নাই।’ সীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—

মন্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নাস্ত্যতিথনস্তয়।—৭।৭

‘হে ধনঞ্জয়! আমি হতে পরতর অস্ত কিছু নাই!’

—

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আমরা নিম্নোক্ত ব্রহ্মের আলোচনা করিয়াছি ।
অতঃপর সম্পূর্ণ ব্রহ্মের আলোচনা করিব ।

নিম্নোক্ত ব্রহ্মের আলোচনায় আমরা জানিয়াছি যে, ব্রহ্মের যে ভাব
লক্ষণের চিত্রের বিশেষণের অতীত, তাহাকেই পরব্রহ্ম বলে । এই
নির্বিবিশেষ নির্বিকল্প নিরূপাধি নিম্নোক্ত পরব্রহ্ম যখন মায়্যা-উপাধি
অঙ্গীকার করেন, যখন তিনি মায়্যা-উপাধির দ্বারা নিজেকে যেন সঙ্কচিত
করেন, তখন তিনি সবিশেষ সবিকল্প সোপাধি সম্পূর্ণ হয়েন । তখন
সীমাহীন চিদাকাশে চিদাত্মের উদয় হয়, অথবা মণ্ডল বৃত্তাকার হইয়া
তন্মধ্যে যেন কেন্দ্র-বিন্দুর (centre) অবতাস হয় । ব্রহ্মের এই বিভাবকে
অপর ব্রহ্ম বা মহেশ্বর বলা হয় ।

মারিনন্ত মহেশ্বরঃ—শ্বেত, ৪।১০

যন্তুর্নাত ইব তত্ত্বাভিঃ প্রধানজৈঃ

ব্রতাবতো দেব একঃ স্বমাবুগোধ—শ্বেত, ৪।১০

‘যেমন উর্ণনাত জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ
ব্রতাবত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন ।’

যেমন দ্বিগিরীক্ষা তেজোমণ্ডলকে কান্দুসের দ্বারা আবৃত করিলে,
তাহার তেজঃ যেন কতক সঙ্কচিত হয়, পরব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব
হয় । সেই জন্ত মায়াকে ব্রহ্মের ববনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে ।

ধ্বনিকা মায়া অগ্নোহিনী—রামানুজ

ভগবৎস্বরূপতিরোধানকরী—রামানুজ

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বাহ্য প্রকাশঃ সর্বত্র বোগমায়াসমাবৃতঃ ।—গীতা, ৭।২৫

এই ভাবে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—

নারায়ণে ভগবতি তদ্বিৎ বিশ্বমাহিতম্ ।

গৃহীতমায়োকৃষ্ণঃ সর্গদাবৃত্তগঃ যতঃ ॥—ভাগবত, ২।৩।২৯

‘এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে । তিনি স্বভাবতঃ নিগুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হইলেন ।’ *

অনন্ত সাগরের যে নিবৃত্ত-নিরুপ্ত প্রশান্ত-নিখর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ ভাব । আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচিবিকুল সঞ্জন-তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব । একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিকুল ; একই ব্রহ্ম কখন নিগুণ, কখন সগুণ । প্রশান্ত সমুদ্র বিকুল হইতেছে, আবার বিকুল সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে ; পরব্রহ্ম মায়াধ্বনিকার আবরণে সগুণ-সমুচিত হইতেছেন, আবার মায়ায় আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুণ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন । পর্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা ; পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিতাব ।

* অধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্যভাষার ‘পরিমিতেন্দ্রি় বিন্মুক্তোতিঃ’ দ্বারা এই ভাব সূচিত হয় । ইহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

The primeval point in the centre of the circle—the Logos as one within the self-imposed encircling sphere of subtlest matter for the purpose of manifestation, for shining forth from the darkness.

* এই ‘encircling sphere’কে Madam Blavatsky ‘The ring pass not’—এই বাক্যের অভিহিত করিয়াছেন ।

ভিন্নকরণীয় আবরণে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ কখন সঙ্গীর্ণ-সসীম হইতেছেন, আবার ভিন্নকরণীয় তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন। †

এই যে সত্ত্ব ব্রহ্ম, ইহাকে বিশেষণে বিশেষিত, চিত্তে চিত্তিত, লক্ষণে লক্ষিত করা যায়। সত্ত্ব ব্রহ্মের লক্ষণ কি? উপনিষদ ইহার দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। বাহ্য পদার্থকে চিনাইয়া দেয়, তাহা সেই পদার্থের লক্ষণ। লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ ও তটস্থ। বাহ্য পদার্থের বস্তুতঃ পরিচায়ক, বাহ্য দ্বারা আমরা পদার্থের প্রকৃত পরিচয় অবগত হই, তাহাই সেই পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ।

† এ লব্ধকে জীমভী এমি বোলাট কয়েকটা অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

Coming forth from the depths of the One Existence, from the One beyond all thought and all speech, a Logos, by imposing on Himself a limit, circumscribing voluntarily the range of His own Being, becomes the manifested God, and tracing the limiting sphere of His activity thus outlines the area of His universe. Within that sphere the universe is born, is evolved, and dies; it lives, it moves, it has its being in Him.—The Ancient Wisdom, p. 51

We may think of Him as an eternal Centre of Self-consciousness, able to merge in Super-consciousness and to again limit Himself to Self-consciousness, when a new universe is to be brought into existence. Isvara enveloped in *Maya*, brings forth a universe and is enclosed, as it were, in the universe of which He is the light. Breaking the shade, the light shines forth in every direction. Dissolving the universe, He still remains, The centre remains, but the circumference that circumscribed it is gone.—Relation of man to God, p. 9.

তটস্থ লক্ষণ পদার্থের অনিত্য সহচর গুণের (accidental attribute) নির্দেশ মাত্র ; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ বস্তুর স্বরূপের (essence) জ্ঞাপক ; আর তটস্থ লক্ষণ বস্তুর অন্তরী গুণের নির্দেশক । যেমন মরণশীলতা বা বাক্শক্তিমত্তা মনুষ্যের স্বরূপ লক্ষণ ; কিন্তু সংসীত-প্রিয়তা মনুষ্যের তটস্থ লক্ষণ মাত্র । বলা বাহুল্য যে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানপক্ষে তটস্থ অপেক্ষা স্বরূপ লক্ষণেরই উপযোগিতা অধিক । সেইজন্য শ্রুতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতে বিরত হন নাই ।

সত্য জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম—তৈত্তি ২।১

বিজ্ঞানমানসঃ ব্রহ্ম—বুহ ৩।২।২৮

‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ’—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য তাঁহার স্বরূপের নির্দেশ করিতেছে—অতএব ইহাই সপ্তম ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ । ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ—৫।১

শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে বলা হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়ারিষ্টকারিণে ।

‘সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ।’

এই অবস্থার তাঁহাতে তিনটি শক্তির প্রকাশ হয় । এই শক্তিব্রহ্মের নাম বথাক্রমে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও সংবিৎ ।

জ্ঞানানন্দ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে সর্বসংহিতো ।—বিকৃপূরণ ।

‘জ্ঞানানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও সংবিৎ, এই শক্তিব্রহ্মের বিধাবার অদ্বিতীয় ভগবানে অবস্থিত ।’

সচ্চিদানন্দব্রহ্মের সৎ, সংবিৎশক্তিযোগে চিত্ত ও জ্ঞানানন্দ-শক্তিযোগে আনন্দস্বরূপ হইলেন । সচ্চিদানন্দ শক্তির ক্রিয়া সত্য বা সত্তা, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং জ্ঞানানন্দ শক্তির ক্রিয়া আনন্দ ।

বলা বাহ্য উপাধি ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। সূর্য্যে আলোক-শক্তি আছে; আমাদের বায়ুস্তরে তাহা প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষু বাধিয়া দিতেছে। কিন্তু বায়ুস্তরের উপরে সূর্য্যের সরিকটে নিবিড় অন্ধকার। কারণ, সেখানে উপাধি (medium) নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? এইরূপ মহুষ্যে বাক্ শক্তি আছে; জহ্বার সাহায্যে তাহা প্রকাশিত হয়। যদি কাহারও জিহ্বা ছেদন করা যায়, তবে উপাধির অভাবে সেই বাক্ শক্তি স্তম্ভিত থাকে, অভিব্যক্ত হয় না। কালসহকারে যদি আবার জিহ্বার উদ্গম হয়, তবেই উপাধি-সংযোগে বাক্ শক্তি আবার প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাই উপাধির উপযোগিতা।

পরব্রহ্মে এই ক্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি চিরদিনই অবস্থিত আছে; কিন্তু তিনি যতক্ষণ না মারা-উপাধিতে উপহিত হন, ততক্ষণ ঐ তিন শক্তির প্রকাশ হয় না। ব্রহ্ম মারা-উপহিত হইয়া মহেশ্বর হইলে, তবেই ঐ তিন শক্তি সং, চিৎ ও আনন্দ-রূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই মারার উপযোগিতা।

ইহা গেল সত্ত্বগুণব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁহাকে কে “তত্ত্বলান্” * বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থলক্ষণ। “তত্ত্বলান্” অর্থে তজ্জ, তন্ন, তদন;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

বতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। ইৎ প্রবৃত্ত্যভিসংবিশন্তি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩।১।

বাহ্য হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বাহ্য ব্যাধ

* সর্বাং বহিঃ ব্রহ্ম তত্ত্বলানিতি।—হালোপ্য ৩।১।১।

জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে বাহ্যতে বিলীন হইবে—তিনিই ব্রহ্ম ।’
অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম ।

জগদ্বাস্ত যত:

—এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মোপনিষত্তত্ত্বোক্তরেবদ্ব্যখ্যায়ঃ সূত্রা বিস্কুলিঙ্গা। ব্যাক্তরজ্ঞোবমেবান্দ্ৰাদ্যনঃ সৰ্বে
প্রাণাঃ সৰ্বে লোকাঃ সৰ্বে দেবাঃ সৰ্বাণি ভূতানি ব্যাক্তরজ্ঞি ।—বৃহদারণ্যক ২।১২।

‘যেমন উৰ্ণনাত তত্ত্ব উদগীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্কুলিঙ্গ উদগীরণ
করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব,
সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে ।’

ইহাই সপ্তম ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ । ইহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন
ইঙ্গিত পাওয়া যায় না । এই বিশাল বিরাট অসীম জগৎ যিনি সৃষ্টি
করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিবেন, তাঁহার অসীম
শক্তিমত্তা, তাঁহার বিরাট ভাবের ইহার দ্বারা কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া
গেল মাত্র ।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—মহেশ্বরের এই তিন জগদ্ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে
লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র । ব্রহ্মোক্ত-
প্রধান সৃষ্টিকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান পালনকার্য্যকে
লক্ষ্য করিয়া তিনি বিষ্ণু এবং তমোগুণপ্রধান লয়কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া
তিনি রুদ্র । ইহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলে । এ তিন স্বতন্ত্র নহেন—ইহারা
তিনেই এক, একেই তিন । সেইজন্ত মহেশ্বরের তোত্রে বলা হইয়াছে—

তত্ত্বচিন্তনরাসীন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়ক ।—শ্রুতসংহিতা, ৩৪০

‘তিনি ভক্তের চিন্তে অধিষ্ঠিত ; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবায়ক ।’

কালিদাস এই ভাবের প্রতীকশ্রী করিয়া অতি সুন্দর ভাবে
বলিয়াছেন—

বহুবিবর্তনে তুচ্ছ্য শব্দ সৃষ্টে: কেবলান্নবে ।

শুণত্রয়বিভাগায় পঞ্চাদভৈবমুপেতুম্বে ।

‘সৃষ্টির পূর্বে তুমি কেবল অদ্বিতীয়; পরে শুণত্রয়ের উপাধিভেদে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্তিতে ভিন্ন রূপ হও। তোমাকে নমস্কার।’

ভাগবত এই অর্থে বলিয়াছেন—

আত্মমায়া সমাবিন্ত সোহহং শুণময়ীং বিজ ।

স্বপ্নং ব্রহ্মন্ হরন্ বিষ্ণুং বদ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ।—৪।৭।৪৮

‘হে বিজ, আমি শুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার নিষ্পন্ন করি; সেই সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র) সংজ্ঞা হয়।’

শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্মের যে নির্কিংশেব ভাব, তাহা অনির্দেশ্য, অব্যাক্ত, অলক্ষ্য। সেইজন্য পরব্রহ্ম বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত। আমরা এখন দেখিলাম যে, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর ইহার বিপরীত। তাহাকে স্বরূপলক্ষণে লক্ষিত করা যায়; তাহাকে তটস্থলক্ষণে চিহ্নিত, বিশেষিত করা যায়। অতএব ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা লক্ষণের, বচনের, নির্দেশের অতীত নহে।

শ্রুতি আরও দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্ম অজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানাতীত। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর; এমন কি, তিনি সমাধির বা যোগজ মতিরও অতীত। সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, কিন্তু, অজ্ঞের নহেন। অবশ্য তিনি ইন্দ্রিয়ের বা সাধারণ মন-বুদ্ধির গোচর হইতে না; কিন্তু তিনি অগ্ৰা বুদ্ধির, বুদ্ধিজ্ঞানের এবং যোগসমাধির বেষা।

এব সর্বেরূ কৃতেরূ গৃহাভা ন প্রকাশতে ।

ব্রুততে ব্রহ্মায় বুদ্ধ্যা ব্রহ্মায় ব্রহ্মদর্শিভিঃ ।—কঠ ৩।১২

‘এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ খান না ; কিন্তু
স্বন্দশীরা ইহাকে স্বল্প সূত্রিক বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেহঃ

মহা বীরো হর্ষশোকৌ মহাতি ।—কঠ ২।১২

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া বীরব্যক্তি সুখদুঃখ
অতিক্রম করেন ।’

তদা মনীষা মনসাতিক্‌শেপ্তা

য এতদ্বিহ্নব্রতান্তে ভবন্তি ।—কঠ ৬।২

‘সদ্বরের দ্বারা, মনীষাযুক্ত মনের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। বাহারা
ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন ।’

বদা পশ্চাৎ পশ্চতে কল্পবর্ণা কৰ্ত্তারমীশঃ পূৰ্ব্বাৎ ব্রহ্মবোনি ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য ঐপে বিশ্ব নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।—মুণ্ডক ৩।১০

জ্ঞানপ্রসাদেন বিগুহসমুত্তমঃ তং পশ্চতে নিফলং ধ্যানমানঃ ।—মুণ্ডক ৩।১০

‘জীব স্বখন জ্যোতির্ময় কৰ্ত্তা, জীবন, ব্রহ্মবোনি (ব্রহ্মার জনক)
পূৰ্ব্বকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্মল
হইয়া পরম সমুদ্র লাভ করেন ।’

‘জ্ঞানপ্রসাদে বিগুহচিত্ত (লাভক), ধ্যানযোগে নিফল (অর্থহীন)
পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।’

পরাকি বানি ব্যতৃণং স্বরত্বে তদ্ব্যং পরাত্ পশ্যতি নান্দরায়ন ।

কচিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈকবাস্তুত্বকুরমৃতমিচ্ছন ।—কঠ ২।১১

‘স্বরত্বে (ভগবান্) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন ; সেইজন্য
জীবগণ বহির্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পার না । তবে
কোন বীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ৰ হইয়া (বহির্বিষয়
হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ।’

এই সকল ক্রতি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মহৃৎকার বলিয়াছেন—

‘অপি সংরাধনে অভ্যাসানুমানাত্মা।—ব্রহ্মসূত্র ৩২।২৪

‘সংরাধনকালে তিনি (মহেশ্বর) দৃষ্ট হন ; ক্রতিস্থিতি ইহার প্রমাণ ।’
সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান ।

এই সগুণব্রহ্মের পরিচয় উপলক্ষে ঋষিরা শাস্ত্রের নানাত্বানে বচস্তর
স্ব স্বর-গম্ভীর বাক্যের সন্বেষণ করিয়াছেন । তাহার কয়েকটিমাত্র নিম্নে
অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিতেছি ।

এব সর্বৈশ্বর এব সর্বজ্ঞ এবোন্তর্বাদ্যমোষ বোমিঃ সর্বস্ত্র প্রভবাণ্যমো হি তুতানাম্ ।

—মাতৃকা ৬

‘ইনি সর্বৈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্বাদী, ইনি বিশ্বের কারণ ;
ইনিই ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান ।’

অপ্যাপিণ্যমো জ্বনো গ্রহীতা পশুতাতক্ষুঃ স শৃণোতাকর্ণঃ ।

স যেতি বেদ্যং ন চ তজ্জাতি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষঃ মহান্তম্ ।

—যেতাংস্তর ৩।১০

‘তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ প্রদান করেন,
চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন । তিনি
সর্বজ্ঞ অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না ; তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে ।’

এব আত্মাহংসহতপাপ্ণা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিল্লিখৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্করঃ ।—হাদ্যোপ্য ৮।১।৫

‘এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃকা-
তীন ; ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কর ।’

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ।—কঠ ৫।১০

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন ।’

অণোরণ্ডীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ।—কঠ ২।১০

‘তিনি অণু অপেক্ষাও অণু ; মহৎ অপেক্ষাও মহান ।’

সমস্ত কল্যাণভূষণকোহসৌ বশক্তিলেখাবতুতভূতবর্ণঃ ।

তেজোবলৈবামহাবোধ্যবীৰ্য্যশক্ত্যাবিশ্বৈকরীশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলান বত্র ক্ৰেশাদয়ঃ সন্তি পরাধরেণে ।

—ব্রহ্মসূত্র ৩২/১১ দুত্বের বীজামৃত ।

‘সমস্ত কল্যাণভূষণের আধার ভগবান্ তেজঃ, বল, বৈর্য্য, জ্ঞান, বীৰ্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের রাশি । তিনি নিজশক্তির কণিকামাত্রে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন । তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাংশর ; তাঁরাত্রে পঞ্চক্ৰেশের তিলমাত্রও নাই ।’

সর্ব্বস্ত বশী সর্ব্বভোক্তাঃ সর্ব্বভাষিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ণণা ভূমান্ নো এবাসাধুনা কনীমান্ এব সর্ব্বৈবর এব ভূতাধিপতিরেব ভূতপাল এব সেতুবিরহণ এবাং লোকানামসম্ভোদার ।—বৃহদারণ্যক, ৩/৪/২২

‘ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; সাধুকর্মেয় দ্বারা ইহার উপচর হয় না, অসাধুকর্মেয় দ্বারা অপচর হয় না ; ইনি সর্ব্বৈবর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল ; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক সেতু ।’

যস্মিন্নিহ যতশ্চেবং যেনেবা য ইবং বয়ম্ ।

যোহিমাং পরমাত্ত পরন্তঃ অপন্তে বয়ংভূবম্ ।—ভাগবত ৮/৩২/৩

‘বাহাতে এই বিশ্ব, বাঁহা হইতে এই বিশ্ব, বাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি বয়ং এই বিশ্ব ; যিনি এই বিশ্বের পরেরও পরে, সেই বয়ম্‌র পরণাপত্ত হই ।’

স ব্রহ্মকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তো বস্যাং অশকঃ পরিবর্ত্ততেহহম্ ।

বস্মাবহং পাপমুদং ভগেপং জাত্যাত্মহনম্বৃতং বিষধাম্ ।

তমৌ বাঃ পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দেবভম্ ।

শক্তিঃ পশ্যতঃ পরমং পরমাবিধানং যেষাং ভূবনেশশীতলম্ ।

ন তত্ত কার্যং করণং চ বিদ্যাতে ন তৎসমস্তাত্মাবিকল্পে কৃপাতে ।

পরাত্ত শক্তিব্যবধেব অরতে স্বাত্মাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

—যেতাবতর ৩/৬-৮

‘বিনি কালের অতীত, সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদ; যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চের পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে; বিনি ধর্ম্মের সঞ্চার ও পাপের পরিহার করেন; সেই অনৃত বিশ্বাধার ঐশ্বর্য্যাধিপতি (মহেশ্বরকে) আশ্রয় অধিষ্ঠিত জানিবে।’

‘তিনি জৈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের পরমপতি; পরাংপর বিশ্বপতি আরাধ্য দেবকে আমরা জানিয়াছি।’

‘তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান, তাঁহার অধিক কেহ সৃষ্ট হন না। তাঁহাতে বিবিধ পরা শক্তি স্বভাবসিদ্ধ—জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়াশক্তি।’

বিষতশ্চক্ষুরত বিসতোবুধো বিষতো বাহরত বিষতশ্চাপাং ।

নং বাহত্য্যং ধমতি নংপতত্রৈর্দ্যাবাতুর্নী জনরশ্বেব একঃ ।

—যেতাবতর ৩/৩

‘তাঁহার চক্ষু সর্বত্র, তাঁহার শ্রুত্ব সর্বত্র, তাঁহার বাহু সর্বত্র, তাঁহার গতি সর্বত্র; তিনি মহাম্যকে ভুজযুক্ত এবং পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন; তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি অদ্বিতীয়।’

সর্বতঃ পাণিশাকং তৎ সর্বতোহবিশিষ্টোমুখম্ ।

সর্বতঃ ক্রতিমন্তোকে সর্বমাবুভ্য তিষ্ঠতি ।

সর্বোদ্রিয়গুণাত্মসঃ সর্বোদ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

সর্বতঃ প্রভূর্নান্যং সর্বতঃ পরমং ব্রহ্ম ॥—যেতাবতর আ/১৬-১৭

‘তাঁহার সর্বত্র করচরণ, সর্বত্র শিরঃনয়ন, সর্বত্র ক্রতি-আনন, তিনি সমস্ত ব্যাপিগণ আছেন।’

‘তিনি সকলইন্দ্রিয়বঞ্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গণযুক্ত ; তিনি
সকলের প্রভু, মহেশ্বর, সকলের বৃহৎ শরণ (আশ্রয়) ।’

মহেশ্বরের এমন বর্ণনা! অস্ত্রজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে শুদ্ধান্ত ।



সপ্তম অধ্যায় ।

মহেশ্বর ।

আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তম ব্রহ্মকে মহেশ্বর বলে। ‘মারিনন্ত
মহেশ্বরম্।’ ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, মহেশ্বর—উপনিষদ্ সপ্তম ব্রহ্মকে এই
সংজ্ঞার অনেক স্থলে সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

ঈশা বাসামিহং সর্বম্—ঈশ ১

তন্ম ঈশানং বরনং দেবমীড়াম্—ষেত ৩১১

সর্বস্ত প্রভূম্ ঈশানং সর্বস্ত পরমং বৃহৎ—ষেত ৩১৭

তন্ম ঈশরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—ষেত ৩৭

সপ্তম ব্রহ্মকে যে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, উহার বিশেষ সার্থকতা আছে,
কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, সকলের প্রভু, সমস্ত জগৎ তাঁহার শাসনাধীন।

মহান্ প্রভুর্মৈ পুরুষঃ—ষেত ৩১২

‘পরম পুরুষ মহান্ প্রভু।’

এব সর্বৈশ্বর্য এব সর্বজ্ঞ এবোহন্তর্ধানী।—মাতৃকা ৯

‘ইনি সকলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অন্তর্ধানী।’ সমস্ত লোক তাঁহার বশে।

বনী সর্বস্য লোকস্য হাবরত চরত চ।—ষেত ৩১৮

‘হাবর জন্ম সমস্ত লোক তাঁহার বশে।’

য ঈশেহন্ত বিপদন্ততুগমঃ।—ষেত ৩১৯

‘তিনি এই বিপদ ও চতুশ্চিদ সমস্ত জীবের প্রভু।’

য ঈশেহস্য জগতো বিতামেব নান্যো হেতু বিত্তত ঈশানঃ—ষেত ৩১৭

‘যিনি সদাকাল এই জগতের প্রভু করিতেছেন, যিনি ভিন্ন জিনের
অন্ত হেতু নাই।’

তিনি সকলের অধিপতি ।

সর্বোপিতাঃ কুরতে মহাত্মা ।—বেদ ৫১০

‘সেই মহাত্মা সকলের উপর আধিপত্য করিতেছেন ।’

সর্বস্ত্র বশী সর্বস্ত্র ইশানঃ সর্বস্ত্রাধিপতিঃ । ন ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এষা সাধুনা
কনৌয়ান্ এষ সৰ্ব্বেশ্বর এষ ভূতপাল এষ ভূতাপতিরেষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানামসঙ্কে-
দায় ।—বৃহ ৪।৪।২২

স এষ প্রাণ এষ প্রজাত্মা আনন্দোহজরোহমৃতঃ । ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো
এষা সাধুনা কৰ্ম্মণা কণীয়ান্ । এষ হেবৈনং সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যন্ এভ্যো লোকেভ্য
উন্নিনীযতে । এষ উ এবৈনমসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং বমধো নিনীযতে । এষ লোক-
পাল এষ লোকাধিপতিরেষ সৰ্ব্বেশঃ স মে আশ্বেতি বিদ্যাৎ—কৌষী ৩৮

‘তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি । সাধু
কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয়
না । তিনি সৰ্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপাল, তিনি লোকসমূহের বিভাজক
ধারক সেতু ।’

‘তিনি প্রাণ, তিনি প্রজাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত । সাধু কৰ্ম্ম
দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না ।
তিনিই সেই জীবকে সাধু কৰ্ম্ম করান, বাহাকে তিনি উন্নীত করিতে
ইচ্ছা করেন ; তাহাকেই অসাধু কৰ্ম্ম করান, বাহাকে তিনি অধোগত
করিতে ইচ্ছা করেন । তিনি লোকপাল, তিনি লোকের অধিপতি,
তিনি সৰ্ব্বেশ্বর ; ‘তিনিই আমার আত্মা’ এইরূপ জানিবে ।’

• তিনি সর্বশক্তিমান—সকল শক্তি, সমস্ত সামর্থ্যের প্রস্রবণ । সেই
অন্ত যেতাৎপর্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন

য একো জ্ঞানবান্ ইশত ইশনীতিঃ

• সর্বান্ লোকান্ ইশত ইশনীতিঃ ।—৩১

একো হি বুধো ন দ্বিতীয়ার তদ্বু :

য ইমান্ লোকান্ ইশত ইশনীতিঃ ।—৩২

‘সেই এক জ্ঞানবান্, সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা শাসিত করেন ।
এক রুদ্র—তঁহার দ্বিতীয় নাই । তিনি এই সমস্ত লোককে শক্তির
দ্বারা শাসিত করেন ।’

সেই জ্ঞান বলা হইয়াছে—

পরাস্ত শক্তিবিরহৈব জ্ঞাতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—বেত ৬।৮

‘তঁহার পরা শক্তি বিবিধ বলিদ্বা স্তত হয় । জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা)-
শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি তঁহার স্বাভাবিক ।’

* A Jewish prophet writes : ‘He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom and hath stretched out the heaven by His understanding,’ the reference to the three functions being very clear. These three are inseparable, indivisible, three aspects of One. Their functions may be thought of separately, for the sake of clearness, but cannot be disjoined. Each is necessary to each and each is present in each. In the first Being, Will, Power (বল) is seen as predominant, as characteristic, but Wisdom (জ্ঞান) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are also present ; in the second Being, Wisdom (জ্ঞান) is seen as predominant, but Power (বল) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are none the less inherent in them ; in the Third Being, Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) is seen as predominant, but Power (বল) and Wisdom (জ্ঞান) are ever also to be seen. And though the words First, Second, Third are used, because the Beings are thus manifested in time, in the order of Self-unfolding, yet in Eternity they are known as interdependent and co-equal. “None is greater or less than Another.”

—Evolution of consciousness.

এই শক্তিবোগেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইরা নানা ভাবে প্রতীয়মান হন ।

য একোইবর্ণে বহুধা শক্তিবোগাৎ

বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো যথাতি ।—শেত ৪।১

‘যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্বিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধ শক্তিবোগে স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইরা নানা বিভাব ধারণ করেন ।’

তিনি শাস্তা—সমস্ত জগৎ তাঁহার শাসনাধীন ।

শাস্তা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টাঃ ।—শেত ৩।১৩

‘তিনি জনগণের শাস্তা, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ।’

স এষ সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি যদিতঃ কিঞ্চ—বৃহ ৪।৩।১

‘তিনি সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি, এ সমস্ত শাসন করেন ।’

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিরাছিলেন—

এতত্ত্ব বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যোচ্চয়নো বিধৃতো তিষ্ঠত এতত্ত্ব বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবী বিধৃতো তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অদ্ধ মাসা মাসা বভবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতো তিষ্ঠতি এতত্ত্ব বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহস্তা নম্যঃ স্তম্ভস্তে শেতেভ্যঃ পৰ্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহস্তা বাঃ বাঃ চন্দ্রিশব্দু এতত্ত্ব বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি দধতো মনুয্যাঃ প্রশংসন্তি বজ্রমানং দেবা দবীঃ পিতরোহুযায়ন্তাঃ—বৃহ ৩।৮।৯

‘হে গার্গি ! ইহারই প্রশাসনে চক্রে সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্ণ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অৰ্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি ! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূৰ্ব্বদিগ্ বাহী নদীচর যেত পৰ্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিমদিগ্ বাহী নদীচর অস্ত্র

দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নান, বজ্র, শ্রাদ্ধ,—মহুগগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইতেছে ।’

তাহার এই শাসনের ভাব লক্ষ্য করিয়া ঋষিগা স্থানে স্থানে তাঁহাকে ‘মহৎ ভয়’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

মহৎ ভয়ং বজ্রম উদাতম্—কঠ ২।৩।২

‘তিনি যেন উদাত বজ্র, মহৎ ভয় ।’

সেই জন্ত বলি উঠিয়াছে—

ভীষান্নাং বাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সূৰ্য্যঃ ২ ভীষান্নাং অগ্নি স্বেদ্যন্তঃ । মৃত্যুর্ধাবতি পুরুষঃ ।—তৈত্তি ২।৮

ভরাসম্যগ্নিস্তপতি ভরাতপতি সূৰ্য্যঃ ।

ভরাদ্ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পুরুষঃ ।—কঠ ২।৩।৩

অর্থাৎ ‘তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূৰ্য্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, বম, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ।’

অধিক কি—

বজ্র ব্রহ্ম কর্তৃক দীপ্তে ভবত ইন্দ্রঃ ।

মৃত্যুর্ধ্বস্তোপসেনঃ ক ইখা বদ যজ্ঞ সঃ ।—ঋগ্ ১।২।২৫

‘ব্রাহ্মণ ও কত্রির তাঁহার অগ্ন, মৃত্যু তাঁহার আচমন ; তিনি কোথা কে তাহা জানিবে ।’

বাস্তবিক জগতে যেখানেই শক্তি মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সে তাঁহারই প্রভাব বৃত্তিতে হইবে । সেই জন্ত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বদ্ব বদ্ব বিভূতিমৎ সৎসং শ্রীমদ উজ্জ্বিতমেববা ।

তৎ উদেবাবগচ্ছ সৎসং তেজোশ সন্ততঃ ।—১।১০।১

‘যে- কিছু বদ্ব বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা উজ্জ্বল, সে সুবর্ত্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে ।’

এই তত্ত্ব বিষয় করিবার জন্য কেন উপনিষৎ একটা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন—

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজ্ঞো । তত্ত্ব হ ব্রহ্মণো বিজ্ঞে দেবা অমহীমত । ত ব্রহ্ম অমাকমেবারং বিজ্ঞঃ অশ্রীকমেবারং মহিমা ।—৩১

‘কোন সময়ে ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন । ব্রহ্মকৃত এই বিজ্ঞে দেবতারা স্পর্দ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, ‘এই বিজ্ঞ আমাদের, এই মহিমা আমাদেরই।’

ব্রহ্ম তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্বিত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ।

তদ্রব্যজ্ঞানস্ত কিমিদং বক্ষ্যমিতি

‘দেবতারা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কি এ অদ্বিত পদার্থ !’ তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন ‘জাতবেদা ! এ কি ‘বক’ জানিয়া আইস ।’ অগ্নি তাঁহার সমীপস্থ হইলে, তিনি অগ্নিকে বলিলেন ‘কোহসি’—‘কে তুমি’ । অগ্নি উত্তরে বলিলেন, ‘আমাকে জাননা । আমি অগ্নি আমি জাতবেদা !’ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলেন—

তস্মিন্ ভবি কিং বীৰ্য্যম্ ।

‘সেই তোমাতে কি বীৰ্য্য—কি শক্তি আছে’ । অগ্নি বলিলেন—

অগ্নীদং সর্ব্বং দহেয়ং বসিৎ পৃথিব্যাম্ ।

‘পৃথিবীতে যাঁহা কিছু আছে, সমস্ত দহন করিতে পারি ।’

ব্রহ্ম বলিলেন—বেশ ! এই তৃণগাছটি দহন কর দেখি ।

ভ্রম উপপ্রেরার । সর্ব্বজ্ঞের তত্ত্ব শশাকাদ্যভূত । স তত্ত্ব এব নিববুতে, নৈতৎ অশক্যং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ বক্ষ্যমিতি—কেন ৩১০

‘অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই তৃণ বহু করিবার প্রয়াস

করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। তিনি নিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন—‘কি অদ্ভুত বন্ধ আমি জানিতে পারিলাম না।’

দেবতারা তখন বায়ুকে পাঠাইলেন—

বারো। এতদ্ বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্ বন্ধমিতি ।

‘বায়ু। এ কি অদ্ভুত বন্ধ, তুমি জানিয়া আইস।’ বায়ুও অগ্নিরই অবস্থা ঘটিল। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তুমি? বায়ু বলিলেন—

বায়ুবা অহমস্মি, মাতরিখা বা অহমস্মি ।

‘আমি বায়ু আমি মাতরিখা, সমস্ত জগৎ আদান করিতে পারি।’

অপীদং সৰ্ব্বমাদদীয়ং যদিৎ পৃথিব্যাম্ ।

ব্রহ্ম বলিলেন—‘বেশ! এই ভূগগাছটি আদান কর দেখি।’ বায়ু সৰ্ব্বভাবে, সমস্ত শক্তিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাকে স্পন্দিত করিতেও পারিলেন না। তিনিও বিফল-প্রযত্ন হইয়া দেবতাদিগের সকাশে ক্রিয়ার আসিলেন। দেবতারা এবার ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্ম তিরোধান করিলেন। তখন ইন্দ্র সেই আকাশে বহুশোভমান। এক রমণীমূর্তি নিরীকণ করিলেন। ইনি ব্রহ্মবিষ্ণুরূপিণী উমা হৈমবতী।

স তন্নিরেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগার বহুশোভমানান্ উমাং হৈমবতীন্ ভাং হোবাৎ কিমেতদ্বন্ধমিতি ।—কেন ৩।১২

‘ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ অদ্ভুত বন্ধ কে? উমা বলিলেন—‘আর কে? বাহার শক্তিতে তোমরা শক্তিমান, বাহার বিজয়ে তোমরা জয়ী হইয়াছিলে, সেই ব্রহ্ম।’ তখন দেবতাদিগের ব্রহ্ম অশনীত হইল।

না ব্রহ্মেতি হোবাৎ । ব্রহ্মণো না এতদ্ বিজয়েহমহীয়মমিতি । ভতে। ইদং বিনোক্তব্যং ব্রহ্মেতি—কেন ৩।১৩

এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক ও কোষীতকী উপনিষদ্ অজ্ঞাতশত্রু-বালাকি-সংবাদে * অন্তরূপে বিশদ করিয়াছেন। যেদবিক্যাবিং গকৌ বালাকি রাজষি অজ্ঞাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—*

ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি।

‘তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিব।’ অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন—‘ভাল।’ তখন বালাকি আদিত্যে, চন্দ্রে, বিজ্ঞাতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, আদর্শে, ছায়ায়, দেশে, কালে, আত্মায়, দেবতারূপে যে ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত আছেন, একে একে তাহার উল্লেখ করিলেন। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন—

নৈতাবজা বিদিতং ভবতি।

‘ইহার দ্বারা জানা গেল না।’ তখন গকৌ বালাকি নীরব হইলেন। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন—

যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা বস্ত বৈ তৎ কৰ্ম সবৈবেদিতব্যঃ।—কোষী ৪।১৮

‘হে বালাক! এই সমস্ত পুরুষের যিনি কর্তা, এ সমস্ত যাহার কৰ্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে’। তিনিই সগুণ ব্রহ্ম, সৰ্বশক্তিমান্ মহেশ্বর।

* বৃহদারণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠম ব্রাহ্মণ ও কোষীতকী চতুর্থ অধ্যায় ষষ্টম।

অষ্টম অধ্যায় ।

অন্তর্যামী ।

সমুদ্র ত্র্যক্ষের ঈশিত্ব আরও বিশদ করিবার জন্য উপনিষদ তাঁহাকে অনেক স্থলে ‘অন্তর্যামী’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

এব সর্বৈবরএব সর্বজ্ঞ এব অন্তর্যামী—যা৩ ক্য ৩

‘ইনি সকলের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী’ ।

এব তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ।—বৃহ ৩।৭।২৩

‘এই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী’ । ‘অন্তর্যামী’—যিনি অন্তরে বসন করেন, যিনি নিগূঢ় ভাবে, অন্তরতমভাবে, জীবকে ও জগৎকে প্রেরণ করেন । সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ । সমন্তান্ পুরুষান্ নিরুহ প্রতুহাত্যাক্রাম্য তং যা উপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃ ৩।২।২৩

‘সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিতেছি, যিনি সমস্ত দেবকে সমস্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রোনোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন ।’*

তাঁহার প্রশাসনে কিরূপে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার ভয়ে কিরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদ্ভিত হইতেছে, সমস্ত দেবতা য য অধিকারে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বেই

* ‘Who impelling asunder these spirits and driving them back, steps over and beyond them,’ i.e. who spurs them on to their work, recalls them from it and is pre-eminent over them.—Deussen.

দেখিয়াছি। এই সমস্তই তাঁহার অন্তর্ধামী-ভাবে পরিচায়ক। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে তাঁহার অন্তর্ধামিত উপনিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই উপদেশ নিবিষ্ট হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যোহসু তিষ্ঠন্নজ্যোত্সরো যমাপো ন বিদ্রব্ধ্যাপঃ শরীরং যোহপোহন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেয়ন্তরো যমগ্রিন্ বেদ যম্যাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যোহন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিকানন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যম্যন্তরিক্ষং শরীরং যোহন্তরিক্ষমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যঃ বায়ুনবেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহন্তরো যঃ পৌরুষং বেদ যস্য পৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

য আদিত্যো তিষ্ঠন্নাদিত্যদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যম্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-মন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো দিকু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোহন্তরো যঃ দিশো ন বিদ্রব্জ দিশঃ শরীরং যো দিবোহন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যচ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠচ্চন্দ্রতারকানন্তরো যঃ চন্দ্রতারকং ন বেদ যন্ত চন্দ্রতারকং শরীরং যচ্চন্দ্রতারকমন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশন্তরো যমাকাশো ন বেদ যতাকাশঃ শরীরং য আকাশ-মন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যন্তমসি তিষ্ঠন্নমসোহন্তরো যঃ তমো ন বেদ যন্ত তমঃ শরীরং যন্তমোহন্তরো যমরত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যন্তেনসি তিষ্ঠন্তেন্সোহন্তরো বঃ তেনো ন বেদ যন্ত তেনঃ শরীরঃ যন্তেনোহন্তরো
যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ । ইতাবিত্তম্ ॥

অথাবিত্তম্ । বঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো বঃ সর্বাণি
ভূতানি ন বিদুঃ যন্ত সর্বাণি ভূতানি শরীরঃ বঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যমরতোষ ত
আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ । ইতাবিত্তম্ ॥

অথাধ্যাত্মম্ । বঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাসন্তরো বঃ প্রাণো ন বেদ যন্ত প্রাণঃ শরীরঃ
বঃ প্রাণসন্তরো যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো বাতি তিষ্ঠন্ বাতোহন্তরো বঃ বাত্ ন বেদ যন্ত বাক্ শরীরঃ যো বাচসন্তরো
যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যন্তকুবি তিষ্ঠন্তকুবোহন্তরো বঃ চন্দ্রন বেদ যন্ত চকুঃ শরীরঃ যন্তকুরন্তরো
যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

বঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ত্রোত্রোহন্তরো বঃ শ্রোত্রং ন বেদ যন্ত শ্রোত্রঃ শরীরঃ বঃ শ্রোত্র-
সন্তরো যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোহন্তরো বঃ মনো ন বেদ যন্ত মনঃ শরীরঃ যো মনোহন্তরো
যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যবচি তিষ্ঠন্ত্বচোহন্তরো বঃ ত্বচ্ ন বেদ যন্ত ত্বক্ শরীরঃ যবচসন্তরো যমরতোষ ত
আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানোহন্তরো বঃ বিজ্ঞানং ন বেদ যন্ত বিজ্ঞানঃ শরীরঃ যো
বিজ্ঞানসন্তরো যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো বঃ রেতো ন বেদ যন্ত রেতঃ শরীরঃ যো রেতো-
হন্তরো যমরতোষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥

অর্থং 'বিনি পৃথিবীকে থাকিলা পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী বাহাকে
জানে না, পৃথিবী বাহার শরীর, বিনি পৃথিবীকে অন্তরে বসন করেন—
সেই তোমার আত্মা অবৃত্ত অন্তর্ধারী ।'

'বিনি সলিলে থাকিলা সলিলের অন্তর, সলিল বাহাকে জানে না,

সলিল বাঁহার শরীর, যিনি সলিলকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী—

‘যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি বাঁহাকে জানে না, অগ্নি বাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষের অন্তর, অন্তরীক্ষ বাঁহাকে জানে না, অন্তরীক্ষ বাঁহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু বাঁহাকে জানে না, বায়ু বাঁহার শরীর, যিনি বায়ুকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি নিবে থাকিয়া নিবের অন্তর, নিব বাঁহাকে জানে না, নিব বাঁহার শরীর, যিনি নিবকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর, আদিত্য বাঁহাকে জানে না, আদিত্য বাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি দিকে থাকিয়া দিকের অন্তর, দিক বাঁহাকে জানে না, দিক বাঁহার শরীর, যিনি দিককে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি তারকার থাকিয়া তারকার অন্তর, তারকা বাঁহাকে জানে না, তারকা বাঁহার শরীর, যিনি তারকাকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধারী ।’

‘যিনি আকাশে থাকিয়া আকাশের অন্তর, আকাশ বাঁহাকে জানে

না, আকাশ বাঁহার শরীর, যিনি আকাশকে অন্তরে বসন করেন—
সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি তেজে থাকিয়া তেজের অন্তর, তম বাঁহাকে জানে না, তম
বাঁহার শরীর, যিনি তমকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা
অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি তেজে থাকিয়া তেজের অন্তর, তেজ বাঁহাকে জানে না,
তেজ বাঁহার শরীর, যিনি তেজকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার
আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি সর্বভূতে থাকিয়া সর্বভূতের অন্তর, সর্বভূত বাঁহাকে জানে
না, সর্বভূত বাঁহার শরীর, যিনি সর্বভূতকে অন্তরে বসন করেন—সেই
তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ বাঁহাকে জানে না,
প্রাণ বাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার
আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি বাক্যে থাকিয়া বাক্যের অন্তর, বাক্য বাঁহাকে জানে না,
বাক্য বাঁহার শরীর, যিনি বাক্যকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার
আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর, চক্ষু বাঁহাকে জানে না, চক্ষু
বাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা
অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি শ্রোত্রে থাকিয়া শ্রোত্রের অন্তর, শ্রোত্র বাঁহাকে জানে না,
শ্রোত্র বাঁহার শরীর, যিনি শ্রোত্রকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার
আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী।’

‘যিনি মনে থাকিয়া মনের অন্তর, মন বাঁহাকে জানে না, মন

বাঁহার শরীর, বিনি মনকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী ।’

‘বিনি স্বকে থাকিরা স্বকের অন্তর, স্বক্ বাঁহাকে জানে না, স্বক্ বাঁহার শরীর, বিনি স্বক্কে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী ।’

‘বিনি বিজ্ঞানে থাকিরা বিজ্ঞানের অন্তর, বিজ্ঞান বাঁহাকে জানে না, বিজ্ঞান বাঁহার শরীর, বিনি বিজ্ঞানকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী ।’

‘বিনি রেতে থাকিরা রেতের অন্তর, রেত বাঁহাকে জানে না, রেত বাঁহার শরীর, বিনি রেতকে অন্তরে বসন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্ধামী ।’

অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, সমস্ত কৈবিক ব্যাপার, সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্ধামী রূপে ব্রহ্মবস্ত বিদ্যমান, তাঁহারই শক্তিতে তাহার শক্তিমান, তাঁহারই প্রাণেন্দ্রিয় তাহার ক্রিয়াবান, তাঁহারই সংযমনে তাহার ব্যাপারবান ।

এই তত্ত্ব অল্প প্রণালীতে বৃহদারণ্যকের মধুর্বিদ্যায় উপনিষ্ট হইয়াছে । সেখানে এই অন্তর্ধামী ‘তেজোময় অমৃতময় পুরুষ’ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন ।

ইং পৃথিবী সর্ব্বৈবা ভূতানাং মধু অষ্টৈ পৃথিবৌ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, বন্দ্যম্ অস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ বন্দ্যম্ অধ্যাত্মা শরীর তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অগ্নেব স বোরমাজ্জা ইদমবুতম্ ইং ব্রহ্ম ইং সর্ব্বম্ ।—বৃহৎ ২-৫৩

‘এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, এই পৃথিবীর সর্ব্বক্ষে সমস্ত ভূত মধু । এই পৃথিবীতে বিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং অধ্যাত্মভাবে বিদ্যমান শরীরে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তিনিই তিনি । ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমস্ত ।’ পৃথিবীর সম্বন্ধে বাহ্য বলা

হইল, পর পর অশ্রুতেজ বারু আদিত্য দিক্ চক্রে বিদ্রাং বহু আকাশ
ধর্ম সত্য যদুব্য আত্মা—সকলের সমক্ষে বলিয়া অধি অবশেষে
বলিতেছেন—

স বা অরমাত্মা সর্বেষাং জুতানামধিপতিঃ সর্বেষাং জুতানাং রাজা । ভদ্ বধা
রথনাভৌ চ রথবেদৌ চার্য্যঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবান্ধি আত্মনি সর্বাণি জুতানি
সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে গ্রাণাঃ সর্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ ।—বুহ, ২।৩।৫

‘সেই এই আত্মা (যাঁহাকে পূর্বেই ব্রহ্ম বলা হইরাছে) সমস্ত জুতের
অধিপতি, সমস্ত জুতের রাজা । যেমন রথনাভিতে, রথনেমিতে সমস্ত
অর নিবদ্ধ থাকে, তেমনি সমস্ত জুত সমস্ত দেব সমস্ত লোক সমস্ত
গ্রাণ সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মাতে সমর্পিত আছে ।’

নবম অধ্যায় ।

বিধাতা ।

মহেশ্বর বিশ্বকে ঋতমার্গে পরিচালন করেন । তিনি বিধাতা *—
জগতের যথাযথ বিধান করেন ।

অথ ব আত্মা স সেতুবিধৃতিরেবাঃ লোকানাম্ অসন্তোদার ।—ছা ৮।৪।১

‘সেই পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ, এই সমস্ত লোকের অর্থান্যায় বিধৃতি ।’

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বরভূঃ বাখাতখাতোহর্বাদ্ বাসধ্যং শাখতীত্যঃ সমাত্যঃ—ঈশ ৮

‘তিনি কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বরভূ । তিনি চিরদিনের অস্ত্র বিশ্বের
যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন ।’

সমস্ত জীব—সমস্ত পদার্থের বিনিয়োগ তাঁহা হইতে ।

আরভ্য কর্ণাণি জগাষিতানি ভাব্যন্ত সর্বাণ্ বিনিবোজয়েন্ বঃ ।—বেত ৬।৪

‘তিনি বিশ্বের অবিচ্ছিন্নতা, বিশ্বযোনি ; স্বভাবের পরিণাম, প্রকৃতির
পরিণাম তাঁহা হইতে ।’

বচ বভাঃ পচতি বিশ্ববোনিঃ পাচ্যাস্ত সর্বাণ্ পরিণাময়েন্ বঃ ।

সর্বমেতন্ বিশ্ব অবিচ্ছিন্নত্ব্যেকো জগাস্ত সর্বাণ্ বিনিবোজয়েন্ বঃ ।

—বেত ৫।৫

কর্ণাধ্যাকঃ সর্বভূতাবিধানঃ ।—বেত ৬।১১

‘তিনি কর্ণের অধ্যক্ষ, ভূতের আশ্রয় ।’

তিনি—

একো বশী বিজিতাশী বহুবাঃ একং বীজং বহুবা বঃ করোতি—বেত ৬।১২

* বিধাতা = Providence.

‘একমাত্র বশী নিম্নিস্র, বহু জীবের এক বীজ বহুধা করেন ।’

ব একোঃবর্ণো বহুধা শক্তিবোগান্ বর্ণান্ জ্ঞানেকান্ কিহিতার্থো বধাতি—বেত ৪।১

‘সেই অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নিম্নিশেষ) ব্রহ্ম বিবিধ শক্তিবোগে স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া অনেক বর্ণ ধারণ করেন ।’ তিনিই জীবের বিবিধ কামনা পূরণ করেন ।

নিত্যোনিভ্যানাং চেতন চেতনানাম্ একো বহুনাং বো বিদধাতি কামান্ ।—কঠ ৪।১০

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন । তিনি এক (অদ্বিতীয়), কিন্তু বহু জীবের কামনা বিধান করেন ।’

কারণ তিনিই কল-দাতা ।

স বা এব মহান্ কল আত্মা বহুদানঃ ।—বৃহ ৪।৪।২৪

‘সেই নিত্য পূরনাত্মা বহুদান (জীবের কলদাতা) । এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

কলমত উপপত্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮

‘তাহা হইতেই জীবের কর্মফল’ ।

কলতঃ সীমাংসকেয়া বলেন যে, জীবের কর্ম আপনি কল প্রসব করে, তাহাতে জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই, এ মত ঐতিহাসিক নহে । কারণ, উপনিষদের মতে তিনিই বর্ষাবহ পাপমুদ ভগবান্ ।

বর্ষাবহঃ পাপমুদঃ ভগেশন্ ।—বেত ৩।৬

তিনিই অন্তর্ভাবী রূপে জীবকে প্রেরণা করেন ।

এব হেঁবন্যাসাধু কর্ম কারয়তি তং বসেত্যা লোকেত্য উদ্রিণীযতে । এব উ এবৈবন্ অসাধু কর্ম কারয়তি তং বসেত্যা নিদ্রীযতে ।—কৌষীতকী ৩।৮

‘যে জীবকে তিনি এ সকল লোক হইতে উদ্ধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি সাধু কর্ম করান ; আর বাহাকে অধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি অসাধু কর্ম করান ।’

জীবের মুক্তি তাঁহারই প্রসাদলভা ।

সমবেদ্য যুগুত তেন লভ্যঃ ভাস্যৈব আত্মা বিশ্বগুতে তনুঃ খ্যাম্ ।—কঠ ১।২।২৩

‘বাহ্যকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে । তাহারই নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন ।’

ভমকৃত্ত্বঃ পশ্চতি বীজশোকঃ ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানম্ আশ্বনঃ ।*—কঠ ১।২।২০

‘ধাতার প্রসাদে অক্রতু জীব পরমাত্মার মহিমা দর্শন করিয়া বিগত-শোক হয় ।’ সেই জন্ত তাঁহাকে ‘সংযদ্-বাম’, ‘বামনী’ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ।

এতৎ সংযদ্-বাম ইত্যচক্ষত এতৎ হি সৰ্ব্বানি বামানি অভিসংযন্তি । এব উ এব বামনীঃ, এব হি সৰ্ব্বানি বামানি নয়তি । এব উ এব ভামনীঃ এব হি সৰ্ব্বেষু লোকেষু ভাতি ।—ছা ৪।১৫।২-৪

‘তাঁহাকে ‘সংযদ্-বাম’ বলে । কারণ সমস্ত বাম তাঁহাকে আশ্রয় করে । তিনিই ‘বামনী’; কারণ তিনি সমস্ত বাম নীত করেন । তিনিই ‘ভামনী’; কারণ তিনি সমস্ত লোকে ভাতিমান ।’†

জগৎ তাঁহার বিভাব মাত্র (self-manifestation); তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ।

বৎ বৈ তৎ হৃকৃতং; রসো বৈ সঃ ।—তৈত্তি ২।৭

* এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে যেত ৩।২০ ও মহানারায়ণ ১।১০ লোকে দৃষ্ট হয় ।

† Brahman is the refuge of love (সংযদ্-বাম), the Lord of love (বামনী), the Lord of brightness (ভামনী).—Deussen p. 176

দশম অধ্যায় ।

বিশ্বাতিগ ।

আমরা দেখিরাছি যে, পরব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া যেন নিজেকে সংকুচিত করেন ; তখন তিনি মহেশ্বর হন । বলা বাহুল্য, ব্রহ্মের এই যে মায়া-আবরণ, তাহা বেচ্ছাকৃত । অতএব তিনি সোপাধিক হইলেও সসীম হইবেন না । কারণ তিনি বিশ্বাত্মগ হইয়াও বিশ্বাতিগ * থাকেন । প্রপঞ্চাতিমানী হইলেও প্রপঞ্চাতীত রহেন । মহেশ্বরের এই বিশ্বাতিগ ভাবের উপনিষদে কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ?

প্রথমতঃ উপনিষদ মহেশ্বরের বিশ্বাত্মগ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

সঃ তপত্ত্বা ইমং সর্বমবজত যদিকং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্টী তদেবাত্মপ্রাবিশং ।
—উপনিষৎ ২।৬

‘তিনি তপ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন । জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি জগতের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন ।’

সোহমন্তত এতাস্যঃ প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশামি । স বাহুরিব আত্মানং
কৃত্বাভ্যন্তরং প্রাবিশং ।—মৈত্রী ২।৬

‘তিনি মনে ভাবিলেন ইহাদের বোধনের জন্ত প্রবেশ করি । তিনি যেন নিজেকে বারু করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ।’

জগৎ তাঁহাকে আবরণ করিল ; তিনি যেন জগতের মধ্যে লুকাইয়া গেলেন ।

দেবাত্মপত্তিং বভূবৈ নিগূঢ়ান্ ।—খণ্ড ২।৩

‘মহেশ্বরের পত্তি বস্তুরে নিগূঢ় হইয়া গেল ।’

* বিশ্বাত্মগ = Immanent ; বিশ্বাতিগ = Transcendent.

স এব ইহ প্রবিশিঃ। আনখাগ্রেভো। বখা কুরঃ কুরধানে অবহিতঃ জ্ঞাৎ বিকল্পো
বঃ বিবস্তরকল্যে তৎ ন পশ্যন্তি।—বৃহ ১।৪।৭

‘তিনি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীখাগ্রে পর্য্যন্ত অমুপ্রবিশি
হইলেন—কুর যেমন কুরাধানে প্রবিশি হইল, অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে
প্রচ্ছন্ন হয়! তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।’

তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন
লবণখণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়, যেন সেইরূপই হারাইয়া গেলেন—
তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

স যখা সৈকবধিলা উদকে আত উবকমেব অনুবিলীরেত ন হাত্তোদগ্রহণারেব জ্ঞাৎ।

—বৃহ ২।৪।১২

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া খেতাম্বতর বলিয়াছেন—

বহুর্নাভ ইব তত্ত্তিঃ প্রধানৈঃ যতাবতো মেব একঃ যমাবুণোৎ।—তাঃ-

‘উর্নাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি
সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎ-জালে নিজেকে আবৃত করিলেন।’

উপনিষদের অধিরা যদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কান্ত হইতেন, তবে
তাঁহাদের উপদেশ অসম্পূর্ণ হইত—পান্চাতোরা বাহাকে Pantheism
বলেন, তাঁহাদের শিক্ষা তাহারই অমুরূপ হইত। দুই যেমন দধিরূপে
বিকৃত হয়, যে যেমন বৃষ্টিতে পরিণত হয়, ত্রুষ্ক কি সেইরূপ জগৎ-
রূপে হারাইয়া গেলেন? দধি হইলে আর দুই থাকে না, বৃষ্টি
হইলে আর মেঘ থাকে না—সেইরূপ জগৎ হওয়াতে কি আর ত্রুষ্ক
রহিলেন না? তিনি কি জগতে নিঃশেষিত হইয়া গেলেন?

উপনিষদ্ বলিতেছেন—তাহা নয়; ত্রুষ্ক যে বিখ্যাত্তগ অথচ বিখ্যাত্তিগ—
তিনি জগতের অন্তরে আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছেন।

ভসন্তরত নবিত্ত তদু নবিত্ততঃ বাহতঃ।—ঈশ ৪

কৃতেন্ তস্মিৎ প্রসিদ্ধিঃ। ন কৃতবানিহিগতিবদুৎ। ইত্যনৌ অস্মাৎ অসংবোধিত
অসংবোধিত।—সৈতী ৬২

‘তিনি কৃতের মধ্যে প্রসিদ্ধি হইলেন। তিনি কৃতের অধিগতি
হইলেন। সেই পরমাত্মা কৃতের অন্তরে এবং বাহিরে।’

সীতাও বলিয়াছেন—

বহিরন্তক কৃতানাম্।—সীতা, ১৬১৫

‘ঈশ্বর কৃতের অন্তরে এবং বাহিরে।’

সেই জন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষৎ জগতে ব্রহ্মের অমুপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া
একই নিম্নাঙ্গে বলিতেছেন—

তৎ হৃদে। তদেবাত্মপ্রাধিগৎ। তদ্ অমুপ্রাধিগা সত্ তাত্। নিরন্তর
অনিরন্তর। নিলয়ক অনিলয়ক বিজ্ঞানক অবিজ্ঞানক সত্যক অনৃতক।—তৈত্তি, ২।৩
অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতে অমুপ্রাধিগ হইয়া বিশ্বাত্ম হইলেও বটে কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাত্মিগ রহিলেন। সেই জন্ত ব্রহ্মের পুরুষত্ব
বলিয়াছেন—

ন ভূমিঃ বিশ্বতো বুধা অত্যতিষ্টৎ নশাঙ্গু লম্।

‘ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়াও নশ অঙ্গুলি অধিক হইলেন।’

এ কথাই অত্র ভাবে পুরুষত্ব আবার বলিতেছেন—

এতাবান অত্র মহিমা অতো জ্যাধাক্ত পুরুষঃ।

পারোক্ত বিদ্যা কুড়ানি ত্রিণামস্যাযুতং বিবি।

* Brahman in creating the universe enters into it as being expressible, self-dependent, consciousness, reality, while it is in harmony with its own nature persists as the Opposite—inexpressible, independent, unconscionance, unreality.—Deussen p. 83.

‘ইহার বহিঃ প্রত্যক্ষ । কিন্তু পুরুষ (পরমেশ্বর) ইহা অপেক্ষাও
বৃহৎ । তাহার এক চতুর্বাংশে সমস্ত বিশ্ব—আর তিন অংশ বিদ্যাভিগ্ন,
অমৃত ।’

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ইহার প্রতিবন্ধি করিয়া বলিতেছেন—

তাবান্ জন্য মহিমা ভতো জায়াশ্চ পুরুষঃ । পানোম্য সর্গা জুড়ামি ত্রিংশদস্যাহুঃ
দ্বিবি ইতি । যন্ বৈতদ্ ব্রহ্মেতি ইদং দাশ তৎ ।—ছা ৩।১২।৬

এই অর্থে মৈত্রী উপনিষৎ বলিতেছেন—

ত্রিষেকপাং চরেন ব্রহ্ম ত্রিংশং চরতি চোত্তরে ।

সত্যানুতোপতোনার্থো দ্বৈতীভাবো মহামনঃ ।—মৈত্রী ৭।১১

‘ত্রিলোকীর মধ্যে ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র—তাহার উত্তরে অমৃত
ত্রিপাদ । সত্য ও অনূতের আশ্বাদন জন্মই সেই মহামান দ্বৈতভাব
হইরাছে ।’

গীতারও উপদেশ এই—

বিষ্টভ্যাহমিদং কুন্সং একাংশেন হিতো জনং ।—গীতা ১০।৪

‘আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি ।’

নারায়ণ উপনিষৎও এইভাবে বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিদং জগৎ সর্গঃ দৃষ্টতে ক্রমতেহপি বা ।

অন্তব হিচ্চ তৎ সর্গঃ ব্যাপ্য নারায়ণঃ হিতঃ ।—১৩ অষ্টবাক

‘জগতে যে কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ
ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন ।’

ঈশ্বরের বিদ্যাজুগ ও বিদ্যাভিগ্ন ভাব কঠ উপনিষৎ তিনটি শ্লোকে
অতি স্পন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

অগ্নিবীষকো জুঘনাঃ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুব ।

একত্বা সর্বকৃতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিচ্চ ।

বায়ুযেথেকা ভুবন প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো কুব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়্য রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিঃ ॥

হৃষ্যো যথা সর্বসাক্ষ্য চকুন লিপ্যাতে চাকুবৈবান্দোমৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়্য ন লিপ্যাতে লোকহুঃখেন বাক্যঃ ॥—কঠ, ২।২।২-১১

অর্থাৎ 'বেমন এক (অদ্বিতীয়) অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপ রূপ অনুসারে প্রতিরূপ করেন, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সর্বভূতের অন্তরায়্য রূপ রূপ প্রতিরূপ হইলেও বিশ্বাতিগ রহেন ।'

'বেমন এক (অদ্বিতীয়) বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপ রূপ অনুসারে প্রতিরূপ করেন, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সর্বভূতের অন্তরায়্য রূপ রূপ প্রতিরূপ হইলেও বিশ্বাতিগ রহেন ।'

'বেমন সমস্ত লোকের চকু-স্বরূপ হৃষ্য বাহ্যিক চাকুবদোবে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সেই অদ্বিতীয় সর্বভূতের অন্তরায়্য লোকহুঃখে লিপ্ত হইবেন না, কারণ তিনি বিশ্বাতিগ ।'

সেইকন্ত বৈদ্যান্তিকেলা বলিয়া থাকেন যে পরব্রহ্মের বস্তুাংশে মারা । এ কথা না বলিলেও হয় যে, নিরংশ ব্রহ্মের অংশ করণা কেবল বোধের সুবিধার জন্য । এক্ষণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম স্বীয়া-উপহিত হইলেও প্রপঞ্চের সসীমতার তাঁহার অসীমতা নিমজ্জিত হয় না—তিনি বিশ্বাত্মগ হইলেও বিশ্বাতিগ থাকেন । কারণ ব্রহ্মজ্যোতির পাদাংশই বিশ্বের স্রষ্টা, স্থিতি ও সংহারের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় ।* সেই জন্য জগৎকে তাঁহার নিবাস স্বরূপ বলা হইয়াছে ।

* But He will not be merged in His work, for vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing ; 'Having pervaded this universe with a portion of Myself I remain.' That marvellous Individuality is not lost and only a portion thereof suffices for the life of a Kosmos. The Logos, the Over-soul remains the God of His universe.—Theosophical Review, July 1902, p. 453.

অস্য বহতো ভূতন্ত নিঃখসিতম্ ।—বৃহ ২।৪।১০

যেমন অনায়াসে জীব নিশ্বাস গ্রন্থাস করে, সৃষ্টি জীবের পক্ষে সেইরূপ আয়াসহীন ব্যাপার। ইহাতে তাঁহাৰ কোন সংরক্ত, কোন বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না।

একাদশ অধ্যায় ।

বিরাট পুরুষ ।

ত্রক বৃহৎ—বৃহত্বাং ত্রক । ত্রক মহৎ ।

এব মে আশ্রিত্ত্বহর্নরে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরীক্য জ্যায়ান্ দিবো
জ্যায়ান্ এতৌ লোকোভ্যঃ ।—ছা ৩।৪।৩

‘কনয়ের অন্তরে সেই আমার আশ্রা—পৃথিবীর অপেক্ষা মহান, অন্ত-
রীকের অপেক্ষা মহান, দিবের অপেক্ষা মহান, এ সমস্ত লোকের অপেক্ষা
মহান ।’

বসিন্ গোঃ পৃথিবী অন্তরিকমোতম্ ।—বৃহ ২।২।৪

‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোকীর বিনি আশ্রয় ।’

তীহাং পরিমাণ নাই—

নৈনবৃদ্ধা ন তিষ্ঠাকং ন যথো পরিব্রজতৎ ।—যেত ৪।১০

‘উর্দ্ধ মধ্য পার্শ্ব—কোন দিকে তীহাকে বেটন করা যায় না ।’

সূর্য্য তীহাতেই উদিত হয়, তীহাতেই অস্ত যায় ।

বতচোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র ৫ গচ্ছতি ।—বৃহ ১।৪।২০

বতচোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র ৫ গচ্ছতি ।

তাং দেবতাঃ কর্কে অর্পিতা তচ্ছ বাভ্যোতি কলসঃ ।—কঠ ২।১।১০

‘বীহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়, বীহাতে সূর্য্য অস্ত যায়—সমস্ত দেব-
তার তিনি আশ্রয় । তীহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ।’
কারণ তিনি অপরিমিত, অমের । তিনি—

মহতো মহীমান্ ।—যেত ৩।২০

আকাশাশ্রা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বসকঃ সর্বরসঃ সর্বমহিমভ্যাজো অশাকী
অবাহরঃ ।—ছা ৩।৪।২

‘তিনি আকাশাত্মা সর্বকণ্ঠী সর্বকান সর্বগন্ধ সর্ববস সর্বভাপী
অবাকী অনাসর’ । সেইজন্য যেভাবেই বলিয়াছেন—

সর্বত্রিগুণভাস সর্বত্রিবিবজ্জিতঃ । *

সর্বস্য প্রভূমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ।—৩।১৭

‘তিনি সর্বত্রিবিবজ্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্থান তাঁহাতে
বিস্তারিত । তিনি সকলের প্রভু ঈশ্বর, সকলের শরণস্থ পরণ ।’

তিনি বিরাট, তিনি বিশ্বরূপ ।—

তস্য প্রাণী দিক্ প্রাকঃ প্রাণা, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যকঃ
প্রাণা, উত্তীচী দিক্ উদকঃ প্রাণা, উর্দ্ধা দিক্ উর্দ্ধাঃ প্রাণা, অবাচী দিক্ অবাকঃ প্রাণা,
সৰ্বা দিক্ সৰ্বে প্রাণাঃ ।—বৃহ ৪।২।৪

‘পূর্বদিক্ তাঁহার পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ তাঁহার দক্ষিণ প্রাণ,
পশ্চিম দিক্ তাঁহার পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ তাঁহার উত্তর প্রাণ,
উর্দ্ধ দিক্ তাঁহার উর্দ্ধ প্রাণ, অধোদিক্ তাঁহার অধঃ প্রাণ, সমস্ত দিক্
তাঁহার সকল প্রাণ ।’

অর্থাৎ সমস্ত দিক্, সমস্ত দেশ (space), তাঁহার বিরাট রূপের
অবয়ব । কারণ,

স এব অধস্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পূরস্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবৈব
সর্বম্ ।—হা ৭।২৪।১৩

‘তিনিই অধে তিনিই উপরে তিনিই পশ্চাতে তিনিই সমুখে তিনিই
দক্ষিণে তিনিই উত্তরে—তিনিই এই সমস্ত ।’

সেই জন্ত ছান্দোগ্যে দেখাইয়াছেন যে, চতুর্দিক (পূর্ব পশ্চিম উত্তর
দক্ষিণ) চতুর্লোক (পৃথিবী অন্তরীক দ্যৌঃ সমুদ্র) চতুর্জ্যোতিঃ (অগ্নি
বৃক্ষঃকজঃ বিদ্যাঃ) চতুরিন্দ্রিয় (প্রাণ চক্ৰঃ শ্রোত্র মনঃ)—তাঁহারই বোধন
কলা ।

একটি বিষ্ণু কলা একটি বিষ্ণু কলা নক্ষিণা বিষ্ণু কলা উত্তরী বিষ্ণু কলা এবং বৈ
সোম্য চতুষ্কলঃ পামোত্রকঃঃ একশতবান্ নাম । * *

পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষ কলা, স্যোঃ কলা সূর্য্য কলা । এবং বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পামো
ত্রকঃঃ একশতবান্ নাম । * *

অগ্নিঃ কলা অর্ঘ্যঃ কলা চত্রঃ কলা বিদ্বাৎ কলা, এবং বৈ চতুষ্কলঃ পামো
ত্রোক্তিস্তান্ নাম । * *

জ্যোঃ কলা চক্ৰঃ কলা জ্যোত্ৰঃ কলা বসঃ কলা, এবং বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পামো
ত্রকঃঃ আশতনবান্ নাম । * *

অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুই তাঁহার অধীন—তিনি বিরাট্ বিশ্বরূপ ।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত এই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স তুমি বিশ্বতোয়ঃ তাত্ত্বিষ্টম্ দশাদলুং ।

পুরুষ একবার সর্কঃ দশ্ চতুঃ বচ ভবাৎ । উজ্জ্বলস্যোপানো বদ্রেনাবিরোহতি ।

‘বিরাট পুরুষের সহস্র শির সহস্র নরম সহস্র চরণ তিনি সমস্ত
জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—জগতের বাহিরেও আছেন! হৃত ভবিষ্যৎ
বর্তমান—বাহ্য কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ । মর্ত্য ও অমর্ত্য—তিনি সমস্তেরই
অধীশ্বর ।’

এই বিরাট পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া বেতাগতর ঔপনিষদ বলিয়াছেন—

সর্কতঃ পাশিপালা তৎ সর্কতোক্ষিরোনুখং ।

সর্কতঃ অতিমল্লোকে সর্কমাদৃত্য তিষ্ঠতি ।—বেত ৩।১৩

‘তাঁহার সর্কতঃ কর-চরণ, সর্কতঃ চক্ৰঃ-প্রদণ, সর্কতঃ শির-জানন, তিনি
সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

বিশ্বতকল্লুকত বিশ্বতোয়ুগো বিশ্বতোবাহকত বিশ্বতশাৎ ।

সং বাহিত্যঃ বসতি সূপতঃ সৈবাহুসী ভবনশ্চৈব একঃ ।—বেতাগতর ৩।৩

‘তাঁহার সর্কতঃ চক্ৰ, তাঁহার সর্কতঃ শির, তাঁহার সর্কতঃ বাহ, তাঁহার

সর্বত্র গম ; সেই ছাতিসর সেনাপ্তা পৃথিবী ও অন্তরীক স্থান করিয়া বহুদূরকে
বাহ ও পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন ।

সর্ববান শিরোগ্রীবঃ সর্বভূতভাষণঃ ।

সর্বব্যাপী স সমবার তদ্যৎ সর্ববস্তঃ শিবঃ ॥—বৈষ্ণৱ অঃ ১১

‘সকলের মুখ তাঁহার মুখ, সকলের শির তাঁহার শির, সকলের
গ্রীবা তাঁহার গ্রীবা । তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত । সেই ভগবান
সর্বব্যাপী, তিনি শিব সর্বগত ।’

ইহারই সম্বন্ধে মৃণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, ছালোক
ইহান মন্তক, চন্দ্র-সূর্য্য ইহার চক্ষু, দিক্ ইহার কর্ণ, বেদ ইহার বাণী,
বায়ু ইহার শ্রোণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ ; ইনি সমস্ত ভূতের
অন্তরায় ।

অগ্নিশ্রী চক্ষুর্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রৈ বাগ্ভূতান্ত বেদাঃ ।

বায়ুঃ শ্রোণো হৃদয়ঃ বিশ্বমস্যা পৃষ্ঠাঃ পৃথিবী হেব সর্বভূতান্তরায় । ॥—মৃণ্ডক ২।১০

এই বিষাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয় । কারণ জগৎ জগদীশ্বরের
মূর্ত্তি । এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে । ভূঃ,
বুধঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঃ,—এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং পাতাল, রমাতল,
মহাতল, তলাতল, ক্ষতল, বিতল ও অন্তল,—এই সপ্ত অধোলোক জগতের
অন্তর্গত । এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্বাবর-জঙ্গম, তক-লতা-
ভৃৎ, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য, দেব-দানব, বন্ধ-রন্ধ-কিন্নর-
গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ-সাধা—যে কিছু পদার্থ আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তের
বে বিষাট সমষ্টি,—যে প্রকাণ্ড সমবার, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ । এই
বিশ্বরূপ শীতার একাধর অধারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার
আরম্ভমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল,—

পঞ্চাশি দেবাত্তং দেব দেহে সৰ্বাত্তং তু তুতীয়ায়নকান্ ।

ব্রহ্মাণবীণং কমলানন্দমবীণং সৰ্বাংসুখং কামবিদ্যাম্ ।

অনেকবাহুবরকক্কেমো পঞ্চাশি যান্ সৰ্বাত্তং বহুবরগাম্ ।

বাচ্যঃ ন বাচ্যঃ ন পুনস্তথাপি পঞ্চাশি বিবেচয় বিবরণঃ ।—ব্রহ্মা, ১১১৪-১৬

অৰ্জুন বলিলেন—“হে দেব ! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেব, সমস্ত তুত, পদ্মানবহিত ব্রহ্মা এবং দিব্য মহাবীণ ও উন্নয়নকে অবলোকন করিতেছি। হে বিবেচয়। হে বিবরণ। আমি তোমার অনেক বাহ উদর মুখ ও নেত্র যুক্ত, সৰ্বত্র অনন্তরূপ নিরীকণ করিতেছি; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।”

এই বিরাট পুরুষের কথা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আদিতে ভগবান লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহাদিগঠিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণার্থবশতী সেই ভগবানের নাতি হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তাহার অবয়বসমিবেশেই নিখিগ ভুবন কল্পিত হয়। তাহার সেই রূপ সিন্ধু সঙ্কর। সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, জিহ্বা, নয়ন ও বস্তক প্রভৃতি সকলই অসংখ্য ও অপরিমিত। ইনিই সকল অবতারণের নিধান ও অক্ষর বীজ। ইহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

ভগবানের এই বিরাট রূপের উপাসনা যে ভাবে করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

অষ্টকোণে শরীরেহগ্নিন্ সপ্তাধরণসংযুতঃ ।

বৈরাগ্যঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাক্রমঃ ।—ভাগবত ২।১২৫

এই সপ্ত আধরণে • আবৃত্ত ব্রহ্মাওশরীরে যে বিরাট পুরুষ বিরাজিত

* এই সপ্ত আধরণ ভগবতের সপ্ত মূলভব—প্রাথমিক: ক্রিতি, তাহার পরে পর পর ভগ্ন ভেদঃ বায়ু, প্রাণ, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব ।

রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত লোক
 তাঁহার শরীর—তাঁহার বিরাট দেহ। পাতাল তাঁহার পরতল, তলাতল
 তাঁহার চরণাঙ্গ, মহাতল তাঁহার গলক, তলাতল তাঁহার অঙ্গা, হুতল
 তাঁহার জাহ্নু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুধর। ভূলোক তাঁহার জঘন,
 ভুবলোক তাঁহার নাভি, বর্লোক তাঁহার উরু, বর্লোক তাঁহার ঐশ্বা,
 জনলোক তাঁহার বহন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক তাঁহার
 শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্‌সমূহ তাঁহার গ্রাণ, অশ্বিনী-
 কুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, হতাসন তাঁহার মুখ, সূর্য্য তাঁহার নয়ন,
 দিবারাত্রি তাঁহার অক্ষিপত্র, রস তাঁহার জিহ্বা, বস তাঁহার নংষ্ট্রী, মায়
 তাঁহার হস্ত, সংসার তাঁহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ
 তাঁহার অস্থি, নদীসমূহ তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার রোম বাহু
 তাঁহার নিবাস, কাল তাঁহার গতি, মেঘ তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র,
 প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, চন্দ্র তাঁহার মন—ইত্যাদিরূপে সেই বিরাট পুরুষের
 মূর্ত্তির ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সচ্চিদানন্দ ।

আমরা দেখিয়াছি উপনিষদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে ।

'সচ্চিদানন্দরূপায়' শাস্ত্রের ব্রহ্মবিষয়ক একটী সুপরিচিত বিশেষণ ।

ভাগবতে ভগবান্কে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলা হইয়াছে ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

সৎ, চিত্ত ও আনন্দ এই তিনটী শব্দের সমাস করিয়া সচ্চিদানন্দ পদ সিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এই সমাস বাক্য প্রাচীনতর উপনিষদে দেখা যায় না । নৃসিংহতাপনীর উপনিষদে প্রথম আমরা এই সমস্ত পদটির সাক্ষাৎ পাই ।

সচ্চিদানন্দময়ঃ পবন ব্রহ্ম ।—নৃ পূর্ব ১।৬

সর্ব্বপূর্ণস্বরূপোহসি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ।—মৈত্রী ৩।১

নৃসিংহ উত্তর তাপনীর (৪।৩।৭) এবং রামপূর্ব তাপনীর (৯২) ও রামউত্তর তাপনীর (২।৪।৫) উপনিষদেও সচ্চিদানন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । কিন্তু এই যুক্ত পদটির প্রাচীন উপনিষদে প্রয়োগ না থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে 'সৎ, চিত্ত ও আনন্দ' ব্রহ্মের পরিচয় স্থলে প্রযুক্ত দেখা যায় ।
মতী :—

সত্যঃ জ্ঞানমবস্থঃ ব্রহ্ম ।—তৈ ২।১।১

বিজ্ঞানম্ আনন্দঃ ব্রহ্ম ।—বৃহ ৩।৩।২৮

বিজ্ঞানঃ ব্রহ্ম ।—তৈ ২।৫।১

আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যাক্যমাং ।—তৈ ৩।৩।১

এইরূপ দেখা যায় যে, বৃহদায়ন্যক উপনিষদে ব্রহ্মের এই তিনটি ভাব স্বতন্ত্র করিয়া উপাসনার উপদেশ আছে ।

ব্রহ্মা ইত্যোনং উপাসীত ।

সত্যম্ ইত্যোনম্ উপাসীত ।

আনন্দ ইত্যোনম্ উপাসীত ।

এবং সর্বোপনিষদে এই সমস্ত ভাব সংগ্রহ করিয়া এইরূপে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ।

সত্যঃ জ্ঞানং অনন্তং আনন্দঃ ব্রহ্মঃ —সর্বোপনিষৎসার ।

অনেকে বিবেচনা করেন যে সং, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা শ্রুতি নিগূর্ণ ব্রহ্মকেই বিশেষিত করিয়াছেন । আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্মকে যদি সং স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, তবে আর তিনি নির্বিশেষ অবাঙ্গ্মনসগোচর হইলেন কিংবা ? তবে আর তাঁহার পরিচয় স্থলে শ্রুতি নেতি নেতি বলিয়া কেন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন ? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে সং, চিৎ ও আনন্দ সবিশেষ বাচক মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহারা নেতিরই প্রতিকূপ, অভাব-সূচক শব্দ । পরব্রহ্মকে সং বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, তিনি ব্যাবহারিক সত্তার অতীত, তাঁহাকে চিৎ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি নির্বিষয়, এবং আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি দ্রষ্টা ও দৃষ্টের সম্বন্ধের বহির্ভূত ।* এ মতের

* All three definitions of Brahma as being, thought or bliss are in essence only negative. Being is the negative of all empirical being, thought the negation of all objective being, bliss the negation of all being that arises in the mutual relation of knowing subject and known object.—Deussen p 147

সবীচীনতার বিবরণ সন্লেখ করিবার বথেষ্ট কারণ আছে । কারণ, শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; চিৎও নহেন, অচিৎও নহেন ; আনন্দও নহেন নিরানন্দও নহেন ।*

ব্রহ্ম যে সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এ বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক স্থলে স্পষ্ট উপদেশ দৃষ্ট হয় ।

সদস্যবরণ্যঃ ।—বৃহৎ ২।২।১

সদস্য অদৃশ্যকং ৮৭ ।—শ্রুতি ২।৫

ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ ।—শেত ৪।১৮

অনাসিমং পরং ব্রহ্ম ন সৎ তনু নাসন্ উচ্যতে ।—শ্রুতি ১৩।১২

সাক্ষাৎ সদস্যতঃ পরে ।—বোধবাণিশি

অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ নহেন অসৎও নহেন । তিনি সদস্যতের পর । অথবা তিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন ।

নাসন্ আনন্দ তদানীং বোসন্ আনন্দ তদানীন্ ।—কথোব, ১০।১২৪।১

অর্থাৎ আনন্দে অসৎও ছিলেন না, সৎও ছিলেন না । আবার অন্তত বলা হইয়াছে যে, অগ্রে অসৎ ছিলেন, তাঁহা হইতে সৎ হইলেন না ।

অসমেবেদম অগ্র আনন্দ তৎসন্ আনন্দ ।—ছা ৬।১৬।১

অসন্ বা ইদমগ্র আনন্দ ততো বৈ সন্ অজায়ত ।—তৈত্তি ২।৭

তবে আদি পরব্রহ্মকে কিরূপে 'সৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় ?†

* এবিষয়ে আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি । সেইজন্য এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম ।

† এই সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১।১ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৩।১ প্রভৃতি । যাডাদ্য ব্রাহ্মণি এ সবকে প্রাচীন গ্রন্থ Book of Dyan হইতে নিরোক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

To be out-breathed by that which is and yet is not.—Verse 6.
The visible and invisible rested in Eternal non-being—the one Being.—Verse 7.

এইরূপ, পরব্রহ্মকে চিং অথচ জড় বলা হইয়াছে ।

কণ্ঠেজেনোহি পাবাণঃ ।—যোগবাশিষ্ঠ

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এট যে, ব্রহ্ম চিংও নহেন অচিংও নহেন ।

এইরূপ, পরব্রহ্মকে সুখ ও দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে ।

পরং ব্রহ্ম নির্ভঃখং অতথকং বৎ ।—মহাভারত, বনপর্ক, ১৮-১২২

সেই জড় উপনিষদ্ একস্থলে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

বুদ্ধ্যিত্যুদ্ধ্যিত্যোহুসি ।—মৈত্রী ৩।১৬

আনন্দং নন্দনাতীতম্ —তেজোবিন্দু ৮

অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ বটেন, কিন্তু তিনি সুখাতীত । ইহা হইতে মনে হয় যে, সচ্চিদানন্দ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ মহেশ্বরেরই স্বরূপ-বাচক ।

ব্রহ্ম = সত্য ।

ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দেশ স্থলে প্রথমেই তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে ।

সত্যং জ্ঞানমন্তঃ ব্রহ্ম ।—তৈ ২।১।১

সদেব সৌম্য ইন্দ্রমগ্র আসীদ্ একমেব অবিভীদম্ ।—হা ৩।২।১

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী প্রচলিত নাম “সত্যম্” ।

জড় বা এতদ ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি ।—হা ৮।২।৪

সেই ব্রহ্মের নাম সত্য ।*

স যো হৈভ্যঃ মহৎ বাক্যং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জরতি ইমান্ লোকান্ ।—বৃহ ৩।৪।১

* এই সত্য শব্দের নিরুক্ত (etymology) ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক বৃহ ৩।৪।১, হা ৮।২।৪, এবং কৌ ১।৬ দেখিবেন ।

‘যিনি সেই মহান্ বস্তু প্রথমজকে সত্য ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই লোক জয় করেন ।’

তৎ সত্যম্ স জ্ঞাত্বা তৎ ব্রহ্মসি ।—ছা ৩।১।৭

‘তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তুমি ।’

তিনিই যখন একমাত্র সত্য, চরম পরমার্থ, সেই জন্ত তাঁহাকে “সত্যাত্ম সত্যম্” বলা হয় । এটী তাঁহার রহস্য নাম (উপনিষদ) ।

তত্ত্বোপনিষৎ সত্যাত্ম সত্যম্ ।—বৃহ ২।১।২০, ২।৩।৬

ব্রহ্মকে সং বলিলে কি বুঝায় ? তাঁহার সম্বন্ধেই জগতের সত্তা । তিনি আর্চেন বসিয়াই জগৎ আছে । অথচ জগতের সত্তা যেমন ভঙ্গুর, ক্ষয়, পরিণামী, বিকারশীল, তিনি সেরূপ নহেন । তিনি অক্ষয়, অজর, অমর ।

বহু রূপেন বসিষ্ঠিতঃ তদ্রূপং ন বাভিচারতি ।—

‘বাহার নিরন্তর রূপের বাভিচার হয় না তাহাটী সত্য ।’

ব্রহ্ম সত্য । অতএব তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, ইংগতি বিনাশ নাই, অপচয় উপচয় নাই ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্যিৎ—কঠ ১।২।১৮

অজো নিত্যঃ শাস্তোত্তমঃ পূর্ণাশ্রমঃ ।—কঠ ৩

তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল অবস্থায় একরূপে বিদ্যমান আছেন । তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন ।

নাসাকবুৎকরেন্দ্ৰং নভাগমোহনেকবা । নোদেতি বাস্তম্যাত্মি সন্নিদেবা স্বয়ং প্রভা ।

অর্থাৎ মাল, স্বপ্ন, বৃক্ষ, মনস্তর, কল্প, কোন কালেই তিনি ছিলেন না, এরূপ নহেন । তিনি নিত্য, তিনি স্থায়, তিনি অচল, তিনি সনাতন ।

ব্রহ্ম = চিৎ ।

সত্য জ্ঞানবস্তু ব্রহ্ম ।—তৈত্তি ২।১।১

ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ । ব্রহ্মকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিলে কি বুঝায় ? প্রথম এই বুঝায় যে তিনি স্বয়ং-জ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ । অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য পদার্থের অপেক্ষা নাই । বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, জনক মহর্ষি বাজবল্যকে এই প্রশ্ন করিয়া ছিলেন :—

কিং জ্যোতিরয়ঃ পুরুষঃ ।

উত্তরে বাজবল্য সকল জ্যোতিঃ-পদার্থের একে একে প্রত্যাখ্যান করিয়া জনককে চরম উপদেশ এইরূপে দিয়াছিলেন,—

আত্মৈবাত জ্যোতির্ভবতি, আত্মনা এবাম্ জ্যোতির্ভা আত্তে পন্যাসতে কৰ্ণ কুরুতে বিপলোত্তীতি ।—বৃহ ৪।৩।৬

অর্থাৎ ‘আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ, আত্মারই জ্যোতিঃ দ্বারা জীব সমস্ত কৰ্ম নির্বাহ করে ।’

সেই জন্য তাঁহাকে ক্রতি ‘তেজঃ’ ‘জ্যোতিঃ’ প্রভৃতি শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন ।

অধারম্ অনরীঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব ।—বৃহ ৪।৪।৭

অথ য এব সংপ্রদানঃ অগ্নাৎ শরীরাৎ সমুখার পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্ব ভেন রূপেণ ভতিনিপ্পত্তে ।—ছা ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম পরম জ্যোতিঃ । জীব মুক্ত অবস্থার তাঁহাতে মিলিত হয় ।’ ছান্দোগ্য ৮।৪।২ এবং মৈত্র উপনিষদেও (৬।২৪) তাঁহাকে পরম জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে । যখন তাঁহারই জ্যোতিঃকে সমস্ত জ্যোতিঃ জ্যোতিমান, তাঁহারই আলোকে সমস্ত আলোক দ্ব্যতিমান, তাঁহারই

প্রভাষ সমস্ত বস্তু প্রভাবান, তখন তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ
(জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ) বলাই সুসঙ্গত। উপনিষৎও অনেকস্থলে তাঁহাকে
ইহাই বলিরাছেন।

যস্মাদ্ অর্কাক্ সত্যংসর্বো জ্যোতিঃ পরিবর্ততে।

তন্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোণাসতেহবৃতং।—মুণ্ড ৪।৪।১৬

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিয়জ্য ব্রহ্ম দিকলং।

তদ্ব্যুৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তন্ বদ্ আশ্রয়িতো বিহঃ।—মুণ্ড ২।২।২

ব্রহ্ম যে স্বপ্রকাশ, সমস্ত জ্যোতিঃ যে তাঁহারই জ্যোতির দ্বারা মাজ,
এ বিবর বুঝাইবার জন্য উপনিষদে একাধিক স্থলে এই নিম্নোক্ত শ্রুতির
লোকটী উদ্ধৃত দেখা যায়।

ব ভবনং সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতায়কং দেবা বিদ্বাতো ভাতি কৃতোহরমগ্নিঃ।

তমেব ভাস্তমস্তুভাতি সর্বং তত্ত ভাসা সর্কসিং বিতাতি।

—কঠ ৪।১৫, শেত ৩।১৪, ও মুণ্ড ২।২।১০

‘সেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতায়কার ভাতি নাই, বিদ্বাং
সেখানে প্রভাবিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহার ভাতির
অনুসারে সমস্তের ভাতি, তাঁহার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশিত।’

গীতা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিরাছেন,—

ব্রহ্মানিত্যতং তেনো অগন্ ভাসয়তেহখিলাং।

বক্তব্রহ্মসি বচাগৌ ভক্তেনো বিদ্ধি ব্রহ্মবন্।—১৪।১২

‘আমিত্যগত যে ভেদ অখিল জগতকে উদ্ভাসিত করে, চক্রে ও অগ্নিতে
যে ভেদ, সে ভেদ ভগবানেরই।’

ইহা ঋগ্ পদ বর্ণনা। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি স্বপ্রকাশ, জ্ঞান
স্বরূপ, তাঁহার উজ্জ্বলনে সমস্ত উজ্জলিত। এইজন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানময়,
বিজ্ঞানবদন, প্রজ্ঞানবদন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।

যোহাঃ বিজ্ঞানসমঃ ।—বুহ ৪/৪/২২ *

স বধ। সৈন্যবহনে। জনহরোহিতাঃ কুৎসে। মলমল এবৈব বা। অস্তে অস্তে। অস্তে।
জনহরোহিতাঃ কুৎসে। প্রজ্ঞানমন এষ।—বৃহ ৪।৫।১০

অর্থাৎ 'যেমন সৈকত খণ্ড অন্তরে বাহিরে সমস্তটা জয়শম্বর, এইরূপ
আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রজ্ঞানময়, প্রজ্ঞানবন, প্রজ্ঞান ভির জন্য
কোনও কিছু নাই।'

যেহেতু তিনি প্রজামহ, জাননরূপ, সেইজন্য তাঁহাকে "প্রাক-
প্রজাধা" † বলা হয়।

এবং বোঝায়: পুরুষ: প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিদক্ষো ন বাহ্যং কিকন বেন সাক্ষরঃ।

—सुख ७।७।२३

যো বৈ জ্ঞানঃ স প্রজ্ঞা য়া বা প্রজ্ঞা স জ্ঞানঃ ।—কৌষী ৩৪

সংগ্রহ প্রাপ্তি এবং প্রজ্ঞাপনা জাননোইহরোহিত: * * এবং লোকপাল: এবং
লোকপিত্তি: এবং সর্বোপ:।—কোথী ৩৮

অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের তিনিই একমাত্র বিষয়ী ; তিনি ব্রহ্ম (শ্রেণী ৩৫),
সাকী (খণ্ড ৩।১১), চিন্মাত্র ।

বিশ্বের বিলোপ হইলেও বিশ্বীর বিলোপ হয় না, কারণ তিনি অবিনাশী। তিনি চিং স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞাতা—জ্ঞান তাঁহার বৃত্তি বা ভাবস্বরূপ নহে। এই তত্ত্ব বাস্তবিক্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার একাংশের উদ্ধৃত হইল।

যদ্যৈ তন্ন পদ্ধতি পদ্ধত্বৈ তন্ন পদ্ধতি ন হি ব্রহ্মবৃত্তিবিপরিলোপে। বিহাতে অব-
শিষ্টাৎ ন ব্রহ্ম তন্ন বিদ্যায়তি তত্ত্বো। অল্প বিদ্যন্তঃ বৎ পদ্ধত্বৈ।—বৃহ ৪।৩২০

কিএ সম্পর্কে বৃহৎ ৪৩১৪, ৪৪১৮ কর ৪১৪, হা ৪৩১, ক পৌড়পান ৪৩১ হইবে।

† Absolute knowing subject.

একরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অবিজ্ঞের একাকার অবস্থাতে—যখন বিষয় বিষয়ীৰ, দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ তিরোহিত হয়, তখনও তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপের বাতায় হয় না,—কারণ তিনি চিৎ স্বরূপ।*

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় নহেন; তিনি চিৎ, চৈতন্যময়। জড় চৈতনের ভেদ আমাদের অনুভবসিদ্ধ; অতএব তাঁহা বৃক্ষান অনাবশ্যক। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহারই বিকার জড়বর্ণ। বিক্রিয়াজীন ব্রহ্ম তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম সর্বতঃ চেতন। সেই জন্ত তাঁহাকে চিদম্বন বলে। চিত্তের একটি লক্ষণ স্বপ্রকাশিত। অর্থাৎ চিৎ আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে; তাহার প্রকাশ জড় পদার্থস্বরের প্রয়োজন হয় না। জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা বৃক্ষান বসিতে পারে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ পদার্থ; নিশার অন্ধকারে লক্ষ, নদী, পর্বত, গৃহ প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইয়া উল্লাসিগকে প্রকাশিত করেন। অতএব ব্রহ্ম, নদী, পর্বত, গৃহ প্রভৃতি স্বপ্রকাশ পদার্থ নহে, কারণ তাহারা সূর্য্যালোক ভিন্ন প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সূর্য্য আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই জন্ত তিনি স্বপ্রকাশ। কিন্তু সূর্য্য কাহার তেজে তেজীয়ান, কাহার জ্যোতিতে জ্যোতিমান?

জন্মের ভাস্কর্য্যমুখাতি সর্বত্র তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।—কঠ ৫।১৫, যেত ৩।১৫, ঋক ২।২।১০।

‘ব্রহ্মের ভাতিতে সকলেই ভাতিমান, তাহার জ্যোতির অনুসরণ করিয়াই অতঃ জ্যোতিঃ।’

ন তৎ ভাসরতে সূর্য্যো ন চন্দ্রমা ন ভারকঃ।—শ্রীতা, ১৬।৬

* It has no consciousness of object and yet is not unconscious.

—Deussen.

‘স্বর্বা চক্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ময় পদার্থ তাঁহাকে ভাসিত করে না ।’

আলোকের ভাতির বিষয়ে বাহা বলা হইল, জ্ঞানের ভাতির বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য । বিষয় সংযোগে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন উদ্ভূত হয় । ঐ স্পন্দন ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হয় । পরে কোশ হইতে কোশান্তরে সংক্রান্তিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হয় । কিন্তু স্পন্দন কিরূপে জ্ঞানে পরিণত হয় ? পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ । এ বিষয়ে বৈদান্তিকের উত্তর এই যে, যেমন আলোক ঘট প্রভৃতি পদার্থকে উজ্জলিত করিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধি ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জলিত হইয়া চিত্তবৃত্তি জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় । চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী ও বহুরূপী । সেই জন্ত তদ্বারা উপহিত হইয়া জ্ঞান (বাহ্য ব্রহ্ম স্বরূপ) তাহাও ক্ষণিক ও নানারূপ মনে হয় । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । স্বচ্ছ ক্ষটিক যেমন জবা কুণ্ডলের সংযোগে লাল মনে হয়, অপরাজিতার সংযোগে নীল মনে হয় এবং গাঁদা ফুলের সংস্রবে হলুদ বর্ণ মনে হয়, কিন্তু ক্ষটিক বাস্তবিক বর্ণরহিত । সেইরূপ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্যে চিদ্বদন শুদ্ধ আত্মা সেই সেই বৃত্তির তাদৃশ্য লাভ করেন । সেই জন্ত আত্মাকে সুখী দুঃখী কামী লোভী ইত্যাদি রূপ মনে হয় । অর্থাৎ সুখের অবস্থায় জ্ঞান সুখাকারে আকারিত হয় ; দুঃখের অবস্থায় জ্ঞান দুঃখাকারে পরিণত হয় । এই বিভিন্নতা উপাধি-জন্ত, বাস্তবিক নহে । আর চিৎ নিত্য বস্তু, কোনকালে কোন অবস্থায় ইহার বাধ হয় না । জাগ্রৎ অবস্থায় বাহ্য জ্ঞানের বিষয়, তাহা স্বপ্নে বিদ্যমান থাকে না । এইরূপ স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য বস্তু, সুশুপ্তি অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকেনা । কিন্তু চিৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে । এমন কি যখন আমরা ঘোর নিদ্রায় সুস্থপ্ত থাকি,

তখনও চিত্ত তিরোহিত হয় না । এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালোই চিত্তের সম্ভা অকুর থাকে ।

ব্রহ্ম = আনন্দ ।

উপনিষদের ঋষি বলিরাছেন,—

বিজ্ঞানবাননাং ব্রহ্ম ।—বৃহ ৩।৩।২৮

‘ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ।’

আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যাজান্যং ।—ঐত ৩।৩।১

‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন ।’ ব্রহ্মকে কেন আনন্দস্বরূপ বলা হয় ? ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিলে কি বুঝায় ?

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্ম আনন্দী নহেন, ব্রহ্ম = আনন্দ ।

আশো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ।—ঐত ৪।৫।১৫

কং = স্বপ্ন ।

‘ব্রহ্ম প্রাণ, ব্রহ্ম আকাশ, ব্রহ্ম সুখ ।’

সএব প্রাণ এব, প্রজ্ঞায়া আনন্দোহমরোহিততঃ ।—কৌষী ৩।৮

‘তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই আনন্দ—অজন্ম অবয়ব ।’

বহু জন্ত অগ্নঃ তৎ শান্ত্য অশক্যঃ অন্তর্যঃ আশোকঃ আনন্দ্যঃ তৃপ্তঃ হিরণ্যমলমব্রতমহুতঃ
ব্রহ্মং বিকুসজ্জিতং ।—বৈত্র ৬।২০

তৎ শান্ত্য অশক্যঃ অন্তর্যঃ আশোকঃ আনন্দ্যঃ তৃপ্তঃ হিরণ্যমলমব্রতমহুতঃ প্রব্র
ব্রহ্মং বিকুসজ্জিতং সর্বাপর্যং ধাম ।—বৈত্রী, ৭।৩

অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম শান্ত, আনন্দ, অন্তর্য, আশোক, আনন্দ্য, তৃপ্ত, স্থির, অচল, অমৃত, অচ্যুত ও প্রব্র । তাঁহার নাম বিকু । তিনি পরম ধাম ।’

আনন্দ স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষোপনিষৎ বলিচ্ছেন,—

আনন্দো নাম স্বৰ্গচৈতন্যরূপো অপরিসীতানন্দ সত্ত্ব অবিশিষ্টরূপরূপ আনন্দ ইত্যুক্তো :

ইহার নীপিকার নারায়ণ লিখিরাছেন,—

নতু আনন্দ ভিন্নঃ সুখমতি । * * সুখসুখং কতিসুখম্ ইতিবাং বিশেষোক্ত নাস্তি ।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি সুখ স্বরূপ অথচ চিংস্বরূপ । তিনি অপরিসীম আনন্দ-সমুদ্র । তিনি নির্বিশেষ সুখ ।'

উপনিষদের মতে জীব=ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যখন আনন্দস্বরূপ, তখন জীবও তাহাই । একত্র জীবকে আনন্দ-বিগ্রহ বলা হয় ।

নান্যভেদমহীনোহস্মি হৃদ্যতানন্দবিগ্রহঃ ।—মৈত্রী ৩।৮

বলা বাহুল্য যে, এ আনন্দ বিষয়-সুখ নহে । ইহা সাধারণ সুখ-
হুঃখের অতীত অবস্থা । সেই জন্ত তেজোবিন্দু উপনিষদ্ বলিরাছেন,—

আনন্দঃ নন্দনাতীতম্ ।—তেজ ৮

'সেই আনন্দ সুখের অতীত অবস্থা ।'

মৈত্রী উপনিষদ জীবের তুরীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিরাছেন,—
ততো নিরাস্করমসেতি নিরাস্করম্বাং ন সুখহুঃখভাগ্যভাবিত্তি কেবলম্ লভতে ।—মৈত্রী ৩।২১

ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ, জীব তাহার কণিকা মাত্র লাভ করে । তাহাই
তাহার পক্ষে পর্যাাপ্ত ।

এতদৈব আনন্দত অন্যানি ভূতানি মাত্রাশূণ্যজীবন্তি ।—বৃহ ৪।৩।৩২

জীব যে, বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে, তাহার কারণ এই যে,
বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন রহিরাছেন । অতএব সেই
রসের আশ্বাসন করিরাই জীব আনন্দী হয় । এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ
এইরূপ বলিরাছেন,—

* রূপো বৈ সঃ রসঃ স্বেদাকঃ লক্ষ্যাসক্তী ভবতি । কো হোবাভ্যোঃ কঃ প্রাশ্রাবঃ ।

বসেহ আকাশঃ স্যাদেবো ন স্ত্যং । এব হোবানন্দম্যতি ।—তৈত্তিরীয় ২।৭

‘তিনিই রস। রস আনন্দন করিয়া জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দ স্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তবে কে প্রাপন করিতে পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।’ *

মানুষ সুখাশেষী। মানুষ যখন কিছুতেই সন্তোষে চার না, আত্মাকে হারাইতে চাহে না, তখন বুঝতে হইবে আত্মা সুখস্বরূপ। অগ্র বস্তুতে বা ব্যক্তিতে যে আমাদের প্রেম হয়, তাহার বা আমাদের প্রিয় হয়, তাহার কারণ এই যে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (যিনি ঐ ব্যক্তি বা বস্তুতে অনু-স্থিত রহিয়াছেন) আমাদের নিয়তই প্রেমাম্পদ। সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন :—

প্রেমঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োনাশ্রাৎ সৰ্ব্বশ্রাৎ ।—বৃহ, ১।৪।৮

‘ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়—অগ্র সমস্তের অপেক্ষা প্রিয়।’

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে। বাক্য-বদ্ধা মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন।

ন হোবাচ ন বা অরে পত্ন্যঃ কামার পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামার পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জাগারৈ কামার জাগা প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামার জাগা প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামার পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামার পুত্রাঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে বিত্তস্য কামার বিত্তঃ প্রিয়ঃ ভবত্যাত্মনস্ত কামার বিত্তঃ প্রিয়ঃ ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামার ব্রহ্ম প্রিয়ঃ ভবত্যাত্মনস্ত কামার ব্রহ্মঃ প্রিয়ঃ ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামার লোকাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামার লোকাঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে দেবানাং কামার দেবাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামার দেবাঃ প্রিয়া ভবতি।

* সেই জন্য পঞ্চমীকার বলিয়াছেন যে, উপমহী প্রকৃতির বিকার বিবর হইতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ আনন্দবদ ব্রহ্মের কণিক অবতালু জির আর কিছু নহে।

প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে ভূতানাঃ কামার ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্ত্যামনন্ত কামার ভূতানি
প্রিয়ানি ভবন্তি । ন বা অরে সর্বস্য কামার সর্বাঃ প্রিয় ভবন্ত্যামনন্ত কামার সর্বাঃ প্রিয়ঃ
ভবন্ত্যামা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যামনো বা
অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেননঃ সর্বাঃ বিদিতম্ ।—বৃহ ২।৪।৫

অর্থ—‘পতির কামনার পতি প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার
পতি প্রিয় হয় । জ্ঞার কামনার জ্ঞা প্রিয় হয় না । আত্মারই
কামনার জ্ঞা প্রিয় হয় । পুত্রের কামনার পুত্র প্রিয় হয় না । আত্মারই
কামনার পুত্র প্রিয় হয় । বিত্তের কামনার বিত্ত প্রিয় হয় না । আত্মারই
কামনার বিত্ত প্রিয় হয় । ব্রাহ্মণের কামনার ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না ।
আত্মারই কামনার ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় । ক্ষত্রিয়ের কামনার ক্ষত্রিয়
প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় । লোকের কামনার
লোক প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার লোক প্রিয় হয় । দেবের কামনার
দেব প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার দেব প্রিয় হয় । ভূতের কামনার
ভূত প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার ভূত প্রিয় হয় । কাহারও কাম-
নার কেহ প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনার সকলে প্রিয় হয় । অতএব
—আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য ; আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ
মনন, ধ্যান করিলে সমস্তই বিদিত হয় ।’

এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, জগতে যে কিছু বিষয় আছে (বাহ্যার
সম্পর্কে জীব মুখ অনুভব করে এবং যাতে সুখার্থী হইয়া জীব তাহার
কামনা করে), সে সমস্ত বিষয় যে জীবকে মুখ দিতে পারে, তাহার
কারণ এই যে, মুখ-স্বরূপ আত্মা সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছেন । যখন জীব বিষয়ের সংস্পর্শে মুখ অনুভব করে, তখন
বস্তুতঃ পক্ষে সে ব্রহ্মের ভূমানন্দ কণিকামাত্র আবাদন করে । অতএব

জীব বধন সুখ লোভে বিষয়ের কামনা করে, তখন সে বাস্তবিক সুখ-
বরূপ ব্রহ্মেরই কামনা করে।

ব্রহ্ম কেন আনন্দবরূপ? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা
যায় যে, শ্রুতি হুই ভাবে ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ
ব্রহ্মে হুঃখের অত্যন্ত অভাব, অতএব তিনি সুখ-বরূপ। দ্বিতীয়তঃ,
ব্রহ্ম তুমা, ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্মে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, বিষদীর ও বিষয়ের একাকার
অবস্থা; অতএব তিনি আনন্দ।

প্রথমতঃ আমরা অভাব-নির্দেশের (Negative aspect) এর
আলোচনা করি।

উপনিষদ বলিতেছেন যে, অগৎ আর্ত, দুঃখময়।

অতোহন্যদ আর্তম।—বৃহ ৩ঃ২

ব্রহ্ম ইহার বিপরীত। ব্রহ্ম তিনি, যিনি—

যোহনান্যাপিগাসে শোকঃ মোহঃ জরাঃ মৃত্যুমভ্যুতি।—বৃহ ৩ঃ১

‘ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ, জরা, মৃত্যুর অভীত।’

এব আত্মা অপহতপাপা। বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিমুখ্যংসোহপিগাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ—ছা ৮ঃ১৫, ৮ঃ১৬।

‘এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন,
সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।’

এব আত্মা অপহতপাপা। বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিমুখ্যংসোহপিগাসঃ সত্যসংকল্পঃ
সত্যকামঃ এব পরমেশ্বর এব ভূতাবিগতিরৈব ভূতগাল এব সেতুর্জিহ্বরূপ এব হি ববাহু-
পানঃ শাক্তুর্ভবো ব্রহ্মঃ প্রজাপতিক্রিয়হৃদ্রিয়গার্ভঃ সত্যঃ প্রাণো হংসঃ শাক্তাহুচ্যুতো
বহুদ্রঃ (সারণঃ)।—মৈত্রী ৭ঃ৭

‘এই আত্মা পাণহীন, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন,
সত্যসংকল্প, সত্যকাম। ইনি পরমেশ্বর, ভূতাবিগতি, ভূতগাল। ইনি

ধারণের সেতু, আত্মার লীলার, শব্দ, ভাব, রূপ, প্রকাশিত, বিশ্বজ্ঞান, চিরণ্যগর্ভ, সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, হংস, শান্তা, অচ্যুত, বিজ্ঞানারাম ।

ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এক স্থলে বলিয়াছেন,—

ভূমা উৎ ইতি নাম । স এব সর্ব্বভ্যঃ পাপুভ্য উদিতঃ ।—ছা ১।৩।৭

‘ভাঁহার নাম উৎ, কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত ।’ *

ইহা গেল ব্রহ্মের দ্বঃস্বভাব বর্ণনা । অতএব ভাঁহার অভাব-স্বথ । অতঃপর ভাঁহার ভাবস্বথের বিবরণ করিব । ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে ভূমা বলিয়াছেন ।

যো বৈ ভূমা তৎ স্বথং । ন হ্যস্মৈ স্বথম্ অতি । ভূমৈব স্বথং ।—ছান্দোগ্য ৭।২।৩

‘যিনি ভূমা, তিনিই স্বথ । অস্মৈ স্বথ নাই । ভূমাই স্বথ ।’

ব্রহ্ম ভূমা । তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । তিনি অনন্ত, তিনি পরিপূর্ণ—সর্ব্বভ্যঃ পূর্ণ ।

পূর্ণরসঃ পূর্ণমিহঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে পূর্ণাদ্হিপূর্ণমাদার পূর্ণমেবাদিশিষ্যতে ।

—বঙ্কু পান্ডিত্য

‘তিনি পূর্ণ পূর্ণ সম্পূর্ণ—ভাঁহার কোন কিছু ৭গী অভাব নাই ।’

তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি অনন্ত । অর্থাৎ, তিনি ভূমা । ভূমা কি ? ছান্দোগ্য বর্ণিতাছেন,—

কত্র নান্যং পশ্যতি নান্যং শৃণোতি নানাদ্ বিজ্ঞানতি স ভূমা । অথ বজ্র অনন্তং

* ব্রহ্মের এই negative aspect সূচক বর্ণনা সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডায়েরেন লিখিয়াছেন :—

All these frequently recurring descriptions are summed up in the designation of Brahman as *Ananda*, “bliss.”—*Philosophy of the Upanishads*—p. 141.

পশ্যতি অন্যান্য পশ্যতি অন্যান্য বিজাযতি তবজা। যো বৈ ভূমা তমবুজা। অথ
বরজা তৎ মর্ত্যো।—হা ৭।২৪.১

‘যেখানে অন্তকে দেখে না, অন্যকে শুনে না, অন্যকে জানেনা,
সেই ভূমা। আর যেখানে অন্যকে দেখে, অন্যকে শুনে, অন্যকে জানে
সেই অন্ন। যিনি হন ভূমা, তিনি অমৃত। বাহা হয় অন্ন,
তাহা মর্ত্য।’

অর্থাৎ তাঁহাতে বিষয় বিষয়ীর (subject object) দৃষ্টা দৃশ্যের
ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড, ভেদরহিত, অঙ্গর, অমর, একাকার বস্তু।
জীব যখনই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন সে ভয়ের অতীত হয়।
কারণ, বাহা অন্ন তাহাই ভয়ের আশ্রয়, বাহা ভূমা তাহা অ-ভয়। এ
বিষয়ে তৈত্তিরীর উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন :—

যদা হোবৈষ এতন্নিরদৃশ্যেনান্নৈবনিক্রেতনিলয়নেহভয়ঃ প্রতিষ্ঠাঃ বিলভে। অথ
সোহভয়ঃ গতো ভবতি। যদা হোবৈষ এতন্নিরদয়নভয়ঃ কুরুতে। কথং তত্ত ভয়
ভবতি।—২।৭

‘যখন এই জীব সেই অদৃশ্য অনায়া অবাচ্য, অনায়া ভূতে অভয়ে
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে ভয়ের অতীত হয়। যখন পর্য্যাপ্ত জীব তাঁহাতে
অত্যন্ত ভেদ করে, তখন তাহার ভয় হয়।’

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া দ্রুতি অন্তত বলিয়াছেন,—

জানন্দং ব্রহ্মণো বিধান। ন বিভেতি কুতশ্চন।—তৈত্তি ২।৭

‘ব্রহ্মানন্দ জানিলে কোথাও কিছুতে ভয় থাকে না।’ সেইজন্য
ব্রাহ্মরত্ন রাজর্ষি জনককে এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া
জীবসানে বলিয়াছিলেন,—

ন বা এষ ব্রহ্মানন্দ আত্মাহবরোহনরোহনুতোহিতরো ব্রহ্মভয়ং নৈ ব্রহ্মভয়ং হি বৈ শ্রুত
ভবতি ন এব ভয়ঃ।—বৃহ ৪।৪।২৫

‘সেই এই মহান্ অজ আত্মা, অজর অমর অমৃত অন্তর ব্রহ্ম । ব্রহ্ম অ-তর । যে জীব একগু জানে, সে অন্তর ব্রহ্ম হয় ।’

সুখুপ্তি অবস্থার জীবের এইরূপ একাকার অবস্থা হয় । সে অবস্থার জীবের বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং সে সাময়িক ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অমৃতত্ব করে । বৃহদারণ্যক এই সুখুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

অথ বদা সুখুপ্তো ভবতি যদা ন কন্তচন বেদ । হিতা নাম নাডো হাসপ্ততিনহস্রাণি
কদয়াৎ পুরীতমতিপ্রতিষ্ঠন্তে তাক্তিঃ প্রভাবম্ভ্যং পুরীভতি শেতে । স যদা কুমারো
বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিস্ত্রীমানন্দস্ত গদা শরীতৈবমেবৈব এতচ্ছেতে ।

—বৃহ ২।১।১০

‘যখন জীব সুখুপ্ত হয় তখন সে কিছুই জানে না । কদর হইতে “পুরীতং” নাড়ীর অভিমুখে ৭২০০০ “হিতা” নামক নাড়ী প্রসৃত আছে, সেই সকল নাড়ীর পথে অশদর্শন করিয়া জীব “পুরীতং” নাড়ীতে শমন করে । যেনন কুমার বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের “অতিস্ত্রী” (আতিশয়া) অমৃতত্ব করিয়া শমন করে ।’ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সুখুপ্তির অবস্থার জীব আনন্দের “অতিস্ত্রী” (ব্রহ্মানন্দ) অমৃতত্ব করে । অতঃপর, বৃহদারণ্যক সুখুপ্তি অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

যত্র হুপ্তো ন ককন কামঃ কাময়েত ন ককন বয়ং পত্ততি ।

তা বা অস্ত্রতা হিতা নাম নাডো ।

যত্র দেব ইব রাজৈবাহমোএবঃ সর্কোহস্রীতি মন্ততে সোহন্ত পরমো লোকঃ ।

তদ্বা অস্ত্রতমতিচ্ছন্দা অপহতপাপায়াহন্তরঃ রূপঃ তদ্ব্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরি-
বক্তো ন বাহুঃ কিকন বেদ নান্তরমেবমেবারং পুরুষঃ প্রোজেনাশ্রয়া সম্পরিবক্তো ন বাহুঃ
কিকন বেদ নান্তরঃ তদ্বা অস্ত্রতমাপ্তকামনাস্তকামমকামং রূপং শোকাভিরন ।

অত্র শিতাহপিতা ভবতি মাতৃহত্যাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা

অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি ক্রণহাঃক্রণহা চাণ্ডালেহচাণ্ডালঃ পৌকসোহপৌকসঃ এবণে-
হশ্রমণতাপনোহতাপনোহনবাগতঃ পুণ্যোনানবাগতঃপাপেনতীর্ণো হি তদা সৰ্বাহোকান্
হৃদয়ন্ত ভবতি ।

সলিল একো ব্রটাইবৈভো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সত্রাডিতি হৈনমমূলশাস রাজ্যমধ্য
এবান্ত পরমা গতির্যেবান্ত পরমা সম্পদেবোহন্ত পরমো লোক এবোহন্ত পরম আনন্দঃ ।

—বৃহ ৪।৩।১৯, ২০, ২১, ২২, ৩২

‘সেই স্রুষ্টি অবস্থা—যে অবস্থার জীব স্রুপ্ত হইয়া কোন কামনা
করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না। তখন জীব ‘হিতা’ নামক নাদীতে
অবস্থান করে। তখন সে দেবের জায় রাজার জায় মনে করে, ‘এ
সমস্তই আমি।’ সেই তাহার পরম লোক। এই তাহার অতিচ্ছন্দ অস্তর
রূপ। যেমন প্রিয় রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, মানুষ অস্তর বাহির
কিছুই জানিতে পারে না, এইরূপ জীব প্রাক্ত আত্মা কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া
অস্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না। এই তাহার আশু কাম আশ্র-
কাম অকাম রূপ—বাহা লোকের অতীত। সে অবস্থার পিতা পিতা
ধাকেন না, মাতা মাতা ধাকেন না, লোক লোক থাকে না, বেদ বেদ
ধাকেন না, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌকস অপৌকস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয়,
তাপস অতাপস হয়। তখন জীব সমস্ত পাপ পুণ্যের অতীত হয়। এবং
হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হয়।’

এই ‘অতিরীমানন্দ’, এই পরম আনন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য
শ্রুতি উপমা সাহায্য লইয়াছেন।

স যো মমুখ্যাণাং রাজ্ঞঃ মমুখো ভবত্যন্যোবাসমিতিঃ সর্কৈর্মামুখ্যাকৈর্ভোগৈঃ
সম্পন্নতমঃ স মমুখ্যাণাং পরম আনন্দোহিৎ যে শতমমুখ্যাণামানন্দঃ স একো পিতৃপাণি
অন্যলোকান্যান্যানন্দোহিৎ যে শতঃ পিতৃপাণি ত্রিতলোকানানন্দঃ স একো ব্রহ্মলোক

আনন্দোহং যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ণদেবানামানন্দো যে কর্ণা-
যবদ্বন্দ্বিনন্দ্যাত্তেহং যে শতং কর্ণদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানামানন্দো
বন্দ শ্রোত্রিরোহবৃজিনোহকামহতোহং যে শতমাজসিদেবানামানন্দাঃ স একঃ
প্রজাপতিলোক আনন্দো বন্দ শ্রোত্রিরোহবৃজিনোহকামহতোহং যে শতং প্রজাপতিলোক
আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো বন্দ শ্রোত্রিরোহবৃজিনোহকামহতোহং
এব পরম আনন্দ এব ব্রহ্মলোকঃ ॥—বৃহ ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি,
সমস্ত মাতৃষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যের পরম
আনন্দ । এই মনুষ্য আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ ।
পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধর্ব লোকের আনন্দ । গন্ধর্ব লোকের
আনন্দের শতগুণ কর্ণ-দেবগণের আনন্দ । (কর্ণদেব তাঁহারা, বাঁহারা
কর্ণ দ্বারা দেবদ্ব লাভ করিয়াছেন) । কর্ণদেবগণের আনন্দের শতগুণ
আজান দেবগণের আনন্দ । নিম্পাপ নিকাম শ্রোত্রিরের এইরূপ আনন্দ ।
আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ প্রজাপতি লোকের আনন্দ । নিম্পাপ
নিকাম শ্রোত্রিরের এইরূপ আনন্দ । প্রজাপতি লোকের আনন্দের শতগুণ
ব্রহ্মলোকের আনন্দ । নিম্পাপ নিকাম শ্রোত্রিরের এইরূপ আনন্দ ।
ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ব্রহ্মলোক ।’

সৈবানন্দস্য সীমাংসা ভবতি । বৃহা স্যাৎ সাধুব্যাখ্যায়কঃ । আশিষ্টো বৃষ্টিটো
বসিষ্ঠঃ । ভক্তেভ্যঃ পৃথিবী সৰ্বা বিস্তৃত পূর্ণা ত্রাৎ । স একো হামুং আনন্দাঃ । তে যে
শতং হামুং আনন্দাঃ । স একো যমুবাগন্ধর্বগামানন্দাঃ । শ্রোত্রিরস্ত চাকামহত্ত
তে যে শতং যমুবাগন্ধর্বগামানন্দাঃ । স একো দেবগন্ধর্বগামানন্দাঃ । শ্রোত্রিরস্ত চাকাম-
হত্তস্য । তে যে শতং দেবগন্ধর্বগামানন্দাঃ । স একঃ পিতৃগাং চিরলোকালোক-
নামানন্দাঃ । শ্রোত্রিরস্ত চাকামহত্তস্য । তে যে শতং পিতৃগাং চিরলোকালোকনামানন্দাঃ ।
স এক আজানজানাং দেবানামানন্দাঃ । শ্রোত্রিরস্ত চাকামহত্তস্য । তে যে শত-
মাজসিদানাং দেবানামানন্দাঃ । স একঃ কর্ণদেবাং দেবানামানন্দাঃ । যে কর্ণা

দেবানপি বস্তু। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহন্ত। তে যে শতং কৰ্ম্মদেবানাং দেবানা-
মানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহন্ত। তে যে শতং
দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রসানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহন্ত। তে যে
শতমিন্দ্রসানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহন্তস্য। তে যে
শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহন্তস্য।
তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহন্তস্য।

—তৈত্তিরীয় ২।৮

অর্থাৎ ‘আনন্দের এইরূপ বীমাংসা। যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক, আশিষ্টে ত্রিচিষ্ট বসিষ্ট হন এবং এই সৰ্ব্ববিভ-পূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার আয়ত্ত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের পরিমাণ। মনুষ্য-গন্ধৰ্বের আনন্দ এই বক্ষ্য-আনন্দের শত গুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। দেব গন্ধৰ্বের আনন্দ এই মনুষ্য-গন্ধৰ্ব আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দ এত দেব গন্ধৰ্ব আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। আজান দেবগণের আনন্দ এই চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। কৰ্ম্মদেবগণের আনন্দ এই আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। দেবগণের আনন্দ এই কৰ্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ইন্দ্রের আনন্দ এই দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। প্রজাপতির আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ব্রহ্মের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই।’

কিন্তু বাহ্য ভূমানন্দ, বাহ্য বাক্য মনের অতীত, তাহা বাহ্য তাহার পরিমাণ নির্দেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অজ্ঞাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

বক্তো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন
বিত্তেতি কদাচনেতি।—তৈত্তিরীয় ২।৪

‘বাহ্যের লাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকেনা।’

শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা স্থায়ী নহে। নিদ্রা ভঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তখন জীবকে ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া আবার দুঃখ-সঙ্কুল জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত শ্রুতি কালের একাকার অবস্থার নিশ্চলতা সম্পাদন করা যায়। এই সাধনার নাম যোগ। উপনিষদের অনেক স্থলে এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ আছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নহে। তবে সেই যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে তুরীয় অবস্থা হয় সেই অবস্থার সূচক কয়েকটা শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই অবস্থার বিশেষত্ব স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ লাভ।

কতো নিরাশ্রকবমেতি নিরাশ্রকদাং ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলদ্বং লভতে।

—মৈত্রী, ৩।২১

‘ইহা হইতে জীব নিরাশ্রক হয়, নিরাশ্রক হইয়া সুখ দুঃখের অতীত হয়, কেবল্য লাভ করে।’

মানসে চ বিলীনে তু যৎ স্বং চাক্ষুসাক্ষিকম্।

তৎ ব্রহ্ম চায়ত্তং ব্রহ্মণা গতির্লৌক এব সঃ।—মৈত্রী, ৩।২৪

অর্থাৎ ‘মনের লয় হইলে যে আত্মসংস্পৃহ স্থলাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম। তাহাই (পরমা) গতি, তাহাই (পরম) লোক।’

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর ও মহেশ্বর ।

উপনিষদে ব্রহ্মকে ঈশ্বরের ঈশ্বর বলা হইয়াছে ।

তন্ম ঈশ্বর্যাণাং পরমা মহেশ্বরম্ ।—শ্বেত ৩।৭

‘মহেশ্বর ঈশ্বরের ঈশ্বর ।’

তবে কি ঋষিরা বহু ঈশ্বর মানিতেন ? তাঁহারা কি polytheist ছিলেন ?

এ আশঙ্কা অমূলক । কারণ বহু ঈশ্বর মানিহেও তাঁহারা তার-
হরে বোধগম্য করিয়াছেন যে, যিনি ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর সেই মহেশ্বর,
সেই ব্রহ্মবাক্ত এক ।

এক এব মহেশ্বরঃ ।

ব্রহ্ম স্তম্ব এক নহেন, তিনি অদ্বিতীয় ।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।—ছা ৬।২।১

‘তাঁহারা দ্বিতীয় নাই, তিনি এক, অদ্বিতীয় ।’ বক্তৃতঃ বাঁহারা ব্রহ্মের
একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব (uniqueness) পুনঃ পুনঃ ব্যাপন করিয়াছেন,
বাঁহারা বলিয়াছেন,—

নেক নানাতি কিকব ।—বৃহ ৪।৪।১২

‘এখানে নানা, বহু, বৈত নাই’—আছেন স্তম্ব সেই অবৈত এক
ব্রহ্ম বাক্ত—তাঁহাদিগকে বহুদেববাদী মনে করা অতিশয় বিভ্রম ।
তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব—তাঁহার পর আর কোন
কিছু নাই, তিনিই পরাৎপর চরম পদার্থ ।

ব্রহ্মাণ পরাণমস্মি কিকিব ।—শ্বেত ৩।৯

এই অর্থে কঠ উপনিষৎ বলিরাছেন,—

মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষাৎ মশয়া কিঞ্চিং সা কাষ্ঠা সা পরা যক্তিঃ ।—কঠ সূত্রঃ ১।

‘মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ । পুরুষের পর আর কোন কিছু নাই—তিনিই পরাকাষ্ঠা, পরম গতি ।’

গীতাও এই অর্থে বলিরাছেন,—

মহতঃ পরতরং দাত্তং কিঞ্চিদপি যদগ্রতঃ ।—৩।৭

সেই অল্প উপনিষদের মীমাংসাকারী বাসরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিরাছেন,—

পরমতঃ স্বেচ্ছামান সৎক ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ, ইত্যাদি ।—ব্রহ্মসূত্র, অঃ ৩।৩-৩৫

মহেশ্বর যদি এক, তিনিই যদি পরতত্ত্ব, তবে ঋষিরা বহু ঈশ্বরের কথা বলিলেন কেন ? এই ঈশ্বররা কে ? ইহাদিগের অধিকার কি ? মহেশ্বরের সহিতই বা ইহাদিগের সম্বন্ধ কি ? এ তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য আমাদের জ্যোতিষবিজ্ঞানের (astronomy) সাহায্য লওয়া আবশ্যিক ।

সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হইতেছে, সূর্যের সহিত তাহাদিগের সমষ্টি-নাম সৌরমণ্ডল । ইংরাজীতে ইহাকে solar system বলে । আমাদের সূর্য আমাদের নিত্য পরিচিত বস্তু । অতি পরিচয় সূর্যের বৃহৎ জ্ঞান আমাদের মনে জাগরুক না থাকিতে পারে ; সেইজন্য বিজ্ঞান আমাদের মনে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে সূর্যের তুলনার আমাদের পৃথিবী কত ক্ষুদ্র । সমুদ্রের তুলনার সৈকতের বালুকণাও যুঁহি এত ক্ষুদ্র নহে ! এই ক্ষুদ্র পৃথিবী বৃহৎ সূর্যকে বেঁটন করিয়া আকাশমার্গে আবর্তিত হইতেছে । পৃথিবী যেমন সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত একটি গ্রহ, এইরূপ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রহ আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত । কোন কোন

গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। এইরূপ বৃহস্পতির ৪টা উপগ্রহ আছে। প্রত্যেক গ্রহ স্বর্ষ্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া নিজ নিজ কক্ষার পরিক্রমণ করিতেছে। সেইরূপ, উপগ্রহ আবার গ্রহকে বেঁটন করিয়া আপন কক্ষার আবর্তিত হইতেছে। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ স্বর্ষ্যের সহিত মিলিয়া—সৌরমণ্ডল। যে বৃত্ত সৌরমণ্ডলের সীমা নির্দেশ করিতেছে তাহাকে স্বর্ষ্যের পরিধি কহে।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে। জ্যোতির্বিদদের তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে অক্ষম। কত সহস্র সহস্র নক্ষত্র আকাশের চন্দ্রোত্তপতলে বিলম্বিত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের স্বর্ষ্যই ত পৃথিবী হইতে কত দূরে। কিন্তু এমন সকল নক্ষত্র আছে, বাহাদের দূরত্বের তুলনার স্বর্ষ্য আমাদের অতি নিকটস্থ। কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলোকরেখা পৃথিবী পহুঁছিতে ৯ বৎসর লাগে। আবার কোন কোন নক্ষত্র এতই দূরে অবস্থিত, যে ঐ ঐকটম দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাদিগকে নেত্রগোচর করা যায় না।

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিয়াছি যে এক একটি নক্ষত্র এক একটি স্বর্ষ্য। এই সকল নক্ষত্র-স্বর্ষ্যের মধ্যে কয়েকটির পরিমাণ আমাদের স্বর্ষ্য অপেক্ষাও সহস্রগুণে বৃহৎ। সে সকল নক্ষত্র-স্বর্ষ্য না জানি কতই প্রকাণ্ড।

আমাদের স্বর্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হইতেছে, কে জানে, ঐ সকল তারা-স্বর্ষ্যের অধীনে কত কোটি গ্রহ উপগ্রহ আকাশে বিচরণ করিতেছে। সম্ভবতঃ প্রত্যেক নক্ষত্র-স্বর্ষ্যই এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল। অতএব, বিশ্বজগতে সৌরমণ্ডলের সংখ্যা গণনার অতীত।

আমাদের পৃথিবী ‘ভূতত্ব ধারিনী’, নানা জীবজন্তুর আবাসভূমি।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক হুম্বীকণবাদের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সকল গ্রহেও মানুষের বসবাস আছে। তাহা যদি হয়, তবে অজ্ঞাত গ্রহ উপগ্রহেও যে জীবের নিবাস নাই, তাহার প্রমাণ কি? আমরা দেখিতে পাই যে, এক বিন্দু জলও প্রাপিশূন্য নহে, পরন্তু তাহা সহস্র জীবের জীড়াভূমি। তাহাতেই মনে হয় যে, পৃথিবী ভিন্ন অজ্ঞাত গ্রহ উপগ্রহ যে জনশূন্য, ইহা ভাবা হু:সাহস। আমাদের সৌরমণ্ডলের সম্বন্ধে বাহা বলা হইল, নভোস্থিত অজ্ঞাত সৌরমণ্ডল সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। সম্ভবতঃ অসীম সৃষ্টির কুত্রাপি জীবের অভাব নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে এক একটা সৌরমণ্ডলকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। ঋষিদিগের মতে এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সূর্যমণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত (oval form)—সেই জন্ত তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ট এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা তরঙ্গ জলধৌ তথেষাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।

উৎপত্ত্যাৎপত্তা লীলন্তে রজাসীব মনানিলে।

এ কস্তানেকসংখ্যন্ত কস্তাগোরমুখেরিব।

অন্তব্রহ্মাণ্ডলকাপি লীলন্তে বদবুধাইব।

‘যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ তেমনি পরমেশ্বরে বহু সৃষ্টি, অনিলে ধূলিকণার স্তার আবির্ভূত ও তিরোচ্চিত হইতেছে। কোন এক ‘অণু’ আছেন, যাহার মধ্যে সাগরে বুদবুদের মত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতেছে।’

সংখ্যা চেৎ রজসামন্তি যিথানাং ন কদাচন।—সেবী ভাববত, ২/৩৭

‘বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যায় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।’

লক্ষ্যন্তেহস্তর্গতান্ভাঙ্কে কোটিশোড়শাশয়ঃ।—ভাববত ৩/১১৮১

‘বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি লক্ষিত হইতেছে।’

একোপ্যসৌ মচরিতুং জগদণ্ড কোটিঃ * * * গোবিন্দদাদিপুত্রং তমহং জ্ঞানমি।

‘নেই আমি পূর্ব গোবিন্দকে ভক্ত্যগ্নি, যিনি কোটি কোটি
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ।’

অতএব ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্ব সত্ত্বে পান্ডিত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান
এক মত ।

অগ্নিবিগের শিখা এই যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর
আছেন ; * তিনি ত্রিমূর্তি—ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবায়ক । ব্রহ্ম রূপে সৃষ্টি করেন,
বিষ্ণুরূপে পালন করেন, এবং শিবরূপে সংহার করেন ।

ভক্ত চিত্ত সমাসীন ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবায়ক ।—বৃত্তসংহিতা ।

‘তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবায়ক, তিনি ভক্তের চিত্তে সমাসীন ।’

এই তিনেই এক, একেই তিন—ত্রিমে একত্ব এবং একত্বে ত্রি
প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

নমো বিশ্বন্ত্রে তুভ্যং বিশ্বং তবমুপবিশ্রুতং ।

অথ বিশ্বস্ত সংহর্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥

‘তুমি ত্রিমূর্তি, তোমার নমস্কার । তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর, বিশ্ব পালন
কর, বিশ্ব সংহার কর, তোমার নমস্কার ।’

ব্রহ্মত্বে স্থলতে বিশ্বং স্থিতৌ পালনত্বে পুনঃ ।

কর রূপার সংহর্তে তুভ্যং ত্রেখাদ্ব্যনে নমঃ ॥

‘ব্রহ্মরূপে তুমি সৃষ্টি কর, স্থিতিতে (বিষ্ণুরূপে) পালনকর, কর
রূপে তুমি সংহার কর ; তুমি ত্রেখাদ্ব্য (ত্রিমূর্তি), তোমার নমস্কার ।’

ব্রহ্মাণ্ড যখন অসংখ্য তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও
অসংখ্য । এ সত্ত্বে দেবীভাগবত এইরূপ লিখিয়াছেন,—

* পান্ডিত্য ভুক্তক শিবায়োরস, মেটো, কেপ্‌লার, সোরেনডনবার্গ প্রভৃতিরও মত

সংখ্যা ভেৎ ব্রহ্মসামিতি বিধানং ন কদাচন ।

ব্রহ্মবিকৃশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে ।

প্রতিবিষেবু সন্তোষ ব্রহ্মবিকৃশিবাদয়ঃ ৷—২১৩, ১-৮

‘বয়ং ধূলিকণার সংখ্যা করা বাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কখনও করা যায় না । প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বিরাজিত রহিয়াছেন । তাঁহাদের সংখ্যা গণনাশীত ।’

কোটি কোটিযুতানীশে চাঙানি কথিতানি তু ।

ভব ভব চতুর্বন্তা ব্রহ্মাণো হরমো ভবাঃ ।

‘ব্রহ্মাণ্ডে যে কোটি কোটি, অযুত অযুত, তাহা উক্ত হইয়াছে । সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ।’

এই সমস্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের যিনি অধীশ্বর অর্থাৎ যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি—ঈশ্বর তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়াছেন ।

ব্রহ্মবিকৃশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ ।

* * * *

ব্রহ্মবিকৃশিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ।

‘হে ব্রাহ্মণ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবগণ ব্রহ্মের প্রধান প্রধান শক্তি । যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবগণেরও উপরে, তিনিই মহেশ্বর ।’

এ সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

অসংখ্যাতাক ব্রহ্মাধ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ ।

হররশক অসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ ।

‘অসংখ্য রুদ্র, অসংখ্য ব্রহ্মা, অসংখ্য বিষ্ণু ; কিন্তু মহেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ।’ এ বিষয়ে ত্রিগাহবিভূতি উপনিষদে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

অত্র ব্রহ্মাণ্ডস্ত সমস্ততাং হিতানি এতাদৃশানি অবন্তকোটিব্রহ্মাণানি সাবরণানি কলন্তি ।

চতুর্শূখ পঞ্চশূখয়ম্ সপ্তশূখাষ্টশূখাদিনাখ্যাক্রমেণ সহস্রাবিধি মুখাষ্টনারায়ণাংশৈঃ ব্রহ্মাণ্ড-
প্রধানৈঃ নৈকৈকশষ্টিকর্তৃভিঃ। ইতি তানি বিষ্ণুমহেশ্বরাদ্বৈতান্যায়গাণৈঃ সম্বতমে। গুণপ্রধানৈঃ
নৈকৈকহিতিসংহারকর্তৃভিঃ। ইতি তানি মহামলৌঘমৎস্তবুদানন্তসংঘর্ষঃ ক্রমশ্চ।

‘এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিত্যাদির
আবরণে আবৃত হইয়া দাঁড়ি পাইতেছে। চতুর্শূখ পঞ্চশূখ সপ্তশূখ
সপ্তশূখ অষ্টশূখ সংখ্যাক্রমে সহস্রশূখ পর্যন্ত নারায়ণের অংশ ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্রহ্মা, সত্ত্ব ও তমো গুণ প্রধানে বিভিন্ন হইয়া এক
এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও গাশন কার্য্য সম্পন্ন
করিতেছেন। মহাসমুদ্রে যেমন অনন্ত মৎস্যবৃন্দ জোড়া করে, সেইরূপ
বিশ্বের ন্যূনতম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে।’

সেই জন্ত মহেশ্বরকে ‘অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি’ বলা হয়।
এক এক ঈশ্বর এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; যিনি সমস্ত ঈশ্বরের
ঈশ্বর, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি।*

অনন্ত শক্তি বচিৎ ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।

‘অনন্ত শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম (মহেশ্বর), সকল ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর।’

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত উপনিষদ একপ্রকার সম্রাট ও
রাজার তুলনা করিয়াছেন। যেমন এক সম্রাটের অধীনে অনেক রাজা
থাকেন—রাজার পরম্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সকলেই সম্রাটের পরতন্ত্র।

* The Iswara, the ruler of a system must be distinguished from
Iswara the One the saguna Brahman. This secondary Iswara is
the ruler of one universe where there are many universes—the
ruler of a solar system among countless systems * * Many Iswaras!
Yes as many as there are universes but one supreme Iswara who is
Brahman himself.—Annie Besant's Wisdom of the Upanishads. p. 41.

আবার এক এক রাজার অধীনে যেমন বহু গ্রামীন থাকে ; সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু তারারা সকলেই সেই সেই রাজার অধীন। অগতের শাসন ও "পালন কার্যও তজ্ঞে চলিত। সর্বোপরি মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সম্রাট্ হানীর। তাঁহার অধীনে অসংখ্য ব্রহ্মা—এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, পরস্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সকলেই মহেশ্বরের শাসনাধীন। আবার এক এক ব্রহ্মার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাসক ও পালক প্রজাপতিগণ, গণদেবতা প্রভৃতি। এইরূপে দেখা যায় যে, অগতের শাসন কার্য সেই মহেশ্বরের শাসনেরই অঙ্গরূপে চালিত হইতেছে।

মহেশ্বরের ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দেশ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য মহেশ্বরকে নিত্য ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে জন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন,—

অসংখ্যপারম্ভ নিত্যসিদ্ধতেশ্বরস্ত। ** পর এব হীঘরো অগম্যপারে অধিকৃতঃ।

—৪/৪/১৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

কোথাও কোথাও জন্ত ঈশ্বরকে প্রজাপতি এবং নিত্য ঈশ্বর বা - মহেশ্বরকে প্রজাপতি-পতি—* বলা হইয়াছে।

পতিঃ পতীনাং পরমঃ পরস্তাৎ।—শ্বেত ৩/৭

‘সেই পরাৎপর পরম পুরুষ, (প্রজা) পতির পতি।’

প্রজাপতিপতিঃ প্রবী সাক্ষান্ সম্বন্দমবধঃ।

‘প্রজাপতি-পতি বনমালী মদননোহন।’

উপনিষদ্ অনেকস্থলে নিত্য ঈশ্বরকে ‘ব্রহ্ম’ এবং জন্য ঈশ্বরকে ‘ব্রহ্মা’ বলিয়াছেন।

* বিষ্ণুস্মৃতি, ১/৪/২২ পূর্বাণে ঈশ্বর ও মহেশ্বরকে পৃথক করিবার জন্য ঈশ্বরকে কোথাও কোথাও বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সখত্বং ।

বিষয়া কৰ্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ॥—বৃহৎ ১।১

‘দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তিনি বিশ্বের (ব্রহ্মাণ্ডের) কৰ্ত্তা, ভুবনের গোপ্তা ।’

যো ব্রহ্মাণঃ বিদধাতি পূৰ্ব্বং যো বৈ বেদাংস্ অহিগোতি তন্মে ।—শ্বেত ৬।১৮

‘যিনি (মহেশ্বর), ব্রহ্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন ।’

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভেদে ব্রহ্ম হুতা য আদিকবরে ।—ঐ ১।১

‘যিনি আদি কবি (ব্রহ্মার) হৃদয়ে ব্রহ্ম (বেদ) সঞ্চার করিলেন ।’ এই মর্মে উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

কবিঃ একুতং কপিলঃ বসুমগ্রে জ্ঞানৈবিত্ত্বি জায়মানক পশ্যৎ ॥—শ্বেত ৭।২

‘যিনি (মহেশ্বর), অগ্রে জাত কপিলবর্ণ কবি (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানবৃত্ত কীরিয়াছেন এবং তাঁহাকে জন্মিতে দেখিয়াছেন ।’

উপনিষদ্ কোথাও কোথাও তাঁহাকে ‘হিরণ্যগর্ভ,’ ‘প্রজাপতি,’ ‘পর-মেশী’—এই সকল আখ্যা দিয়াছেন ।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে যমেব প্রতিজ্ঞাসে ।—শ্রু, ২।৭

‘প্রজাপতিরূপে তুমি গর্ভে সঞ্চার করিয়া উৎপন্ন হও ।’

হিরণ্যগর্ভো সমবর্ততাম্বে ।

ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ॥—ঋগ্বেদ

হিরণ্যগর্ভঃ জনম্যাস পূৰ্ব্বা ।—শ্বেত ৩।৪

‘অগ্রে হিরণ্যগর্ভ বর্তমান ছিলেন । তিনি ভূতগণের এক মাত ‘জাত পতি’ (জন্ম ঈশ্বর) ।’

‘ব্রহ্ম প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিলেন ।’ ব্রহ্মা ব্রহ্মের রূপে হইতে উৎপন্ন হন । অর্থাৎ তিনি নিত্য নহেন, জন্ম ।

বঃ পূৰ্ণঃ তপসো জাতম্ অহ্মঃ পূৰ্ণমজায়ত ।—কট ২।১।৩

বঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ বস্ত জ্ঞানমব তপঃ ।

তস্মাৎ এতন্ ব্রহ্ম * * জায়তে ।—শুও ১।১।৩

‘সেই সৰ্বজ্ঞ সৰ্ববিৎ ব্রহ্মের জ্ঞানমব তপঃ হইতে এই ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলেন ।’

এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন,—

সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম ঋয়জুব্রহ্মণে নমঃ ।—বৃহ ২।৩।৩

‘সনগ ঋষি পরমেষ্ঠীর (ব্রহ্মার) নিকট, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা পাইয়াছিলেন । ব্রহ্ম ঋয়জু । ব্রহ্মকে নমস্কার ।’ এখানে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার ভেদ স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রহ্ম নিত্য (ঋয়জু)—ব্রহ্মা অন্য পরমেষ্ঠী ।

ছাকোয়া বলিতেছেন,—

তন্ম এতন্ ব্রহ্মা প্রজাপত্যর উবাচ প্রজাপতিস নবে মনুঃ প্রজাতাঃ ।—অ১।১।৪

‘ইহা ব্রহ্মা প্রজাপতিক (মক্ষাদিকে) বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, মনু মানবদিগকে বলিয়াছিলেন ।’

ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার—নিত্য ঈশ্বর ও অন্য ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

আত্মা বা ইন্দ্রিয়ক এবা ব্র আতীৎ । নানাৎ কিকন বিবৎ । স ইকত লোকান্ হৃ নজা ইতি ।—১।১১

‘আদিতে এক পরমাত্মা (মহেশ্বরই) বিদ্যমান ছিলেন । অন্য কোম কিছু ছিল না । তিনি সংকল্প করিলেন আমি লোক সৃষ্টি করিব ।’

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রকৃতির (matter এর) সৃষ্টি—ব্রহ্ম (মহেশ্বরের) অধীন । তাঁহার সৃষ্টি প্রকৃতি লইয়া ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন । সেই অন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

অগ্ন্যায়ান্নমিত্যসিদ্ধস্যেবম্ভস্য।

ব্রহ্মহৃদয়ের “অগ্ন্যায়ান্নমিত্যসিদ্ধস্যেবম্ভস্য” হৃদয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। ঐ তরুর বলিতেছেন যে, যখন মহেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হইল তখন তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এই অগ্নিই কারণার্ণব—জগতের অমূল মূল, অব্যক্ত প্রকৃতি।

স ইমানু লোকান্ অশ্রুত অস্তো মনীচিম্ভরমাপঃ।—১।২

পরে তিনি সংকল্প করিলেন,—

ইমে দু লোকা লোকপালান্ দু নৃজা ইতি।—১।৩

‘লোক সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর লোকপাল সৃষ্টি করি।’

স অস্ত্য এব পুরুষঃ সমুদ্ভূতান্ভূহ্মঃ।—১।৪

‘সেই পরমাত্মা অগ্নি হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত করিয়া সংগঠিত করিলেন।’ এই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনিও প্রাকৃত উপাদানে গঠিত; সেই ব্রহ্ম অনিত্য, ব্রহ্ম পুরুষ। কিন্তু পরমাত্মা নিত্য বস্তু; তিনি পুরুষোত্তম।

আমরা দেখিয়াছি যে, এক একটি সূর্য্য, এক একটি সৌরমণ্ডলের (ব্রহ্মাণ্ডের) কেন্দ্র। ব্রহ্মা ঐশ্বর এই সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্তী*, অধিষ্টাতা পুরুষ। সেই ব্রহ্ম উপনিষদ অনেক স্থলে তাঁহাকে আদিত্য পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বোসো আদিত্যো পুরুষঃ।—

স এব আদিত্যো পুরুষো বৃহতে সোহহমসি।—তা ৩।১।১

ঐশ উপনিষদ বলিতেছেন,—

* পুরাণের ভাষায়—

বোয়ঃ পদাঃ সবিহ্বনস্তমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিমানসসিবিহিটঃ।

পূবন একর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য্য যাহ ররীন্সি লম্বু ।

ভেজো বক্তেরপং কল্যানতমঃ তম তে পত্ন্যসি ।

বোহিসাধনৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ।—৩৩

‘হে পূবন! এক-খসি! যম! সূর্য! প্রাজাপত্য্য! তোমার স্মৃতি পূবক
কর, তেজ সংহত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহাই আমি
দর্শন করিব। আদিত্যে যে পুরুষ, আমি তিনি।’

এই আদিত্যে পুরুষকে বিষ্ণু বলা হয়।

কারণ, ‘বেবেষ্টি ইতি বিষ্ণুঃ’—তিনি ব্যাপক, সমস্ত সৌরমণ্ডল
ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্মাও তাঁহার শরীর।

জগৎ সৰ্ব্ব শরীর তে।

‘তিনি ব্রহ্মাও ব্যাপী।’

ইনিই সবিতা—সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী। * গায়ত্রীতে ইহারই বঙ্গীয়
ভগ্নকে ধ্যান করা হইয়াছে, এবং জীবের দীকে প্রচোদনা করিবার জন্ত
প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই আদিত্য পুরুষের একটু বিশেষ বর্ণনা ছান্দোগ্য উপনিষদে
দৃষ্ট হয় :—

অথ য এব অন্তরানিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃষ্টতে হিরণ্যশ্চহিরণ্যাকেশঃ আশ্রয়বাহ
সৰ্ব এব সূৰ্যঃ । তস্য বধা কাপ্যাং পুণ্ডরীকং এবমকিবী।—ছা ১৩৩

‘আদিত্যের মধ্যে যে হিরণ্য পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি হিরণ্য-
শ্চক্র, হিরণ্য কেশ, বীহার নখাগ্র পর্যন্ত সূৰ্য। যেমন রক্তিম পুণ্ডরীক,
সেইরূপ তাঁহার চক্ৰবৰ্ত্ত।’ সেই জন্ত পুরাণের ভাবার তাঁহাকে
‘পুণ্ডরীকাক’ বলে।

মহেশ্বরের তুলনার ঈশ্বরকে কেন জন্য ঈশ্বর বলা হয়, তাহার

* Solar Logos । অথ Supreme Logos । ইতি Solar Logos ।

কতক আত্মা আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে অনুমানের অপেক্ষা নাই। কারণ উপনিষৎ স্বয়ং এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিতেছেন,—

‘আত্মৈবৈবমহং আসীৎ পুরুষবিদ্যঃ। * * স বৎ পুরুষোহস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান পাপানু উবৎ তরাৎ পুরুষঃ।—বৃহ ১।৫।১

‘আনিতে আত্মা ‘পুরুষ’ রূপে ছিলেন। তাঁহাকে ‘পুরুষ’ বলে কেন ?

পুরা উবৎ = পুরুষ।

যেহেতু তিনিই প্রথম হইয়া অস্ত্র সকলের পূর্বে সমস্ত পাপ নহন করিয়াছিলেন।’ ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পুরুষবিদ্যঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট, স এব প্রথমঃ সত্ত্বতঃ। * * স চ প্রজাপতি রতিভ্রাত্ত জঘনি সম্যক্ কর্ণজ্ঞানভাবনাসুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায় কং বস্মাৎ কর্ণজ্ঞানভাবনাসুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিত্বনন্যঃ পূর্কঃ প্রথমঃ সন অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব প্রতিপিত্বনন্যস্বরূপং সর্বস্মাৎ আসৌ উবৎ অহং কিম ? আসন্মাজ্ঞান-লক্ষণান্ সর্বান পাপানুঃ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধককারণভূতান্।

অর্থাৎ ‘পুরুষ’ বিদ্য ছিলেন, তাঁহার প্রকার পুরুষ মত ছিল। শিরঃ হস্তাদিমুক্ত বিরাট পুরুষ। তিনিই প্রথমে উৎপন্ন হন। সেই প্রজাপতি পূর্করূপে সাধকাবস্থায় কর্ণজ্ঞানধ্যানাদির সাধনা দ্বারা যে হেতু প্রজাপতিত্বলাভেহু অজ্ঞাত সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্ব প্রথমই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ নহন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে ‘পুরুষ’ বলে। পুরা = প্রথমে, উবৎ = নহন।’

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ক করে যে সকল সাধকোক্তদের সাধন পথে বহু অগ্রসর হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, তিনি প্রথমে মহেশ্বরে বিলীন হইয়াছিলেন।

পুনরায় বধন করা আরম্ভ হইল, বধন প্রায়শ্চেষ্টে আবার পৃষ্ঠের উপর হইল, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ কোন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতাপতিত্বের অধিকার বহন করিবার অস্ত্র মহেশ্বর কর্তৃক নিরোজিত হইয়া ব্রহ্মরূপ চিদাকালে চিদাত্তবৎ ব্রহ্মা-রূপে আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ যিনি এ কল্পের ব্রহ্মা, তিনি অস্ত্র কল্পের সিদ্ধ জীব । * ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ জীবকে অধিকারী পুরুষ বলা হইয়াছে,—

বাবদধিকারমবহিত্যিরাধিকারিকানাং ।—ব্রহ্মসূত্র ।

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যে সিদ্ধ সাধক, সাধনার পারগত জীব, যোগবাসিনষ্ট এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন,—

পৌরুষমৈব যত্বেন সহস্রাঙ্কাকহাশ্বদম্ । কচ্চিদ্ এব চিত্তমাসৌ ব্রহ্মভাম্ অধিষ্ঠিততি ।
সারেন পুরুষার্চেন যেনৈব গরুড়ধ্বজঃ । কচ্চিদ্ এব পূমানেব পুরুষোত্তমতাং গতঃ ।
পৌরুষমৈব যত্বেন ললনাবলিতাকৃতিঃ । শরীরী কচ্চিদ্ এবৈহ পতচ্চন্দ্রোদ্ধতঃ ।

—যোগবাসিনষ্ট মুমুক্, ৪।১৪-৬

‘কোন জীব প্রযত্ন দ্বারা পৌরুষ অবলম্বন করিয়া পদ্মবোনি ব্রহ্মার পদবী লাভ করিয়াছেন, কোন পুরুষ চেষ্টার দ্বারা গরুড়ধ্বজ বিজুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌরুষ প্রয়োগ দ্বারা অন্য কোন শরীরী অর্জনকারীকর চন্দ্রচূড়ের অধিকার লাভ করিয়াছেন।’

ঈশ্বর ও মহেশ্বরের সম্বন্ধ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

* পুরাণে লিখিত আছে যে, আগামী কল্পে হনুমান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হইবেন ।

অর্থাৎ ব্রহ্মা result of evolution । তিনি অস্ত্র ঈশ্বর—নিত্য সিদ্ধ মহেশ্বর ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ত্রি-পুরুষ ।

আমরা দেখিরাছি যে, উপনিষদের মতে আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম
তির আর কিছুই ছিলনা ।

আত্মা বা ইন্দ্র এক অগ্র আত্মা ।—ঐতরেয় ১।১

নাসন্ আত্মা তদাত্মা নো সন্ আত্মা তদাত্মা ।—ঋগ্বেদ

“তখন সৎও ছিল না, অসৎ ও ছিল না ।” কেবল ছিলেন “একমেবা-
দ্বিতীয়” । তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, এক আমি বহু হইব,—

স ঐকত একোহং বহুস্যাম্ প্রজায়েম ।

* তখন—

তখন বা এতদাদি আত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ । আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ । অগ্নে-
রাপঃ । অত্যাঃ পৃথিবী ।—তৈত্তি ১।২।১

অর্থাৎ ‘সেই আত্মা হইতে বধাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও
কিতি এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাত্মত আবির্ভূত হইল ।’ এই আবির্ভাবের মূল
ব্রহ্ম ।

বতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

আমরা জানিরাছি যে, এই আবির্ভাবের পূর্বে নিরঞ্জন, অনির্দেশ
পরব্রহ্ম, বারো-উপাধিযুক্ত হইলেন । এই বারোই প্রকৃতি । আর বারো-
উপহিত পরব্রহ্ম মহেশ্বর নামে অভিহিত হন ।

বারো ভু প্রকৃতিঃ বিদ্যাং, বারিনঃ ভু মহেশ্বরঃ ।—বেদ ১।১০

এই মহেশ্বর যে আকাশাদি মহাত্মত সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কার্ণা-

সৃষ্টি বা তৎসৃষ্টি । ফল হইতে সূক্ষ্মতরের গণনা করিলে আনন্দের পাঁচটি ভেদের উল্লেখ পাই । বলা—পৃথিবীতত্ত্ব, অণুতত্ত্ব, ভেদসূতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব । বস্তুতঃ, কিন্তু আকাশের অপেক্ষাও ছুইটী সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে । সাধারণতঃ তাহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না । তাহাদের নাম অনুপাদকতত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব । সাংখ্য পরিভাষার ইহাদিগের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব । সাংখ্যচার্য্যেরা সৃষ্টির ক্রম এইরূপে নির্দেশ করেন । প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ ভিন্নত্রি অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্রিতি ।*

মহত্তত্ত্বকে কখন কখন সমষ্টিবুদ্ধি (Cosmic ideation) বলা হয় । ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বরের ঐ মহত্তত্ত্ব-উপাধিতে উপহিত হইয়া সৃষ্টির অধ্যবসায় (নিশ্চয়, resolve) করেন । শ্রুতি,—

স একত ।

(তিনি নিশ্চয় করিলেন) এই বাক্য দ্বারা ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন । মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার, অধ্যবসায়ের পর অভিমান ; অভিমানই অহঙ্কারের লক্ষণ ।

একোহং বহুশ্যাম্

এই বাক্যে শ্রুতি মহেশ্বরের সৃষ্টি-অভিমানের অতি বিপর নির্দেশ

* এ সবকে স্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৮-৩০ সৌক ব্রহ্মব। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নায়ায়ণ সিংহ তাঁহার ভাগবত গ্রন্থে (১১ পৃঃ) ব্রহ্মাণ্ডের একটি চিত্র প্রদর্শন করিয়া এ বিষয় বিবরণ করিয়াছেন । ভাগবতের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পর পর সাতটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে । ইহারা আমাদের আলোচ্য সত্ত্বতত্ত্ব তির আর কিছুই নহে । লক্ষ্যমতঃ ক্রিতি ; তাহার পরে, পর পর জল, ভেদঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব ।

করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টির তিনটী মুহূর্ত—পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় বাহাকে moments বলে। প্রথম মুহূর্তে পরব্রহ্ম মায়-উপহিত হইয়া মহেশ্বর হয়েন। দ্বিতীয় মুহূর্তে মহেশ্বর মহত্ত্বউপাধিসংযুক্ত হইয়া জৈক বা অধ্যবসায় করেন। এবং তৃতীয় মুহূর্তে তিনি অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া “বহুসায়” এই অভিমান স্বীকার করেন। অতঃপর, বহুক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্তর ভূতের উৎপত্তি হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহার নাম কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি। যিনি এই সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন, তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হয়।

বিকোক্ত জীপি রূপাণি পুরুষাব্যাব্যো বিদ্বঃ। আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টঃ।

ব্রহ্মসংহিতার এই বচনে জানা যায় যে, যিনি বিষ্ণুর পুরুষাখ্য প্রথম-রূপ, তিনিই মহত্তের স্রষ্টা; অর্থাৎ তিনিই তত্ত্ব বা কারণ সৃষ্টির সমাধান করেন। ব্রহ্মসূত্রের “জগদ্ব্যাপারবর্জঃ” সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঐ সূত্রের যিনি লক্ষ্য, তিনিই মহেশ্বর, আমাদের আলোচ্য প্রথম পুরুষ। জগৎ ব্যাপার (তত্ত্বসৃষ্টি প্রভৃতি) তাঁহারই আয়ত্ত। দ্বিতীয় পুরুষ কে? ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

প্রথমঃ মহতঃ স্রষ্টঃ দ্বিতীয়ঃ ব্রহ্মসংহিতম্।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্কর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডাভিমাত্রী, বাহাকে হিরণ্য-গর্ভ, পরমেশ্বরী, ব্রহ্মা বলা হয় (দাঁহার বিষ্ণু আশ্রয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি) তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মাও একটি মাত্র নহে। মহেশ্বরের সৃষ্টিতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। এতোক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র জৈক। তিনিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। কিন্তু অপর ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অধিকারে নহে। আর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি,—যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাভিমাত্রী, তিনিই মহেশ্বর, —আমাদের পূর্ব্বকথিত প্রথম পুরুষ। আর যিনি বাস্তবব্রহ্মাণ্ডের

অধিনায়ক তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ । ইনি কে ? আমরা দেখিয়াছি যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

আত্মৈবেদং অত্র আসীৎ পুরুষবিধঃ । * * * স বৎ পূর্বোদ্যৎ সর্বত্রাৎ
সকলান্ পাপান্ ঔষৎ তন্মাত্রং পুরুষঃ ।—১।৪।১

অর্থাৎ প্রাথমিক আত্মাই পুরুষরূপে বিরাজিত ছিলেন । তাঁহাকে যে পুরুষ বলে, তাহার কারণ এই যে, তিনিই সকলের পুরোবর্তী হইয়া সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া প্রজাপতি অর্থাৎ ব্যাটিক্রম্ভাণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন । শঙ্করাচার্য্য এই ক্রতির যে ভাব্য করিয়াছেন তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মতে পুরাকালের কোন জীবগুরু সাধকোত্তর, যিনি অত্যাগ্রে সাধনা বলে সমস্ত মায়ার মলিনতা পরিহার করিয়া মহেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন, তিনিই পরবর্তী করে জগতের হিতার্থে কোন ব্যাটিক্রম্ভাণ্ডের ভার বহন করেন । ইনিই দ্বিতীয় পুরুষ । পূর্বকালে ইনি মহেশ্বরে বিলীন হইয়া মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইরাছিলেন । অতএব ইহার ক্রম্ভাণ্ডের ভারগ্রহণ মহেশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হয় । এই পুরুষের কথা ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৩৪ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইরাছে । তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আদিত্যে ভগবান লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহাদাদিগঠিত পুরুষসৃষ্টি ধারণ করেন । কারণার্ণবশারী সেই ভগবানের নানি হইতে ক্রম্ভা আবির্ভূত করেন । তাঁহার অবয়ব সন্নিবেশেই নিখিল ভুবন কল্পিত হয় । তাঁহার সেই রূপ বিশ্বকসমুদয় । সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, শ্রবণ, নয়ন ও মস্তক প্রভৃতি সকলই অংশাংশে ও অপরিমের । ইনিই সকল অবতারের নিধান ও অক্ষর বীজ । ইহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি সৃষ্টি হয় ।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জুনকে যে বিবরণ দর্শন

করাইসাহিলেন, তাহা এট দ্বিতীয় পুরুষেরই স্থিতি। ইনিই পুরুষ হস্তোক্ত—
সহস্রাব্দী পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রপাৎ ।

ইহার অসংখ্য শির, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য চরণ। ইহাকেই লক্ষ্য
করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন,—

সর্বতঃ পাপিপাতঃ তৎ সর্বভোকশিরোমুখং ।

সর্বতঃ প্রতিব্রজ্যে সৰ্গমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ।

‘তাহার সর্বত্র হস্তপদ, সর্বত্র চক্ষু, শির, মুখ ও কর্ণ। তিনি সকল
ব্যাপিয়া আছেন।’ ইহাকেই বিরাট পুরুষ বলে।

অন্তর্যামি শরীরেহস্মিন সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাগ্যঃপুরুষো যোহসৌ ভগবান্ধারণ্যাক্ষয়ঃ ।—ভাগবত, ২।১।২৫

এই সপ্ত আবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড শরীরে যে বিরাট পুরুষ বিরাজিত
রহিয়াছেন, তাহাতে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত
লোক তাহার শরীর। তাহার বিরাট দেহ। আমরা দেখিয়াছি,
পাতাল তাহার পদতল, রসাতল তাহার চরণাণ্ড, মহাতল
তাহার শুষ্ক, তপাতল তাহার জল্যা, হুতল তাহার জাহ্নব, বিভল
ও অভল তাহার উরুদ্বয়। কুল্লোক তাহার জঘন, ভুবলোক তাহার
নাভি, স্বলোক তাহার উরস, মহর্লোক তাহার গ্রীবা, জনলোক
তাহার বদন, তপোলোক তাহার ললাট এবং সত্যলোক তাহার
শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার বাহ, দিক্‌সমূহ তাহার গ্রাণ,
অধ্বিনীকুমারগণ তাহার নাসানুট, হস্তাশ্বন তাহার মুখ, সূর্য্য তাহার
নয়ন, দিবাশাক্তি তাহার অক্ষিপত্র, রস তাহার জিহ্বা, বন তাহার
কণ্ঠা, মল্লা তাহার হস্ত, সংসার তাহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাহার কুক্ষি,
পৰ্ব্বতসমূহ তাহার অস্থি, নদীসমূহ তাহার নাড়ী, বৃক্ষ তাহার রোস,
সমুদ্র, বায়ু তাহার নিখাল, কাল তাহার পতি, মেঘ তাহার বেশ,

সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার স্বরূপ, চন্দ্র তাঁহার মন, ইত্যাদি-
রূপে সেই বিরাট পুরুষের সৃষ্টির ভাবনা শাস্ত্রে উপস্থিষ্ট হইরাছে ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অগতে যে কিছু সৃষ্টি আছে, সে সমস্তই
বিরাট পুরুষের অবয়ব । ইহা বিচিত্র নহে । কারণ প্রথম পুরুষ
যেমন কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি সমাধান করেন, দ্বিতীয় পুরুষ সেইরূপ সৃষ্টি
বা অবয়বের সংস্থান করেন । অতএব সমস্ত অবয়বের বা সমস্ত সৃষ্টির
মিনি অভিমানী, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ ।

শঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

নারায়ণো পরোহব্যক্তাৎ অব্যক্তাৎসমুদয়ঃ ।

অভিস্যান্তরিনে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।

অর্থাৎ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতির) পরে নারায়ণ (মহেশ্বর) । তিনি
প্রকৃতির স্রষ্টা । অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি—বাহ্যের মধ্যে এই
সপ্তলোক ও তদন্তর্গত সপ্তদ্বীপা মেদিনী ।’

এখানে বাহ্যকে নারায়ণ বলা হইরাছে, মিনি অব্যক্তের পারে,
তিনিই প্রথম পুরুষ; আর মিনি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ ।

অতঃপর তৃতীয় পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব, কারণ
তাঁহার আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে—‘জীবতত্ত্বে’ ।

ব্রহ্মসংহিতার আমরা তিন পুরুষের উল্লেখ পাইরাছি ।

আর্য্যং তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ম্ অভিসংহিতম্ । তৃতীয়ম্ সর্বভূতম্ ।

মিনি সর্বভূতম্, তিনিই তৃতীয় পুরুষ । কিরূপে সর্বভূতম্ ?
অন্তর্ধানীরূপে । ইনি জীবরূপে স্বয়ং বিরাজিত আছেন ।

স্বয়ং অরম্ ইতি তস্যাং স্বরূপম্ ।—হা ১৩৩

‘ইনি স্বয়ং আছেন বলিয়া স্বয়ংের নাম স্বরূপ ।’ স্বরূপের একটি
নাম শুভা । সেই শুভ তাহাকে বলা হয়,—

তদাহিকং নকলেন্দ্রং পুমান্ । - শিবিজং তদাহিকং ইত্যাহি ।

নকলং হাং, কবিশ্রিবিঃ ।—শ্রীতা, ১৪।১৪

সীতান্তে তদবান্ বলিয়াছেন যে, আদি নকলের হৃদয়ে শ্রিবিঃ
রহিয়াছি। ইনিই বাকিন যদোবী এমাদননের কবিত Over soul ।
ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন,—

এব তে আদ্যন্তব্যবী অব্যতঃ ।

‘এই তোমার আত্মা অস্তব্যবী অব্যতঃ ।’

এই তিন পুরুষকে জানিলে কি হয় ? ব্রহ্মসংজ্ঞা বলিতেছেন,—

এতন্ জ্ঞাত্বা বিশ্বচ্যুতো ।

‘এই জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় ।’

ইহা হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ—

ব্রহ্মবিশ্ব আদ্যোতি পরম ।

‘ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরম বস্তু লাভ হয় ।’

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সূত্রাত্মা—ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি ।

কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, যম নচিকেতাকে বহুবির পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ধারণের উপযুক্ত শাস্ত্র ভবন তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিলেন,—

সৰ্বে বেদা যৎপদাম্যনন্তি, তপাসি সৰ্বানি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্ৰহেণ প্রবক্ষ্যে ওম্ ইত্যেতৎ ॥

এতচ্ছোবাকরং ব্রহ্ম এতদেবাকরং পরম্ ।

এতদালম্বনং জাহা বো যদিচ্ছতি তত্ত তৎ ॥—কঠ ১।২।১৫-৩

‘সমস্ত বেদ যে পদ আমনন করে, সমস্ত তপঃ বাহাকে নিরাকন করে, বাহাকে বাহা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য চরণ করে, সংক্ষেপে তোমার নিকট সেই পদ নির্দেশ করি। তিনি ওম্। ওঁকারই অক্ষর ব্রহ্ম, ওঁকারই অক্ষর পর; এই আলম্বন জানিলে যে বাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়।’

অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক ওঁকার (প্রণব) ।

তত্ত বাচকঃ প্রণবঃ ॥—যোগব্রহ্ম ১।২৫

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

ওম্ ইত্যেকক্ষরম্ ইব সৰ্বম্ ॥—১

‘ওম্ এই অক্ষর, এ সমস্তই ।’

* অ—উ—য—এই তিন অক্ষর মিলিয়া ওম্। ইহাদিগকে ওঁকারের ত্রিপাদ বা তিন মাত্রা বলে।

পাদা মাত্রা মাত্রাক পাদাঃ । অকার উকার মকার ইতি ।—মাণ্ডূক্য ১

‘অকার উকার মকার—ওকারের এই তিন পাদ বা মাত্রা ।’ ইহার উপর একটি অর্ধ মাত্রা আছে—বাহ্য অজ্ঞের অধের পরব্রহ্মের সূচক ।

অনানন্দভূত্বঃ অব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহৈবৈতঃ ।—বা ১২

‘ওকারের যে চতুর্থ মাত্রা, তাহা অমাত্র অব্যবহার্য ; সেখানে প্রপঞ্চের উপশম । তিনি শিব অর্থেত ।’

অল্প তিন ব্যবহার্য মাত্রার ব্যাখ্যান করিয়া মাণ্ডূক্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—

• স্বাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো অকারঃ প্রথম মাত্রা । * *

বসুদেবানন্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা । * *

স্বপ্নস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়ামাত্রা । * *—মাণ্ডূক্য ২-১১

‘প্রথম মাত্রা অকার জাগ্রৎ-স্থান বৈশ্বানরকে, দ্বিতীয় মাত্রা উকার স্বপ্ন-স্থান তৈজসকে, তৃতীয়া মাত্রা মকার স্বপ্ন-স্থান প্রাজ্ঞকে সূচনা করিতেছে ।’

বৈশ্বানর হুলভূক্ত, তৈজস স্পন্দভূক্ত এবং প্রাজ্ঞ অনন্দভূক্ত । (মাণ্ডূক্য, ৩-৫)

এই উপদেশের সম্যক মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে আমাদের মনসে রাখিতে হইবে যে,—স্বাধ্যায় দ্বিবিধা ভগৎকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—হুল স্পন্দ ও কারণ । জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সর্বদা যে ভগতের সাক্ষাৎ পাইতেছি সেই হুল ভগৎ । হুল যেহেতু সহযোগে এত হুল ভগৎ আমাদের অন্তঃকরের বিষয় হইতেছে । স্পন্দ ভগতের অন্তঃকরের উপযোগী আমাদের স্পন্দ সেই কারণে । স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন আমরা এই হুল ভগতের অন্তঃকরণ করি । কখনও স্পন্দ ভগতের অধিবাসী গন্ধর্ব্ব লিলাচাতির সাক্ষাৎ লাভ করি । কারণ ভগৎ আরও হুল ।

সে জগতের অন্তত্বের উপযোগী কারণ দেহ অধিকাংশ মনুষ্য শরীরে এখনও সুব্যক্ত হয় নাই। সেই জন্ত সুস্থিতি অবস্থায় কেহ কেহ কদাচ এই কারণ জগতের অন্তত্ব করিতে পারে। আর সাধনাবলে কদাচিৎ ঐ জগতের অধিবাসী দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। অতএব মনুষ্যকে জগৎত্রয়েরই অধিবাসী বলা যায়।

জগতের স্থল স্থলের তারতম্য অনুসারে, অন্তত্বের কারণ দেহেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেমন স্থল পথে ভ্রমণ করিতে হইলে মনুষ্য শকটের ব্যবহার করে; জল পথে ভ্রমণ করিতে হইলে তাহাকে নৌকার সাহায্য লইতে হয়; আর আকাশ পথে বিচরণ করিতে হইলে ব্যোমযানের প্রয়োজন হয়—সেইরূপ, জীব যখন স্থল জগতে বিচরণ করে, তখন সে স্থল দেহের ব্যবহার করে; যখন স্থল জগতে বিচরণ করে, তখন সে স্থল দেহের বিনিয়োগ করে; এবং যখন কারণ জগতে বিচরণ করে, তখন তাহাকে কারণ দেহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যেমন স্থল স্থল কারণ এই তিনটি জগৎ, তেমনি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুস্থিতি স্থানবের এই তিন অবস্থা বা স্থান এবং স্থল স্থল ও কারণ এই তিন দেহ।

আত্মসম্বিং (Consciousness) যখন জাগ্রৎ অবস্থায় স্থল দেহে অবস্থান করেন, তখন উপনিষদের মতে তাঁহার পারিভাষিক নাম 'বিশ্ব'; যখন স্বপ্নাবস্থায় স্থল দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'তৈজস'; এবং যখন সুস্থিতি অবস্থায় কারণ দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'প্রাক্ষ'। সম্বিং এক ও অদ্বিতীয়, কেবল উপাধিতে তেঁদের তাঁহার নামান্তর হয় মাত্র। এই সম্বিংই ব্রহ্ম। স্থল উপাধিতে তাঁহার নাম বিশ্ব, স্থল উপাধিতে তাঁহার নাম তৈজস এবং কারণ উপাধিতে তাঁহার নাম প্রাক্ষ।

ইহা গেল ব্যক্তিগত কথা। তিন তিন জীবের ব্যক্তিগত দৈহিক লক্ষ্য করিয়া একরূপ বলা হয়। জগতে কিন্তু সমস্ত ব্যক্তি মিলিয়া একটা সমষ্টি আছে। সেই সমষ্টির দিক হইতে দেখিলে কিরূপ হয়? মাণ্ডূক্য উপনিষদ বলিতেছেন,—

অরম্বা ব্রহ্ম।—২

‘এই আত্মা (জীব) ব্রহ্ম’। আত্মার যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্য তৈজস ও প্রাজ্ঞ নাম দেওয়া হয়; সেইরূপ পরমাত্মারও স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—এই তিন উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও হুত্ৰাশ্বা।

ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিক পণ্ডিত সাধারণতঃ বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাহ্যিক বস্তু বৃক্ষের সমষ্টি বন; অন্তঃস্থ বৃক্ষ ব্যক্তি, বন সমষ্টি। এইরূপ জলের সমষ্টি জলাশয়; অন্তঃস্থ জল ব্যক্তি, জলাশয় সমষ্টি। এ উপমাগুলি বড় বিশদ হয় না। কারণ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের অর্থবা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। পাল্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিতে পারি। এবং তদ্বারা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে—ব্যক্তির রূপকান্দর্শ (Idealisation) মাত্র নহে, সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টান্তটি কোষাণু (Cell) দৃষ্টান্ত। কোষাণু সমষ্টি মিলিয়া স্থূল শরীর নির্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, অথচ কোষাণু-সমষ্টি দেখে যে অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব কোষাণু

ইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । এ বিষয়ে জৈবতত্ত্ববিদগণের নিকট প্রচুরপ । *

যেমন কোষাণুর সমষ্টিতে এক একটি শরীর নির্মিত হইয়াছে—এইরূপ সমস্ত ব্যক্তি হুল দেহের সমষ্টি মিলিয়া বিরাট, সমস্ত ব্যক্তি হুল দেহের সমষ্টি লটরা হিরণ্যগর্ভ এবং সমস্ত ব্যক্তি কারণ দেহের সমষ্টি মিলিয়া স্বতন্ত্রাচার শরীর গঠিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা ভগবানকে শরীরী বলা হইল না । ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন ভগবান হুল জগতে ক্রিয়া করেন, তখন হুল উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সৃষ্টিতের নাম হয় বিরাট ; যখন তিনি হুল জগতে ক্রিয়া করেন তখন হুল উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সৃষ্টিতের নাম হয় হিরণ্যগর্ভ এবং যখন তিনি কারণ জগতে ক্রিয়া করেন, তখন কারণ উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সৃষ্টিতের নাম হয় স্বতন্ত্রা । অর্থাৎ হুল জগতে কর্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয় জীব পুঞ্জের হুল দেহ সমষ্টি ; হুল জগতে কর্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয় জীব পুঞ্জের

* The cells composing an organism are regarded as individual units, each with a distinct life and function of its own. ** Every cell of the great colony of cells composing the organism of every animal and plant has thus its special work to perform, the work consisting in the extraction from its immediate environment of those materials which are necessary for its own growth and nutrition. But this work is entirely subservient to and indeed is solely performed for the ultimate nutrition and building up of the whole organism of which each individual cell forms a very small but yet necessary unit.

হৃদয় দেহ সমষ্টি; আর কারণ ভগতে কর্ম করিবার সময় ভগবানের কারণ হয় জীব পুঞ্জের কারণ দেহ সমষ্টি।

পুণ্ড্রই বলিরাছি যে, সাধারণ জীবের কারণ দেহ বড় পরিমিত হয় নাই। কারণ দেহের পূর্ণ পরিণতি জীবমুক্ত পুরুষে। বস্তুতঃ যুক্ত জীবের কারণ দেহ সমষ্টি লইয়াই ঈশ্বরের কারণ শরীর। তাহার প্রত্যেকে যেন ভগবানের কারণ শরীরের এক একটি কোষাণু (Cell)। যেমন হুল দেহের কেন্দ্র হৃদয় হইতে নানাদিকে প্রবাহিত ধর্মণী সমুদ্রিয়া জীব শরীরে রক্ত সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ বিশ্ব দেহের কেন্দ্র স্বরূপ ভগবান হইতে ধর্মণী স্থানীয় যুক্ত পুরুষগণের কারণ দেহ সহযোগে জগৎময় তাহার করুণারূপি বিস্তারিত হয়। জীবমুক্ত পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাহার যাহা কিছু আছে সমস্তই ভগবানে নিবেদন করেন। তাহার কল এইরূপ হয় যে, যেমন হুল দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাব্য অঙ্গুরাধিগ্ন হুল দেহের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবমুক্ত পুরুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাব্য অঙ্গুরাধিগ্ন সর্বতোভাবে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া এবং কান্য্যাপার কার্যে আপন কৃত্ত স্বার্থ মিলাইয়া দিয়া ভগবানের প্রতিভু স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাহারাই ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাহাদের কারণ শরীর সমষ্টিরূপ উপাধি বোগেই ঈশ্বরের কারণ দেহ।

ঈশ্বরে কে ‘হ্রজাত্মা’ বলিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। জীব-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিরাছি যে, যে কোষাণুসমষ্টি লইয়া প্রাণি-দেহ গঠিত হয়—তা’ সে প্রাণী মনুষ্য, পশু অথবা উদ্ভিদ হউক না কেন—সেই সকল কোষাণু পরস্পর অসংযুক্ত স্বতন্ত্র গুণবৎ থাকে না। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম হ্রজাকার জীব-পদ (protoplasm)

দ্বারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযোজিত রহে । • এইরূপ বিশ্ব
হুয়াংক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে পরস্পর সংযুক্ত রাখেন । কারণ
হুয়াংক্রমে, অব্যক্ত মূর্তিতে তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন ।

আকাশব্যং সর্বগতঃ হুয়াং : । স পর্যাগাৎ শুভ্রমকারমব্রহ্ম ।—ঈশ, ৮

‘সেই অকার অব্রহ্ম শুভ্র (বর্ণ) সমস্তে প্রবেশ করিলেন ।’

গীতাতেও ভগবান্ বহু বাণ বলিয়াছেন,—

ময়া ততসিদ্ধং সৰ্বং জগৎ অব্যক্তমুদ্ভিতা ।

‘অব্যক্ত মূর্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।’ জগতের মধ্যে
তিনি ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত আছেন ।

*But the very important discovery made within the last few years that all the living cells of every even vegetable organism are intimately united by means of very minute threads of protoplasm (the vehicle of life) passing through the cell walls * * The cells of a plant no longer discrete and separated by a dead unorganised cell-wall but united by the basic substance of life.

How typical all this is of that larger organism of humanity, each man thereof a separate unit gleaned from the environment of his earthly experience just that material which is suited to his own life and growth. But for what purpose ? In order that he may therefrom contribute to the wider life, the vaster organism of humanity at large. * * The theosophical teaching that the *finest thread of spiritual 'life substance'* unites men in the world over into one great brotherhood. The Buddhic nature inherent in each one of us, destroys individual separateness and invisible and unrecognisable tho' it be for the majority like the subtle protoplasmic substance passing from cell to cell is like the latter the binding life and soul of the whole human family.—Theosophical Review vol 25 p. 191.

c.f. Light on the Path, Rules 15 and 16, of Part I.

এতক্ষণ আমরা ব্যাটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের কথা বলিলাম। কিন্তু যিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর—তাহার সম্বন্ধে কি? যেমন জীব-সমষ্টি লইয়া ঈশ্বরের দেহ, সেইরূপ ঈশ্বর-সমষ্টি লইয়া মহেশ্বরের দেহ। যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে জীব কোষাণু স্থানীয়, সেইরূপ মহেশ্বর সম্বন্ধে ঈশ্বর কোষাণু স্থানীয়। ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে পরমাণুর যে স্থান, ব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টি যে মহাবিশ্ব (মহেশ্বরের বাহা নীলাক্ষেত্র)—তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্থান। কারণ, মহেশ্বররূপ অসীম সমুদ্রে ঈশ্বরগণ—ব্রহ্মা-সকল, বৃন্দবৃন্দ স্থানীয়। সেই জন্ত ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,—

কতু চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুরা আবি অবমানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সহায়ত সাগর লহরী সমানা ॥

সাগরের বক্ষে অনন্ত লহরী ভাসিতেছে, হাসিতেছে আবার বিলীন হইতেছে। ব্রহ্ম সাগরেও সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মা জন্মিতেছে, করে করে লীলা করিতেছে, পরে বিলীন হইতেছে। সেই জন্ত রূপান্তর তাহার বলা হইরাছে যে, মহাবিকুর নাভি কমল হইতে সত্ত্ব সহস্র নাল উদ্ভূত হয়—প্রত্যেক নালে এক একটি সৃষ্টিপদ্ম এবং প্রত্যেক পদ্মে এক এক জন পদ্মবোনি ব্রহ্মা। এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্ত পুরাণকার একটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। তাহা এই,—

এক দিন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোন কার্যোপলক্ষে মহাবিকুর সদনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে, তিনি ভিন্ন আর সৃষ্টিকর্তা নাই—আর এই ব্রহ্মাণ্ড-ছাড়া আর ব্রহ্মাণ্ড নাই। তাহার এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মহাবিকুর এক মারাজাল বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মা বখন বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন দ্বারী

এক পঞ্চমুখ গণেশ । ইহাতে ব্রহ্মা কিছু বিস্মিত হইলেন । ভাবিলেন, 'এ আবার কি ? আমার সৃষ্ট গণেশের ত এক মুখ । এ গণেশ কোথা হইতে আসিল ?' পরে বিস্ময়ের ভাব সংবরণ করিয়া দ্বারী গণেশকে বলিলেন 'আমি ব্রহ্মা ; ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী' । গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ? ভগবানের কাছে কাঁচার নাম বলিব ?' । ব্রহ্মার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল । তিনি বলিলেন—'কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ? ব্রহ্মাণ্ড ত এক এবং আমিই ত তাহার স্রষ্টা । ভূবাদি সপ্তলোক ত আমারই সৃষ্ট' । গণেশ বলিলেন 'বুঝিয়াছি । আপনি পৃথিবী-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা । আচ্ছা সংবাদ দিতেছি' । পরে সংবাদ দিয়া ব্রহ্মাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন । ভিতরে গিয়া ব্রহ্মা বাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব । দেখিলেন কারণার্ণবে একটি অনন্ত-দল কমল ফুটিয়া আছে, আর সেই কমলের প্রতিদলে এক একটি পরমরূপলী কন্যা অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি জীড়া-গোলক লইয়া খেলা করিতেছে । ব্রহ্মা সেই কমলের দলের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না । কারণ সে কমল অনন্তদল । ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া মুগ্ধ নেত্রে সেই কন্যাগণের জীড়া দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে কত যুগ বহিয়া গেল ; ব্রহ্মার সে জ্ঞান নাই । সহসা একটি কন্যার জীড়া-গোলকটা চূর্ণ হইয়া গেল । সে কন্যা করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল । ব্রহ্মা তাহার আর্তনাদে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা তুমি কাঁদ কেন ? একটি গোলা ভাঙ্গিয়াছে, জনতার কন্যা ভাবনা কি ? আমি ব্রহ্মা । বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা । এখনই তোমাকে একদল কত গোলা সৃষ্টি করিয়া দিবেছি' । কন্যা কাঁচার কথা কণপাত না করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । ব্রহ্মা

তাহাকে ভুলাইবার জন্য নানানভাবে একটি ক্রীড়া গোলক প্রস্তুত
করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।
কিন্তুতেই সে গোলক নির্মাণ করিতে পারিলেন না। তখন ভক্তির
হইয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রছিলেন। শঙ্করদেব গণেশ এতকণ ত্রাকার
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি ত্রাকার মোড় দূর
করিবার জন্য তাহাকে প্রকৃত বাণেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—
‘এই কার্ণাধিপাতী অনন্তকাল করল বিশ্বরূপের রূপক স্বরূপ
ইহার এক একটি দলে এক একটি ত্রাকণ্ড। এক একটি ত্রাকণ্ড এক
একটি ত্রাকণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সৃষ্টির বিকাশকালে
ত্রাকণ্ডরূপ ক্রীড়া-গোলক লইয়া খেলা করেন। প্রত্যয়ের সময় ঐ গোলক
চূর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর আপনি একটি ত্রাকণ্ডের ঐরূপ প্রথম প্রত্যয়
করিলেন। আপনার সাধ্য কি আপনি ঐ ত্রাকণ্ড সৃষ্টি করেন
প্রথম স্রষ্টার অবসানে ঐ ত্রাকণ্ডের ত্রাকণ্ড কড়ক উঠা আবার সৃষ্টি
হইবে। সৃষ্টির সীমা নাই। অগণ্য অসীম; বিশ্বত্রাকণ্ড-কমলের অনন্ত
দল।’

ভাগবতেও দেখা যায় যে, ত্রাক্ষা মহাবিক্রম মহেশ্বরের স্তুতি করিয়া
বলিতেছেন :—

কাং তমোবহবং বরচাগ্নি বাতু সবেষ্টিতাণ্ডখটসমুৎপত্তিকাকারঃ ।

ভাক্ষুণবিধা অগ্নিতাঃ পরমাত্মচর্যা বাতাক্সনোম বিবরন্ত চ তে মহিষত্বং ।

—ভাগবত ১০।

ত্রাক্ষা মহেশ্বরকে বলিতেছেন,—

‘কুত্র আমি কোথায়? আর পরম মহান তুমি কোথায়? কিতাপি
সমস্ত তত্ত্ব গঠিত একটি ত্রাকণ্ড আমার শরীর। আর তোমার শরীরের
সৌমকূপে এমন অগণ্য ত্রাকণ্ড প্রবেশ করিতেছে এবং নির্গত হইতেছে,

বাতারন পথে বেগুন পরমাণু সকল প্রবেশ করে এবং নির্গত হয় ।
 বিদ্যুৎ কখন সিদ্ধির সহিত তুলনা হয় ? অগ্নি কখন মহাদেবের সহিত
 তুলনা হয় ? বাটীর কখন সমষ্টির সহিত তুলনা হয় ?

ষোড়শ অধ্যায় ।

প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি ।

উপনিষদে ব্রহ্মকে ‘প্রধান ক্ষেত্রজ পতি’ বলা হইয়াছে । এ কথার অর্থ কি?

প্রধান ক্ষেত্রজপতিজ্ঞপেশঃ ।—ষেত. ৬।১৬

‘ব্রহ্ম প্রধান ও ক্ষেত্রজপতি, তিনি গুণাধীশ ।’ ভাগবত এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহাকে ‘প্রধানপুরুষধর’ বলিয়াছেন । বলা বাহুল্য প্রধান=প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ=পুরুষ । ব্রহ্মকে ‘প্রধানক্ষেত্রজপতি’ বলিলে এই বুঝাইল, যে সাংখ্যের জগতের বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতি পুরুষ রূপে যে মহাত্মাতে উপনীত হইয়াছেন—যাহাকে তাঁহারা বিশ্লেষণের চরম সীমা মনে করেন—ব্রহ্ম সেই চরম স্বেতের, সেই অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতি পুরুষের ঐক্য-সমন্বয় ।

বিজ্ঞানের সাহায্যে এ তত্ত্ব কতকটা বিশদ হইতে পারে । এ যে বিশাল বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, যাহার বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্ভাস্ত হইতেছি, যদি আমরা ধীর ভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করি, তবে দেখিব যে, সেই জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই কোটিতে ভাগ করা যায় । স্থাবর=Inorganic ; জঙ্গম=organic । সাগর ভূধর নদী আকাশ জল জ্বল অন্তরিক ধাতু শিলা ক্ষিতি বাষ্প—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত । আর বৃক্ষ লতা গুল্ম পশু পক্ষী কোট সরীসৃপ মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত । বিজ্ঞান প্রকৃতি-পাদন করিয়াছেন যে, যে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে যদি তাহার বিশ্লেষণ

করা যায়, তবে আমরা ৭০টি মূলভূতে (elements) উপনীত হইব। আর যে কোন জগৎমেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোষাণুর (cell) দ্বারা গঠিত। এ কোষাণুকে আবার বিশ্লেষণ করিলে আমরা ঐ ৭০টি মূল ভূতের মধ্যে কয়েকটি মূল ভূতের সাক্ষাৎ পাইব। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জড় জগৎ ঐ ৭০ মূল ভূত—(হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক, কার্বন প্রভৃতির) সংযোগ ও সংহননে রচিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত মূল ভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। তাহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চির দিন স্বর্ণের পরমাণু আছে এবং চিরদিনই থাকিবে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পূর্বাঙ্গ একটা আশা করনা ছিল যে, ঐ ৭০টি মূলভূত হয়ত এক অদ্বিতীয় উপাদানে গঠিত, তাহারা হয়ত এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র।* মনীষী সার উইলিয়ম ক্রুকস এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন। তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৭০টি মূলভূত বস্তুতঃ মূল ভূত নহে; তাহারা প্রোটাইল (protyle) নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। এই প্রোটাইলই জগৎকে নির্বিশেষ (homogeneous) চরম উপাদান—ইহারই সংযোগ সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিত্য অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিত্যও নহে, অখণ্ডও নহে। তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে;

*It is the dream of science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.—World Life p. 48.

কিন্তু যেমন এক রাশি টুককে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে নানা আত্মীয় অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়, সেইরূপ সেই প্রোটাইলরূপ মূল পরমাণুর সংকলন-ভেদে রাসায়নিকের ৭০টি বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। জুক্সের এই মত এক্ষণে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। *

এই প্রোটাইলই আমাদের পরিচিত প্রকৃতি। সাংখ্যেরা ইহাকে জগতের অদ্বিতীয় উপাদান, অমূল মূল বলিয়া প্রতীপন্ন করিয়াছেন।

প্রকৃতেঃ সর্বদীপাকানতা। বুলে মূলভারাৎ অমূলং মূলং।—সাংখ্য সূত্র

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, প্রকৃতির (matter) হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উপ-ভ্রম অপচয় নাই—কেবল রূপান্তর হয় নাই।

সাংখ্যেরাও বলিয়াছেন,—

রাসদ উৎপত্ততে ন সর্ব বিনশতি।—সাংখ্য সূত্র

* এ সবকে বিস্তার না করিয়া কেবলমাত্র মাত্র বৈজ্ঞানিকের মত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity vaguely designated by the word "Ether" ** All matter then is merely whirling Ether. Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matter, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle', their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—Dr. Marquies's Scientific corroborations, p.11.

‘অসতের ভাব হয় না, সতের অভাব হয় না’। অতএব প্রধান বা প্রকৃতিকে জগতের চরম উপাদান বলা অসঙ্গত নহে ।

কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া জগতে আর একটি বস্তু আছে—বিজ্ঞান। তাহার নাম দিয়াছেন Force (শক্তি), Energy বা Power ।

প্রথম দৃষ্টিতে, শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা বিমোহিত হই; আমরা মনে করি, শক্তির অনন্ত ভেদ। কিন্তু ধীরে তাবে জাগতিক শক্তি পুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভৌতিক শক্তির যতই বৈচিত্র্য হউক না কেন, তাহার ছয়টি মাত্র বিভাগের অন্তর্গত—গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বক শক্তি, এবং রসায়ন শক্তি অর্থাৎ Motion, Heat, Light, Electricity, Magnetism and Chemical Affinity । ইহা ছাড়া আর দুইটি শক্তি আছে—প্রাণ শক্তি (Vital force) এবং জীব শক্তি (Psychic force) । অতএব শক্তির এই আট ভেদ ।

বিজ্ঞান অনেকদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, এই আটবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহারা যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ত্ব তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে সার উইলিয়ম গ্রোভ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়্‌বিধ ভৌতিক শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়—অর্থাৎ তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করেন—শক্তির সমাবর্তন (correlation of physical forces) ।* হেলমহোল্টস (Helmholtz) এবং মায়র

* The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms.

(Myer) এই তত্ত্ব আরও বিশদ করেন। পরিণেবে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার এই তত্ত্বের সম্মানস্বরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, স্বল্প ভৌতিক শক্তিই নহে—প্রাণ শক্তি এবং জীবশক্তিও ঐ সমাবর্তন বিধির অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অল্প জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। শক্তির বস্তুতঃ হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, উপচয় অপচয় নাই; স্বল্প আছে আবির্ভাব তিরোভাব, স্বল্প আছে রূপান্তর ও ভাবান্তর। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই তত্ত্বকে conservation of energy বলে।* হারবার্ট স্পেনসার ইহার নাম দিয়াছেন—Persistence of force। তিনি বলেন কোন অস্ত্রের অচিন্ত্য power আছে—যাহা রূপান্তরিত হয়, কিন্তু বিনষ্ট হয় না।

* Each force is transformable directly or indirectly into the others. They differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomena.—Dolbear.

Similarly with Force; modern Science has made the magnificent generalisation that all the forces that we know are modifications of one Force and are identical in their essential nature; that heat, and light and all the various forces around us, Electricity, Magnetism and the rest—that all these are but vibrations of varying lengths and activities in a subtle medium, and that they may be transmuted the one into the other. They are not fundamentally different, but are one and the same in their root.—Life, and form p. 33.

অর্থাৎ যেমন সমস্ত বাগ রাগিণী সমুদরের বিকার মাত্র, যেমন সমস্ত পদবাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণের সমুদর মাত্র, সেইরূপ আমরা দেখিলাম যে, সমস্ত শক্তিগুণ প্রথমতঃ অষ্ট মূল শক্তিতে সংকুচিত হইল ; পরে আমরা দেখিলাম যে, সেই অষ্টশক্তি আবার এক মহাশক্তিরই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ।

এই মহাশক্তি কি জড় না চিন্ময় ? জগৎ কি অঙ্গ জড় শক্তির খেলা না চিন্ময়ের বিলাস ?

জগৎ জড়শক্তির খেলা হইলে, শব্বরের ভাষায় ‘জগদাধ্যং প্রসজ্যেত’ । সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড়ে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই, তাহা জীব শক্তিরই রূপান্তর । সেই জন্য তাঁহারা এ শক্তিকে এখন force না বলিয়া Power বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । *

প্রাকৃতিক জগতে বাহ্য জড় শক্তির ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, তাহা যে বাস্তবিক সেই সর্বশক্তিমান মহেশ্বরেরই বিলাস, গীতা এ কথা স্পষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন । গীতা বলিয়াছেন,—

যদ্যদিতাগতং তেনো জগদ্ ভাসয়তেহখিলং ।

যচ্চক্রমসি যচ্চাঘৌ তৎ তেনো বিদ্ধিমাংসকম্ ॥—১৫।১২

* The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions. p. 838.

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Ibid p. 829.

‘আমিত্যে, চক্রে: ও অমিতে বে তেষু আলোকরূপে নীতি পা
তাহা তাঁহারই তেজ ।’

তেন্ত্যনি বিভাবসো ।—গীতা, ৭।৩

‘অমিতে উজ্জাপকূপে বে শক্তি প্রকাশ পায় তাহারই ।’

পানাবিশ্য চ তুতানি ধারদাদ্যহমোদসা ।—গীতা ১৫।১৩

‘পৃথিবীতে বাধ্যাকর্ষণ রূপে বে শক্তি অভিব্যক্ত হয় তাহা তাঁহারই ।’

তিনিই

‘জীবনং সর্বভূতেষু ।’—গীতা ৭।২

‘সমস্ত জীব প্রাণশক্তি ।’

অহং বৈদ্যানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাত্রিতঃ—গীতা, ১৫।১৪

‘তিনিই বৈদ্যানরূপে প্রাণীর দেহে অবস্থিত ।’

ক্ষেত্রজ্ঞকাপিণ্যঃ বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

‘সমস্ত ক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত ।’

সাংখ্যেরা এই শক্তিকে শূন্য বলিয়াছেন। আশ্রিয়া দেখিবারি
বেতাবতর উপনিষদ্ ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। দশভূতাত্ম বর্ণনের
Monad এই ক্ষেত্রজ্ঞেরই অনুরূপ। ক্ষেত্রজ্ঞের কারণ তার জ্ঞান। ক্ষেত্র
বলিতে সাধারণতঃ বস্তুসমূহ-জীব বলে হয়। কিন্তু যে কারণ ঠিক
নহে। স্বাভাবিক অবস্থা বাহ্যে কিছু পূর্ণ পদার্থ আছে, সবসেই
ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত আছেন। বস্তুসমূহ পদ উদ্ভিদ ও জীবসমূহ—কেই
ক্ষেত্রজ্ঞ বিহীন নহে। সেই জন্য ‘কোনেড’-বাদীরা Mineral Monad,
Vegetable Monad, Animal Monad ও Human Monad—
এইরূপে ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতা পাঠেও জানিতে পারি,—

সাব্যং সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ সৰ্বং স্বাভাবিকমবয়বং ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সযোগ্যাব্য তসু বিদ্ধ ভরতর্ষভ ।—গীতা ১৩।২৩

‘সাব্যব জগৎ বাহ্য কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র—

একটি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগজনিত জ্ঞানবে। স্থাবর—Mineral
আর জন্মের তিন ভেদ,—উদ্ভিদ (Vegetable), পশু (Animal)
ও মনুষ্য (Human)। জড়বাদীরা স্থাবরকে অচেতন জড় মনে করেন।
স্থাবর কিন্তু বস্তুতঃ জড় নহে। স্থাবরের দেহ জড় বটে কিন্তু অভ্যন্তরে
পুরুষ বিরাজমান। আর কেন্দ্রজ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই স্থাবরে
আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতির ক্রীড়া দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা নীতি বলিতে
আরম্ভ করিয়াছেন যে, স্থাবর (ধাতু প্রভৃতি) যেন শান্তি ক্লান্তি অনুভব
করে। তাহার্য্য বলেন, “It gets tired”—স্থাবর অবসন্ন হয়; আবার
বিশ্রাম লাভ করিলে অবসাদ গিয়া সুস্থ হয়। কিছু দিন পূর্বে অধ্যাপক
জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সর্ষপ
বাহু পেণী প্রভৃতি যেমন আহত হইলে সেই আঘাতের প্রতিঘাত হয়,
সেইরূপ কোন ধাতু পদার্থে আঘাত করিলে তাহারও প্রতিঘাত হয়।
উভয় স্থলেই যে কেবল প্রতিঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু সেই ঘাত
প্রতিঘাতের প্রকার ও প্রণালীও একরূপই। ইহার কারণ আর কিছুই
নহে—কি স্থাবর কি জন্ম উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রজ অধিষ্ঠিত আছেন।

* One of the newest points of interest in recent science is the remarkable parallelism, which Prof. J. C. Bose of the Calcutta Presidency College has demonstrated to exist, between the response to electrical and mechanical stimulus on the part of living nerve and muscle and the response of metals. If you pinch or strike a bit of muscle, it changes its volume and an electric current is excited in it. This has long been known; but Prof. Bose has now proved that if you strike or pinch a metal rod, an electric current is set up in the metal also, and what is more, the entire character of this electric response is identical for both muscle and metal.—*Science Notes in the Central Hindu College Magazine.*

যেখানেই ঘাটের প্রতিঘাত, যেখানেই বচনের প্রতিবচন, সেখানেই
 বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতিতে পুরুষ মিলিত হইরাছেন। প্রকৃতি জড়,
 পুরুষ চেতন—এই জড় চৈতন্যের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি। যেখানেই
 প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ—যেখানেই Matter সেখানেই force। সেই
 জন্য পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন,—no matter without force—no
 force without matter. Matter and force are co-existent
 and inseparable; যেখানেই জড় সেখানেই শক্তি, যেখানেই
 শক্তি, সেখানেই জড়; জড় ও শক্তি পরস্পরের নিত্য অভিন্ন সহচর।
 এই যে শক্তি—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের force—ইহা বস্তুতঃ ক্ষেত্রজের
 প্রকাশ মাত্র। শক্তি পুরুষেরই—শক্তি প্রকৃতির নহে। আর শক্তি
 ও শক্তিমাণে কোন প্রভেদ নাই। ‘শক্তি শক্তিমতোমভেদঃ’।

অতএব দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের matter ও force এবং
 লশনিকের প্রকৃতি ও পুরুষ একই মহাধৈতকে লক্ষ্য করিতেছে। এই
 ধৈতকে একত্রে সম্বোধিত করা যায় কি না?

এ বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা কি? ব্রহ্মবিদ্যা বলে যে, ঐ যে
 মহাধৈত প্রকৃতি পুরুষ অথবা প্রধান ক্ষেত্রজ,—উক্ত দুই ভগবানেরই
 বিজ্ঞাপন মাত্র। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

‘বতঃ প্রধানপুরুষৌ’—‘বাহ্য হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ, তাঁহাকে
 নবদ্বার করি।’ বেদান্ততর উপনিষদে উক্ত হইরাছে যে, তিনি প্রধান-
 ক্ষেত্রজপতি। আর—

করঃ প্রধানঃ অমৃতাকরঃ হরঃ

করান্বনৌ ইশতে দেব একঃ। *—যেত ১।১*

* স ইদম্ করান্বনৌ প্রকৃতি পুরুষৌ ইশতে ইতি দেব একঃ চিংসদানন্দাবিজীভঃ
 পরমাত্মা।—শঙ্কর।

‘এক অধিতীর দেব (শ্রীভগবান্) কর ও অকর (প্রধান ও জীব)—
উভয়কেই শাসন করেন ।’

গীতাতে ভগবান্ নিজের পরা ও অপরা প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া
বলিয়াছেন,—

‘এতদ্ বোদীনি ভূতানি সর্বানীত্বাপহারম্ ।—১/৩

‘সমস্ত ভূত এতদ্ উভয় হইতে উৎপন্ন ।’ এই অপরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত
প্রধান ; এবং পরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা ক্ষেত্রজ ।

অপরেয়ম্ ইত্যত্ভূতাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো কয়েদং ধাৰ্ঘ্যতে জগৎ ।—গীতা, ৭/৫

‘এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন আমার পরা প্রকৃতি—যে প্রকৃতি
জীবরূপী এবং যদ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে ।’ পূর্বে বলিয়াছি যে,
এই জীবভূতা পরা প্রকৃতি মনুষ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন—ইনি স্থাবর
জঙ্গম সর্বত্র monad রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন ।

গীতার অন্যত্র এই উভয় প্রকৃতিকে কর ও অকর পুরুষরূপে
নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ধারিমৌ পুরুষৌ লোকে করশ্চাকর এব চ ।

করঃ সর্ব্যানি ভূতানি কূটর্হৌহকর উচ্যতে ॥—১/২১

‘জগতে কর অকর এই দ্বিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হয় । কর পুরুষ সমস্ত
ভূত, (অর্থাৎ যাহা কিছু সৃষ্ট, যাহারই Form আছে তাহাই কর) ; আর
যিনি কূটহ (ক্ষেত্রজ) তিনিই অকর পুরুষ ।’ কিন্তু ভগবান্ অকর
ও কর উভয়ের অত্যন্ত—তিনি পুরুষও নহেন প্রকৃতিও নহেন, তিনি
পুরুষোত্তম ।

বস্যাৎ করমভীতোহন্ অকরানপি চোত্তমঃ ।

ভস্যাৎ লোকেচ বেদে চ এবিভঃ পুরুষোত্তমঃ ।—গীতা, ১৫/১৩

‘আমি (ভগবান) করের অতীত, এবং অক্ষর হইতে উত্তম ; সেই জন্য লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।’

এই প্রকৃতি পুরুষকে উপনিষদ্ নানাস্থানে নানাসংজ্ঞার পরিচিত করিয়াছেন । কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ, কোথাও মূল-প্রকৃতি-প্রত্যগাত্মা ; কোথাও অন্ন-অন্নাদ ; কোথাও স্বধা ও প্রযতি ; কোথাও রসি ও প্রাণ ; আবার কোথাও অণু ও মাতরিখা । কিন্তু যেখানেই যে ভাবে উল্লেখ থাকুক, উপনিষদ্ কোথাও এ উভয়কে চরম ভাব বলিয়া খ্যাপন করেন নাই ।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ * * স সিধুন বৃংগাদয়তে রসিক প্রাণকেতি । একো বৈ বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ।—শ্রু ১।৪

‘প্রজাপতি প্রজা ক মন্য করিয়া ‘রসি ও প্রাণ’ এই দুই উৎপাদন করিলেন ; ইহারাই আমার নিমিত্ত, বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।’

* এতাবদ্ বা ইবাং সর্বং । অন্নং চৈব অন্নাদচ্চ ।—বৃহ ১।৪।৩

‘ইহাই এই সমস্ত—অন্ন ও অন্নাদ’—অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদ এই উভয় মিলিয়া সমস্ত জগৎ ।

ভসিন্ অণো মাতরিখা যথাতি ।—ঈশ ৪

‘মাতরিখা (প্রাণ) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) অণু নিহিত করেন।’

অণু = কার্ণার্ণব = অব্যক্ত প্রকৃতি (অণু এবং সসর্জ্যাব্যো—বহু) ।
মাতরিখা * = প্রাণ = পুরুষ ।

এলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হয় ।

* মাতরি (matter) যসতি (moves)—মাতরিখা । মাতদ্ প্রকৃতির একটি সূত্র । খ্রীষ্টানের Virgin Mother ; তাহারও বস্তু Holy Ghost moving on the face of the Waters

এ সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন,—

প্রকৃতিঃ স্রাজাতা ব্রহ্মাবাক্ষরগণিবা ।

পুরুষতাপ্যভাবো নীচেতে পরমাত্মনি ।—বিষ্ণু, ৩।৩।৩

‘ব্যক্ত ও অব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই পরমাত্মাতে
বিলীন হন।’

অন্যত্র উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

অক্ষরং তমসি লীয়েতে তমঃ পরে দেবে একীভবতি ।

‘অক্ষর তমসে লীন হয় । তমঃ পরমাত্মার একীভূত হয়।’ তমঃ
প্রকৃতির একটি পারিভাষিক নাম ।*

প্রণয়ে প্রকৃতি পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হন—উহাট উপনিষদের
উপদেশ । সেই অজ্ঞ মহেশ্বরের একটি সার্থক নাম নারায়ণ । নারের
অন্ন (আশ্রয়)=নারায়ণ । নার অর্থে কারণার্ণব (প্রকৃতি), (আপো
নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মহু) ; এবং নার অর্থে নরের (ক্ষেত্রজের) সমূহ ।
মহেশ্বর প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ—উভয়েরই নিধান ।

আমরা দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞানের মতে matter ও force—প্রকৃতি
এবং পুরুষ সমবায়-সম্বন্ধে জড়িত—যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই
পুরুষ, যেখানেই পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি । গীতাও বলিয়াছেন যে,
স্বাবয়ব জঙ্গম—সমস্ত পদার্থেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সংযুক্ত হইয়া বিরাজিত ।
উপনিষদও এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন :—

সংযতসেতৎ অক্ষরক্ষরক ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিষমীশঃ ।—বেত ১।৮

সংযতস্ব=পরস্পরসংযুক্তভূতস্ব—পদ্য ।

‘এই ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ), ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয়ে
পরস্পর সংযুক্ত । উভয়েরই তাহাদের ভরণ করেন।’ কারণ তাহারা

* তম আদীং তমসা সূচ্যমত্র—তম্ভবেৎ । আদীদিবা তমোভূতম্ ।—মহু ।

স্বভব নহে—ঈশ্বর পরতত্ত্ব । সেই অজ্ঞ পুরাণের ভাষার মতেই
অর্জুনারীশ্বর—তিনি এক অজ্ঞে কর, অপর অজ্ঞে গৌরী
প্রকৃতিপুরুষের, হরগৌরীর নিত্য মিলন—তিলাক্ষ বিচ্ছেদ নাই ।
রূপকের ভাষার এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি 'নাসৎ
সৃজ্ঞে' বলিয়াছেন,—

রেতোধা আসন্ মহিমানমাসন্ যথা অথত্যাং প্রযতিঃ পরত্যাং ।

ইহার সহিত গীতার নিম্নোক্ত বাক্য তুলনীয় ।

সৰ্ব্বং যোনিষু কোত্তরং । সূৰ্য্যঃ সন্তবজি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্মমহম যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—১৪।৪

ভগবান বলিতেছেন,—

‘জগতে যে কিছু সূৰ্য পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি)
তাঁহার যোনি এবং আমি তাঁহার বীজপ্রদ (রেতোধাঃ) পিতা ।’

• মহুসংহিতার ঋষি বলিয়াছেন,—

অপএষ সমৰ্জ্জাদৌ তান্ন বীজমবাক্ষিরৎ ।

‘(মহেশ্বর) আমিতে অপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বীজ
আধান করিলেন’ অর্থাৎ জীবরূপে অন্তঃপ্রবেশ করিলেন । বাস্তবিক
পক্ষে এই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে । ইহারা তাঁহারই
প্রকার বা বিধা মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation । সেই
অজ্ঞ গীতা ইহাদিগকে ভগবানের ‘প্রকৃতি’ বলিয়াছেন—জড়বর্ণ তাঁহার
অপর প্রকৃতি এবং জীববর্ণ তাঁহার পর প্রকৃতি । প্রলয়ের সময় এই
প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, তখন থাকেন কেবল তিনিই ।

আত্মা বা ইন্দ্রিয় আসীৎ ।—ঐত ১।১

সেই একাকার অবস্থায়, যখন প্রকৃতি পুরুষ মতেমতে অদর্শন হইয়া
যায়, তখন তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ । পুরাণের ভাষার এই অদ্বয়কে

মহেশ্বরের যোগ-নিত্রা বলে । প্রকৃতি ও পুরুষ—ভগবানের এই দুই বিপরীত প্রকৃতি, তখন মহেশ্বরে যুক্ত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় । পরে প্রলয়ের অবসানে মহেশ্বর প্রবুদ্ধ হইলে তাঁহার সিন্ধুকা হয় ।

একোহং বহঃশাস্ব ।

‘এক আমি বহু হইব ।’ এই সিন্ধুকা হইলে প্রকৃতি পুরুষের যোগ ভগ্ন হইয়া—

বা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিভে সিন্ধুকা ।

পর্যাপ্ত ও অপরা প্রকৃতির আবির্ভাব হয় । যেমন লৌহে চৌম্বক শক্তির positive ও negative ভেদ যোগ-নিত্রায় আচ্ছন্ন থাকে ; কিন্তু সেই লৌহ তাড়িত প্রবাহের বৃত্তের মধ্যে আসিলে, স্তম্ভ চৌম্বক শক্তি উদ্ভূত হইয়া positive ও negative ভেদে ভিন্ন হয় ; সেইরূপ মহেশ্বরে সৃষ্টির প্রবৃত্তি প্রসৃত হইলে তাঁহার যোগ-নিত্রা ভগ্ন হইয়া অপরা প্রকৃতি (প্রধান) ও পরা প্রকৃতি (ক্ষেত্রজের) আবির্ভাব হয় । কারণ, তিনি প্রধান ক্ষেত্ররূপিত—প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার বিধা বা প্রকার মাত্র ।

ছানোগ্য উপনিষদ্ নিম্নোক্ত বাক্য—

বধা সৌম্যেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং বিজাত্যং ত্রাণ্যচারণং বিকারো নামধেয়ং
মুক্তিকা ইত্যেব সত্যং এবং সৌম্য স আদেশঃ ।—৩১।৪

‘যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডে জানিলেই সমস্ত মৃগের পরার্থকে জানা যায়, কারণ বাক্যের যোজনা, বিকার, নামের প্রভেদ মাত্র—মুক্তিকা ইহাই সত্য । ত্রাণ্যবিবরণেও সেইরূপ উপদেশ ।’

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিম্নোক্ত বাক্য—

৩২ স বধা হুত্বৈভ্যমানস্ত স বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দান্ গ্রহণায় হুত্বৈভ্যং গ্রহণেন
হুত্বাভ্যাত্ত বা শব্দো গৃহীত ইত্যাদি ।—বৃহ ৪।৫।৮

‘যেমন হৃদ্বৃতি বাদিত হইলে বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু হৃদ্বৃতি
গৃহীত হইলে হৃদ্বৃতির শব্দও গৃহীত হয়, ইহাও সেইরূপ’।

—এই উত্তরের উপদেশ দিয়াছেন। উত্তর শ্রুতিরই লক্ষ্য এই যে,
অগতে যে কিছু বিষয় বা ব্যাপার আছে—তাঁহারা হয় প্রকৃত নয় পুরু,
হয় প্রধান নয় ক্ষেত্রজ—এই উত্তরের এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে—
সে সমস্তই ত্রৈলোক্যের পোকার বা বিধা মাত্র। কারণ, তিনি প্রধান-
ক্ষেত্রজগতি।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য ।

ভগবানের দুই ভাব—ঈশ ভাব, ঐশ্বর্য্য এবং মধুর ভাব, মাধুর্য্য । তাঁহার যে ঈশভাব (ঐশ্বর্য্য), উপনিষদে প্রধানতঃ তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় । ‘মহেশ্বর,’ ‘অমৃত্যামী,’ ‘বিরাটপুরুষ,’ ‘বিষাতিগ’ শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ ভাবের বথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি । ভগবানের যে মধুর-ভাব, প্রাচীন উপনিষদে তাহার উল্লিখিত মাত্র আছে ; উপনিষদের ঋষিরা তাকে আকার দিয়া সজীব করেন নাই । ‘বিষাতা’ শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এই মধুর ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি । আমরা যেখিয়াছি যে, তিনি রসস্বরূপ—

রসো যৈ সঃ ।—তৈত্তিরীয়, ২।৭

তিনি ‘সংযদ্ বাম’, তিনি ‘বামনী’—

এক সংযদ্ বাম ইত্যাক্ষতে * * এব উ এব বামনী ।—জাপোগা ।

‘তাঁহাকে ‘সংযদ্ বাম’ (refuge of love) বলা হয় । তিনি বামনী (lord of love) ।’ একভাবে মুক্তি তাঁহারই প্রসাদলভ্য ।

যথৈবৈ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

ভাস্যেব আত্মা বিসৃণুতে তন্ম বাদ্ ।—কঠ ১।২।২০

‘যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায় । তাহার নিকট পরমাত্মা নিজ তত্ত্ব বিবৃত করেন ।’

ভয়কৃত্যুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ

বাত্তুঃ প্রসাদাৎ মহিমান্বিততঃ ।—কঠ ১।২।২০, বেদে ৭০০

‘যাতার প্রসাবে অকস্মৎ জীব তাঁহার অহিমা দর্শন করিয়া বীভ-
শ্যেক হন ।’

ভবীশ্যকং বরুণং দৈবব্রীড়াং বিভাস্যমাং শাস্ত্রিনত্যন্তমেতি ।—বেদ ৪।১১

‘সেই উপনিষদ বরুণ ঈড়া (পূজা) যেরূপে জানিলে জীব অত্যন্ত শান্তি
প্রাপ্ত হয় ।’

কস্মৎ কস্মৎ দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি বিভাং ।—বেদ ৪।২১

‘হে কস্মৎ ! তোমার যে দক্ষিণ মুখ তদ্বারা আমাদের রক্ষা কর ।’

উপবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের আলোচনা করিয়া আমি ১৩০৪ সালে
‘পদ্মা’ নামক মাসিকপত্রে ‘ঐশ্বর্য ও মাধুর্য’ শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ
প্রকাশিত করিয়াছিলাম । উপনিষদের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ট না
হইলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সেই দুইটি প্রবন্ধ নিবন্ধ : ১ নাম ।

পারিশিষ্ট ।

(১)

শ্রীভগবানকে নানা জাতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছে । যুহৌরা তাঁহাকে জিহোবা বলে, গ্রীকেরা বলে জিগুস, রোমকেরা বলে জুপিটার, পারসিকেরা বলে অহুরমস্, মুসলমানেরা বলে আল্লা । সকল নামেরই অল্প বিস্তর সার্থকতা আছে ; কিন্তু ভারতবাসীরা শ্রীভগবানকে যে নামে ডাকে, সে নামটি যেমন সার্থক, এমন সার্থক অন্য কোন নামই নহে । সে নামটি 'ঈশ্বর' । সকল নামই সেই গুণাভীতের কোন না কোন গুণের অভিধান করে ; কিন্তু ঈশ্বর নামটি যেমন তাঁহার স্বরূপ-অভিধারণক, এমন কোন নামই নহে । জিহোবা শব্দে ভগবানের সত্তা লক্ষিত হয় ; জিহুস শব্দে তাঁহার অমরত্ব, জুপিটার শব্দে তাঁহার লোক-পিতৃত্ব, অহুরমস্ শব্দে তাঁহার অপাপবিন্দুত্ব এবং আল্লা শব্দে তাঁহার পূজনীয়ত্ব অভিহিত হইয়া থাকে । কিন্তু ঈশ্বর শব্দে ভগবানের যাহা স্বরূপ,—সেই ঐশিৎ, শক্তিময়, প্রভুতাব প্রকটিত হয় । অতএব ভগবানের ঈশ্বর নামটিই বিশেষভাবে সার্থক ।

এই যে শক্তিময় প্রভুতাব, ইহাই ভগবানের ঐশ্বৰ্য্য । যে ভাবে তিনি অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—যে ভাবে তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা, সর্বজ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান, সেই তাঁহার ঈশতাব, ঐশ্বৰ্য্য । গরুড়বাহন মহাবিক্র এবং সিন্ধুবাহিনী মহামারা শ্রীভগবানের ঐ ঈশনুষ্টি । যে মুষ্টিতে তিনি কোলাহল মধুহৃদন কৈটভমর্দন অসুর-বিনাশন, যে মুষ্টিতে তিনি প্রলয়

পর্যায়কালে বেদের উদ্ধারক, অতি বিপুল কিত্তির সংস্থাপক, ত্রিগাণ
পরিমাণে ত্রিকুবনের আচ্ছাদক, হ্রিবাণাল কজ্জির-কাননের প্রচণ্ড পাবক,
সেই তাঁহার ঐশ্বর্যের মূর্তি । যে মূর্তিতে তিনি দশভূজে দশ প্রহরণ ধরিয়া
পাশাপাশুরূপে নিগড়িত নিপীড়িত বিশ্ববস্ত করেন, রণাঙ্গনে তৈরব তাণ্ডব
করিয়া লেলিহান লোল রসনার অরাতির উচ্চ শোণিত শোষণ করেন,
বিদ্যাবাসিনী বিমোহিনীরূপে সিংহনাদে ভূতল গগন কাশাইয়া গুহু নিগুহ
মগন করেন, সেই তাঁহার ঐশ্বর্যের মূর্তি । এই মূর্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন
ঈতার বিশ্বরূপাধারে । শশী সূর্য্য বাহার নেত্রী দীপ্তানল বাঁহার
আননে, ব্রহ্মাণ্ড বাঁহার লোমকূশে, বাঁহার অঙ্গ-বদন, অনন্ত দশন,
অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ; তিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন,
সেই আদি-অন্ত-মধ্যাহীন, 'কালোৎপত্তি' লোকক্ষয়কৃত্য প্রবৃত্তিঃ' মহামূর্তি
ভগবানের ঐশ্বর্যের চরম দৃষ্টান্ত ।

দর্শন শাস্ত্রে ভগবানের যে ভাব বিচারের বিষয়, সেও ঐ ঈশ্বর ভাব,
ঐশ্বর্য । দর্শনে ভগবান সত্ত্ব গুণ নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ । নিগুণ ভাবে তিনি
অজ্ঞেরবাহীর অবাধ্যনসংগোচর পরমতত্ত্ব, বাক্যাতীত চিন্তাতীত জ্ঞানা-
তীত ; উপনিষদের প্রতিপাদ্য সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, বাঁহার স্বরূপ
বর্ণনে মাত্র অভাববাচক 'নেতি নেতি' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় ; বাঁহার
স্বতন্ত্ররূপে কেবল 'তজ্জলান' * শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে—তাঁহা হইতে
কি, তাঁহা দ্বারা স্থিতি, তাঁহাতেই নয় ।

সত্ত্ব ভাবে ভগবান সকল ধর্মের প্রতিপাদ্য, সকল জীবের উপাদ্য ।
ইনিই পূর্বোক্ত ত্রিহোবা, ত্রিভূত, ত্রিগুণ, অহরমসৃৎ, আত্মা । ইনিই হিন্দু

* তজ্জলান—তত্ত্ব ভব ভবন অর্থাৎ তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে নীল, তাম্র
ভিন্ন বর্ণিত ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এক হইয়াও তিন ভেদে ত্রিধা বিস্তার ; অথবা ত্রিধা ভেদে সংখ্যার অনন্ত, তেত্রিশ কোটি । ইনিই হুগু, হুহু কারণ ভেদে ব্যক্তি বহাসমষ্টি ভাবে বেদান্তের প্রতিপাদিত বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও সুহাস্তা এক যোগ শাস্ত্রের উল্লিখিত যোগিধানগম্য পুরুষ-বিশেষ ।

ভগবানের এই ঐশ্বর্যের উন্নতি বা ধারণা করিয়া উঠা যায় না । প্রকৃত প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঐ ঐশ্বর্য কতকটা উপলব্ধি করা যায় । বাত্যা-বিষ্ণু মহাসাগর, বনব্যাপী দাবানল, আশ্রয়-সিঁথির অসংখ্য পাত, গগণভেদী বজ্র নির্ঘোষ,—এই সকল ঘটনার ভগবানের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করিয়া হর । অসীম আকাশে অসংখ্য সূর্য চন্দ্র গ্রহতারার অনন্তকাল সঞ্চরণে ; অবিশেষ নীহারিকার বিবিধ বৈচিত্র্যের সৌর অগ্নিতে বিবর্তনে ; জড় চেতন, ব্যক্ত অব্যক্ত, সাক নিরাক, স্থল সূক্ষ্ম সর্বত্র অসংখ্য ক্রম-পরিণতি নিয়মের ব্যবস্থাপনে, ঐ ঐশ্বর্যের বিশেষ আভাস পাওয়া যায় । কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য আরও করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বিশ্বময় ভগবানের বিতৃষ্ণা পর্যালোচনা । গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং তাহার প্রশালী বিবৃত করিয়াছেন । বাস্তবিক ভগবানের বিতৃষ্ণার সীমা নাই । তবে বোধ হুগম করিবার জন্য তাহাতে হর যে,—

বহু-বহু বিতৃষ্ণামংসবঃ শ্রীমহা উজ্জিজ্ঞেব বা ।

ভক্তদেবাবগচ্ছ স্বা মন তেজোহংসভবম্ ।

‘হা হা কিছু বিতৃষ্ণামংস শ্রীমৎ ও বলবৎ, তাহাই আমার অংশসমুচ্চ বলিয়া জ্ঞান করিবে ।’

বোধ হয় ভগবানের ঐশ্বর্যের কিছু পরিচয় দিয়াছি ; অতঃপর তাঁহার বাহুর্যের আলোচনা করিব ।

ঐশ্বর্য ছাড়া ভগবানের আর একটি ভাব আছে ; সেটি তাঁহার বহু-ভাব, বাহুর্য । ঐশ্বর্যে যেমন নিয়মের কঠোরতা, বাহুর্যে তেজস ককণাস

কোমলতা। এই ভাবে তিনি দয়াময় মেহময় প্রেমময় কল্পনাময়। এই ভাবে তিনি বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতিরূপে আত্মবালিদান দিয়া সৃষ্টি কার্য সম্ভাবিত করেন। এই ভাবে তিনি জীবের হৃৎথে কাতর হইয়া জগতের পাণ্ডার বহন করিবার জন্ত আপনার প্রিয় পুত্রকে মৃত্যুযাগে অর্পণ করেন। এইভাবে তিনি মাতা পিতা পত্নী পরিজন ছাড়িয়া শোভাময় সুখময় সংসার-সুখ বিসর্জন দিয়া, মানবের হৃৎথে নিক্ষেপ করিবার অভিলাষে মহা সংক্রমণ করেন। এই ভাবে তিনি ভৃগুর পদাঘাতে বক্ষে তাড়িত হইয়া লক্ষ্মীর উৎসঙ্গ-শয্যা হইতে ঝটিতি উঠিয়া মুনির কোমল চরণে পাছে ব্যথা লাগিয়া থাকে এই জন্ত ব্যাকুলতা * প্রকাশ করেন। এই তাঁহার মধুর ভাব মাধুর্য। উমার আগমনী বিজয়ার এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মারাতীত মহামারা বধন মারাবী মানুষের মত স্নেহ ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া পিতা মাতাকে সম্বৎসরান্তে দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন, যখন ছল ছল চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,—

এসেছেন পিতা গচল, আঁখি দুটি ফুল ফুল,
কেবল বলছেন চলচল, কি আজ্ঞা হয় পণ্ডপতি
সম্বৎসর হইল গত, মা আমার কাদিছেন কত
আসিব হে ত্বরান্বিত করি আমি এই মিনাত।

যখন জগন্মাতা মারিক মাতার বিরহ ভয়ে বিধূর হইয়া সারা নিশি জাগিয়া বিষর ও মলিন বদনে রোদন করেন, যখন বিজয়াদেশীর দিন গিরিবাণী তাঁহার উদ্দেশে কাতরে বলেন,—

* শেষের দৃষ্টিতে এই দৃষ্টান্তটি ভগবানের মাধুর্যের একশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বক্তা: অব্যক্ত হইয়া রাখার “পদপদ্মবদনাময়” শিরে ধারণ করা বেশ মধুরতার আর এক প্রায় উদ্ভে বলিয়া মনে হয়।

কাগাওনা হর জারায় জরা তোমার বিনয় করি
 বাবে বলে সারা নিশি কাদিয়া পোহান গৌরী ;
 নিশি জেগে কাতর হয়ে, আছেন উমা দুমাইয়ে ;
 বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি ॥

তখন আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ভগবান শুধু ঐশ্বর্যাশালী নহেন,
 তিনি মধুরভাবের ।

আর যখন অনাদি অনন্ত নিরাকার নির্বিকার নিরঞ্জন অজ্ঞেয়
 অমেয় অচিন্ত্য অবিভীত পরব্রহ্ম, মায়ার মানুষ সাক্ষিরা উদ্ধব অজুগেয় প্রভু
 হয়েন, নন্দ যশোদার পুত্র হয়েন, শ্রীদাম সুদামের সখা হয়েন, ব্রজ
 গোপীর নাগর হয়েন, — যখন তাঁহার দান্ত ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহার
 নীলাবসানের সহিত মায়িক দেহের অবসান হইবে বুঝিয়া করুণ কণ্ঠে
 উদ্ধব তাহার প্রভুকে বলে—

নাহং তবাজ্জি, কমলং কণাঙ্কিমপি কেশব ।

তাস্ত্বং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ।

‘হে কেশব ! আমি তোমার চরণ কমল অর্দ্ধক্ষণও ছাড়িতে পারিহ
 না ; নাথ ! আমারও বৈকুণ্ঠে গইয়া চল ।’ যখন বাৎসল্যে বিভোর হইয়া,
 তাঁহার বিষহে অকোমল নরনে সুরিয়া যশোদা তাহার নীলমাণের উদ্দেশে
 ডাকিয়া বলেন,—

অকলের মণি এসরে নীলমণি

দেখিতে তোমায়ে দেহে আছে প্রাণ ।

পন্নায় বিনয়ে, মা বলে ডাকরে

আসরে কোলে করি হেরি চাঁদ বয়ান ।

যখন সখা প্রীতিতে আকুল হইয়া শ্রীদাম খেলার সাথী প্রিয় সহচর
 অভিন্নবদর রাখাল রাজার শ্রীমুখে অর্দ্ধভুক্ত কল তুলিয়া দিয়া বলে,—

বড় সুমিঠে এ কল খায়ে কল আমি পেয়েছি ।

মধুর বলে আর না পেরে বড়ার বেঁধেছি ।

কল খেয়ে ভাব নাচতে হবে

নাচবো আমরা রাবাল সবে

সবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে আর দেখি নাচি ।

যখন প্রেমে তগ্ন হইয়া ত্রীরাখা জীবনে জীবনে জনমে মরণে তাঁহাকেই
প্রাণেশ্বর ভাবিয়া আপনার সর্বস্ব ত্রীগনে উপহার দিয়া একতান মন
প্রাণে বলেন,—

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে

আর কেহ মোর আছে ।

* রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই

দাঁড়াব কাহার কাছে ।

এ কুলে ও কুলে গোকুলে হুকুলে

আপনা বলিব কার ।

নীতল বলিয়া শরণ লইবু

ও ছুটি কমল পায় ॥—

ভগ্ন আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝি যে ভগবান কেবলই ঈশ্বর নহেন,
‘তিনি মধুর, মধু হইতে মধুর, মাধুর্য্যধন ।

ভগবানের ঈশ্বর শক্তিমত্তা বুঝাইবার পক্ষে যেমন ভারতবাসীর
ভাষার ঈশ্বর নাম সার্থক, তেমনি তাঁহার মধুরত্ব, মাধুর্য্য বুঝাইবার
জন্য সার্থক নাম রাম, হরি, কৃষ্ণ । রাম নামে ভগবানের মনোরম,

* রম বাতু হইতে রাম ; র বাতু হইতে হরি এবং কৃষ্ণ বাতু হইতে কৃষ্ণ
নিপায় হইয়াছে ।

অভিরাম ভাবটি কেমন প্রকাশিত হয়! হরি নামে তাঁহার বিদ্যকর চিত্রের ভাবটি কেমন অভিযুক্ত হয়! আর কক নামে তাঁহার চিত্র-বিনোদন আকর্ষক ভাবটি কেমন প্রকটিত হয়!

অল্প জ্ঞতির ভাবের একপ ভাবব্যঞ্জক নাম আছে কি না সন্দেহ; অল্প ধর্ম্মীরা ভগবানের এ মধুর ভাব তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানের ধর্ম্মগুরু ইহুদীরা ভগবানের মাধুর্য্য লীলার কোন ধারই ধারেন না, তাঁহাদের ঈশ্বর কঠোর কঠিন কোপনস্বভাব। তাঁহারা শাস্ততন্ত্রের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। কেবল যেন ডেভিডের গীতিতে (Songs of David) (যদি তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, বাহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন) এই মধুর ভাব লুক্কায়িত দেখা যায়। কিন্তু সাধারণের তাহার রসান্বাদনের কোন সুযোগ ছিল না। বাক্সালী মহাজনেরা অদ্ভুত প্রতিভা বলে তাহাকে সুগম করিয়া সাধারণে তাহার প্রচার করেন। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সুমধুর পদাবলীতে ভগবানের মধুর ভাব জীবের বোধায়ত্ত্ব করেন। বাক্সালী সুস্বর তানে ভগবানের নাম গান করিয়া কবিতার সাহায্যে তাঁহার মাধুর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আদর্শের অভাবে ভগবানকে মধুর ভাবে ভজন তাহার কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হইত; দেহধারী রাধা সে কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পাইত না। সেই সময় শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শ তাহার মননের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যে সকল মহাত্মাবের প্রসঙ্গ লোকে ভাগবতে পাঠ করিয়াছিল, মহাজনের পদাবলীতে সংগীত শুনিয়াছিল, সে সকল তাঁহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাইল। শ্রীমাধার যে অবস্থা সাধারণে অলীক করনা মনে করিত, এখন তাহাই শ্রীচৈতন্যে বিকশিত দেখিতে লাগিল। “তিনি শরনে স্বপনে জলে আকাশে সমস্ত সংসার কল্কমর দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি আর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই জন ব্যতীত ত্রিংশতে কেহ আছে বা থাকিবার

প্রয়োজন আছে এ বোধ তাঁহার নাই”।* তখন প্রেম ভক্তনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বের বেক্সপ পূর্ণবিকাস সাধন করিয়া ছিলেন, শ্রীচৈতন্যে আবিষ্টি হইয়া প্রেমের সেই রূপ চরম পরিণতি সাধন করিলেন। তাঁহার মাধুর্য্য-উপলব্ধি জীবের তখন অতি সহজসাধ্য হইল।

মধুর ভক্তনের এই সংক্ষেপে ইতিহাস। ইহার ক্রম-আলোচনার প্রবন্ধের বিষয় কিছু বিশদ হইবে এই আশায় কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম। প্রেম-ভজন বাঙ্গালীর অতি নিজবন্দন, অতএব বিশেষ আদরণীয় ও গয়া উচিত।

অতএব ভগবানের দুই ভাব ঈশভাব ঐশ্বর্য্য এবং মধুরভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি প্রকারে ভগবানের মুক্ত ভাব আয়ত্ত করিবে? ইহার কি কোন উপায় আছে? পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

(২)

আমরা পূর্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে ভগবানের দুই ভাব; ঈশভাব ঐশ্বর্য্য ও মধুর ভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি উপারে ভগবানের মুক্তভাব আয়ত্ত করিবে? ইহার কি কোন উপায় আছে? এই প্রশ্নের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপায় কি তাহা ইঙ্গিতে পূর্ক্স প্রবন্ধেই উক্ত হইয়াছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ঈশভাব উপলব্ধি করিবার উপায় জ্ঞান; এবং তাঁহার মাধুর্য্য মধুর ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভক্তি। এই জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

জ্ঞান অর্থে ও বজ্ঞান—তুচ্ছ বিষয়জ্ঞান না প্রচলিত বিজ্ঞান নহে।

* ঈশিলির কুমার ঘোষের আরম্ভ নিম্নাই চরিত।

ঐ জাতীয় জ্ঞান অনেক দূরে নিষ্ফল বিভ্রমের স্বাদ—তবুই অস্বাদ্য
ও বৃথাতিমানের জনক। যে জ্ঞানে ভগবানের ঈশতাব ঐক্য উপলব্ধি
হয়, সে এ জাতীয় জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান—জীব ও ব্রহ্মের
ঐক্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উচ্চ সীমার উপনীত হইবার জন্য কতকগুলি
সোপান অতিক্রম করিতে হয়। জ্ঞান যাত্রার প্রথম সোপান—অনন্ত
অব্যয় ব্রহ্মসত্তার অনুভব। যে সত্তা জগতের সর্বত্র অদ্বৈতাকারে বিরাজেন,
বাহ্যে সৃষ্টির বিকাশ বিবর্ত ও বিবাহ, যিনি অজ্ঞেয় অমের অচিন্ত্য,
এক ও অদ্বিতীয়—সেই ব্রহ্মসত্তার অনুভব। ঐ ব্রহ্মপদার্থই সং, অন্য
সকল বস্তুই অসং, মায়িক, ভঙ্গুর, নশ্বর—অজ্ঞ দৃষ্টিতে বহু কিছু জানীর
চক্ষে একমাত্র; যে হেতু সকল পদার্থই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান,
অতএব তাহার অভিন্ন—সমান। এই সাম্যবোধ জ্ঞানযাত্রার দ্বিতীয়
সোপান। “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”। ঐকান্তিক সমতা এই ব্রহ্মের
লক্ষণ। অনন্তর সমতাজ্ঞান হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের
অনুভূতি হয়। পঞ্চকোশের আবরণে আবৃত জীবাত্মা সর্ববিধ উপাধি
বিযুক্ত পবনাত্মা হইতে অভিন্ন—এই বিবেকের উৎপত্তি হয়। ইহাই
তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের ঈশতাব ঐক্যবোধ সম্যক উপলব্ধি
হয়। এই জ্ঞান লাভের ফল তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপে বর্ণিত হইরাছে—

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনস্পতিং বাক্ পতিশ্চক্ৰঃ পতিঃ।
শোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবাত্মকের সন্ধিৎ বিষয়
সম্প্রদায়িত হওয়াতে সকল ভূতের চক্ৰ তাহার চক্ৰ হয়, শোত্র তাহার
শোত্র হয়, বাক্য তাহার বাক্য হয়, বুদ্ধি তাহার বুদ্ধি হয়। ততঃপর
সর্বভূতের যাহা দর্শন শ্রবণ বচন মনন, তাহা তাহার দর্শন শ্রবণ বচন

* * এই সময়ে শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্টের ভক্তি ও অধ্যাত্মজীবন দীর্ঘক বর্ণনা
হইবে।

মননের অসীকৃত হয়। ইহাই স্বাভাব্য সিদ্ধি। বদ্ধ জীব ফরাট্ হইলে ভগবানের মুক্তাঙ্গার সাহায্য লাভ করে। এবং এইরূপ সৰ্বস্বাত্মতার ফলে ভগবানের ঈশভাবের অধিকারী হওয়া তাঁহার ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। ইহাই জ্ঞানমার্গ।

ভক্তিমার্গ স্বতন্ত্র। যেমন ঘসা কাঁচের সাহায্যে তেজোময় সূর্য্যকে নরনগোচর করা যায়, সেইরূপ ভক্তি কাঁচ দ্বারা অচিন্ত্য ভগবানকে চিত্তগোচর করা যায়। ভক্তির সাহায্যে মধুর ভগবানের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, নিশ্চয় বুঝা যায় যে তিনি মধুময়।

এই ভক্তি কি? 'স্যা পরাভুক্তিরীশ্বরে'। ভগবানে সাতিশয় অনু-
রাগের নাম ভক্তি। চিন্তের যে অবস্থায় ভগবানকে অতি নিজ জন
বলিয়া বোধ হয়, সেই অবস্থার নাম ভক্তি। এক কথায় অনুকূল*
ভাবে ভগবানকে ভজনের নাম ভক্তি। ইহার ফলে সিদ্ধি।

কথা বিনা রোমহর্ষ্য ত্রবস্তা চেতসা বিনা

বিসানন্দাশ্রকলয়া শুধ্যং ভক্ত্যা বিনা

‘ঈশ্বর স্মরণ জগৎ রোমাঞ্চ চিত্তদ্রব ও আনন্দাশ্র বিনা—এক কথায়
ভক্তি ব্যতিরেকে কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে?’ চিত্তশুদ্ধির অন্তর

* প্রতিকূল ভাবেও ভগবানের ভজন হয়। হিরণ্যকশিপু হরিকে অহরহ শত্রু-
ভাবে চিন্তা করিয়া শুভগতি লাভ করিয়াছিল। শিশুপাল ভীত বৈরাহেতু সকল অবস্থা-
তেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে বাধ্য হইয়া জীবদ্দশাতে তাঁহাতেই মগ্ন প্রাপ্ত হইল। ক্রম-
বিশেষ বিপুলভাবে নারায়ণের সংসর্গে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন সুখ লাভ করিল। কলহঃ
কাম্য ক্রোধঃ ভয়ঃ মেহঃ সৎকাম্য সৌকম্যবৈবচ। নিত্যাহোরী বিদ্যুৎতোহাষ্টি তদ্রয়তায়ৈ তে।
ভগবানে কাম্য ক্রোধঃ মেহঃ একত্বঃ এবং সৌহার্দ্য—যে কোন ভাব নিত্য হারয়ে গোচ্ছ
করিলে, কলহ হওয়া যায়। বলাবাহুল্য অনুকূল ভজনই শ্রেষ্ঠ পথ।

পরিষ্কৃত।

বিত্তত্ব চিত্তে ভগবানের মাধুর্যের আভাস হয়। উক্তবক্তার ভাবনা
ভক্তের অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

বাক পদপদা ত্রয়তে বলা চিত্তা

কথ্যাতীতঃ কথিত কঠিনঃ ।

বিলম্ব উৎপাদিত নৃত্যতে চ

সদভক্তিযুক্তো ভবনঃ পুণ্যতি ।

অর্থাৎ 'ভগবদ্-ভক্তের বাক্য ভাববিষয়ভিত্ত, চিত্ত বিশ্লিষ্ট হয়। সে
কখন বোদন করে, কখন হাস্য করে। কখন বা লৌকিক লক্ষ্য
পরিভাগ করিয়া গান করে এবং নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেজন্য
লোকের সংযোগে ভূবন পবিত্র হয়।' এ বর্ণনা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত
নহে। বাহার্য কখনও ভক্ত-মনের হাব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঁহার অনার্যাসে ইহার বাখ্যার্থ উপলব্ধি করিবে। ভাগবতকার ভক্ত-
প্রবর প্রলাপের বৈকুণ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার দ্বারাও ইহার সত্যতা
অস্বীকৃত হইবে। সে বর্ণনা এই,—

কচিৎ কথতি বৈকুণ্ঠ চিত্তা শব্দলভ্যতনঃ

কচিৎকথতি তক্তিত্তালার উপপাদিতকচিৎ ।

নরতি কচিৎ উৎকণ্ঠে বিলম্বো নৃত্যতিকচিৎ

কচিৎ তদ্বাবনামুক্ত সঙ্গযোগেহুচকারহ ।

কচিৎ উৎপুলক স্তবী মাত্রে নঃসর্গ বিযুক্তঃ ।

অংশল প্রণয়নল সলিলানীলিতেকণঃ ।

'প্রলাপ কখন ভগবানের চিত্তাকুলিতিতে বোদন করিত, কখন
তাঁহার বিগনানন্দে হাস্য করিত, কখন গান করিত, কখন মুক্তকণ্ঠে
চিৎকার করিত। কখন নির্লজ্জের মত নৃত্য করিত। কখন তাঁহার

ভাবনাবেশে তত্ত্ব হইয়া ভগবানের নীলার অনুকরণ করিত। কখন বা ভগবানের সংস্পর্শ স্থানে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রগাঢ় প্রেম জনিত অপ্রজ্ঞাভাৱে অভিভূত হইয়া তুচ্ছীভাব অবলম্বন করিত।

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। ভগবানের নাম হ্রবীকেশ—হ্রবীকেশ= ইন্দ্রিয়ের ক্ষয়। অতএব সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই তাঁহার সেবার নিয়োজিত করা বাইতে পারে। আর সকল ইন্দ্রিয়ের তাঁহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। এই ভাবেই বোধ হয় ভাগবতকার লিখিয়াছেন, “যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণাঙ্কবাদ প্রবন না করে, হয়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গহ্বর মাত্র। যে স্মৃত, যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী রসনা তেজজিহ্বাতুলা; বাহার মন্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্টকিরীটশোভিত হইলেও কেবল ভার মাত্র। হস্তদ্বারা হরির যে সেবা না করে, তাহা কনক কঙ্কণে শোভিত হইলেও শবের হস্তমাত্র। মাহুকের নয়ন যদি বিষ্ণু মূর্তি নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা মধুরপুচ্ছমাত্র। আর যে চরণদ্বয় করিতীর্থে পর্গাটন না করে, তাহার বৃক্ষকল্প লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে জন ভগবৎ পদে ধারণ না করে, সে জীবদশাতেই শব। বিষ্ণুপাদাঙ্গিত ভুলনীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে সে নিখাস থাকিতেও স্মৃত। হয়! হরিনাম কীর্তনে বাহার হৃদয় বিকার প্রাপ্ত না হয় এবং বিকারেও বাহার চক্ষু জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় তাহার হৃদয় শৌহময়॥” অবশ্য এরূপ ভক্তনের জন্য ভগবান্ সাকার হওয়া আবশ্যিক; অন্ততঃ তাঁহার ভক্তি-করিত মূর্তি থাকা প্রয়োজন। হিন্দুদিগের ভগবানের এরূপ বহুতর করিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ইচ্ছাও নিখাস যে, ভগবান্ মারার মাহুৎ শাজিরা রাম কৃষ্ণ প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ ভজন ভারতবাসীর পক্ষে অসামান্য নহে।

যার ভগবান্ যে একবারেই নিরাকার ভাহাঃ বল্য যায় না। তাঁহার
হানকমর কারণ-শরীর স্বীকার করিতেই হয়।

আর বাহার্য ভগবানকে নিরাকারও জ্ঞাপন, তাঁহার্য বোধ
হয় তাঁহার বিশ্বরূপতা, গুণাত্মকতা, এবং প্রেমময়তার অপলাপ করেন না।
সুতরাং হুবীকের দ্বারা হুবীকেশের ভক্তন তাঁহারের পক্ষেও অসম্ভব
নহে। তাঁহারের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন—

এ তীব্র কামনা কেন হার মানুষের তরে ?

চাহ রূপ ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর ?

এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা, বাহার অনন্তরূপ

সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কে স্তব্ধ ?

চাহ গুণ ? এই বিশ্ব বার গুণলীলাভূমি

সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার ?

চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব বার প্রেম পারাবার

সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার !

যে ভক্তির কথা উত্তিপূর্বে বলিলাম, বাহার সাহায্যে ভগবানের
মধুর ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, যে ভক্তির পাঁচটি স্তর আছে : পর পর
চারিটি স্তর অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ স্তরে পহঁছিতে হয়। এই
স্তরগুলি যথাক্রমে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত্যভাব। শান্ত
ভাব সাধারণ ভক্তের ভক্তি—যখন হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হইতে
আরম্ভ হয়। দাস্য ভাবে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর—যখন ভক্ত ভগবানে
সর্বস্ব অর্পণ করে। সখ্যভাব প্রীতির উন্মুক্ত উৎস—যখন ভগবানের
সহিত প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাৎসল্য ভাবে প্রীতির সহিত দয়ার
অপূর্ণ মিশ্রন—যখন ভগবান্ প্রাণ অগ্নেকা প্রিয়তর, জীবন অগ্নেকাও
অধিক মেহের সামগ্রী হন। সর্বশেষ কান্ত্যভাব, যে ভাবে ভক্তি

প্রীতি করা ও স্নেহের মধুর সমাবেশ—যখন জনর ভগবৎ প্রেমের
শতবারার অভিসিক্ত হইয়া তন্ময়তালান্ত করিয়া প্রেমাধারে বিলীন
হইয়া যায় ।

এই ভাবই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাতে সকল প্রকার সমীহ ও সাপেক্ষতা
অন্তর্হিত হইয়া ভগবানকে অতি আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে ।
ইহাই সেই অনিমিত্ত অষ্টৈক্যকী ভক্ত, বাহার স্পর্শে লৌহও কাকনে
পল্লিত হয় । ইহাই যেই মহাজনোক্ত মহা ভাব, বাহার কণামার
লাতের জন্ত ব্রহ্মাদি দেবতারও আগ্রহ হয় । এই ভাবের আবাদন
পাইলে গোপীদিগের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

মধু হতে মধু তুমি প্রাণ বধু

চরণের দাসী কর ।

কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিত

দেহ নাথ এই বল ।

* এই মধুরভাব বিবরে ভক্ত-প্রদঃ শ্রীবৃত্ত শিশির কুমার ঘোষের একটি দমর
কবিতা আছে । কবিতাটি এই,—

সারাজীত আনাজীত তোমা বলে থাকে
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবেনা তোমাকে ।
ভকতি ও স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি
তবে 'প্রিয়' বলি কি আর না ডাকিব আমি
প্রাণমাধ পিতা সখা সখজ মধুর
বড় হ'য়ে সেনব কি করে দেখে দূর ।
সারা মিলাইয়া এস প্রভু ভগবান
ছুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ ।
জানাতে সারাজীত হয়ে যেনে তবে
কিরণেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে ।

